বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ

৩২০ সংখ্যা। বৈশাখ ১৭৯২ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

গম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দশমং সূক্তং।

ৎস ঋষিঃ ত্রিস্টুপ্‌ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৯৫

৬। ভূরিকর্ম্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে
শুষ্মায় সুনবাম সোমং।
দৃত্যা পরিপন্থীব শূরো-
নে। বিভজন্নেতি বেদঃ।

রিকর্ম্মণে' বহুবিধেন শত্রুবধাদিরূপেণ কর্ম্মণা ভায়' বৃষভবৎ সর্ব্বেষু দেবেষু শ্রেষ্ঠায় 'বৃষ্ণে' য় 'সত্য শুষ্মায়' অবিতথবলায় ইন্দ্রায় তদর্থং নবাম' ৬ পার্থং রসরূপং করবাম। 'শূরঃ' ঃ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'আদৃত্য' ধনবিষয়মাদরং কৃত্বা যজমানস্য 'বেদঃ' ধনং 'বিভজন্' তস্মাদ-ভূঃ কুর্ব্বন্ অপহরন্ 'এতি' যজমানেভ্যস্ত-চ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'পরিপন্থীব' যথা চৌরো গচ্ছতাং পুণ্যপুরুষাণাং ধনং বলাৎ-গচ্ছতি তদ্বৎ।

কর্ম্ম যুক্ত, দেবতাশ্রেষ্ঠ, বর্ষণ বিতথ বীর্য্যশালী ইন্দ্রের নিমিত্তে মাভিষব করি। যে শৌর্য্য সম্পন্ন র ন্যায় আদর পূর্ব্বক অযজমানের করিয়া গমন করেন।

১১৯৬

৭। তদিন্দ্র প্রেব বীর্য্যং চকর্থ
যৎ সসন্তং বজ্রেণাবোধয়ো-
হহিং। অনু ত্বা পত্নীর্হৃষিতং ব-
য়শ্চ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা।

৭। হে 'ইন্দ্র' 'তৎ' বীর্য্যং বীরকর্ম্ম 'প্রেব চকর্থ' প্রখ্যাতমিবাকার্ষীঃ' কিং পুনস্তদ্বীর্য্যং 'সসন্তং' স্বপন্তং মদোন্মত্তং 'অহিং' বৃত্রং 'বজ্রেণ' কুলিশেন 'যৎ' যেন বীর্য্যেন ত্বং 'অবোধয়ঃ' প্রবুদ্ধঃ সন্ ময়া সহ যুদ্ধং ক-রোত্বিতি. 'হৃষিতং' তাদৃশস্য বৃত্রস্য হননেন প্রাপ্তহর্ষং 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' পশ্চাৎ 'পত্নীঃ' দেবপত্ন্যঃ 'অমদন্' হর্ষং প্রাপ্তাঃ অপিচ 'বয়শ্চ' গমনশীলা মরুতোঽপি তথা 'বিশ্বে-দেবাসঃ' অন্যেচ সর্ব্বে দেবাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' পশ্চাৎ অমদন্ অমাদ্যন্।

৭। হে ইন্দ্র! সেই বীর্য্যকে তুমি বিখ্যাত করিয়াছ, যে বীর্য্যে মদোন্মত্ত বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা জাগরিত করিয়াছিলে। বৃত্র হননে হৃষ্ট যে তুমি তোমার পশ্চাৎ দেবপত্নী সকল, গমনশীল মরুদ্গণ ও বিশ্ব দেবতারা হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন।

১১৯৭

৮। শুষ্ণং পিপ্রুং কুয়বং
বৃত্রমিন্দ্র যদাবধীর্ব্বিপুরঃ শম্ব-

রস্য। তন্নোমিত্রো বরুণো মা-
মহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী-
উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ১৭।

৮ হে 'ইন্দ্র' ত্বং শুষ্ণাদীংশ্চতুরোঽসুরান্ 'যৎ' যদা 'আবধীঃ' হতবানসি, তদানীং 'শম্বরস্য' 'অসুরস্য 'পুরঃ' নগরাণি 'বি' বিদারিতবানসি অসুরাণাং মুখ্যেষু হতেষু অন্যান্যপ্যসুরপুরাণি বিদীর্ণান্যাসন্নিত্যর্থঃ। যদনেন সূক্তেন প্রার্থিতমস্মদীয়ং 'তৎ' মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজিতং কুর্ব্বন্তু। ১। ৭। ১৭।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি যখন শুষ্ণ পিপ্রু, কুযব ও বৃত্র, এই চারি অসুরকে বধ করিয়াছিলে, তখন শম্বরাসুরের পুরী সকলও বিদীর্ণ করিয়াছিলে। আমারদিগের যাহা প্রার্থিত, তাহা মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ সম্পন্ন করুন। ১। ৭। ১৭॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

নবম অধ্যায়।

৭১

সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ। ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে। ১

সর্ব্বাণি সম্বিভজ্য ভক্ষ্যপেয়ানি দ্রব্যাণি যো ভুংক্তে সঃ 'সম্বিভক্তা' 'চ' 'দাতা চ' দেয়ানাং বস্তূনাং 'ভোগবান্' ভোগী তথা 'সুখবান্ নরঃ' 'অহিংসকঃ চ এব' যঃ 'ভবতি সঃ 'পরং' 'আরোগ্যম্ অনাময়ং 'অশ্নুতে ভুংক্তে'। ১

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান, সুখবান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন। ১

সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব ও দাস দাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া তাহা যথাযোগ্যরূপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক; অশন বশন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আত্মম্ভরি হইবেক না। সমুদায়ই যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি এরূপ বিবেচনা করিবেক না; প্রত্যুত অবশ্য-পোষ্য ও আশ্রিতগণের অভাব সকল ন্যায়ানুসারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখভারে আক্রান্ত দীন দুঃখীদিগকে দান করিবেক। আপনাকেও ভোগ সুখে বঞ্চিত করিবেক না; কৃপণতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশে আপনার শরীর ও মনকে ধর্ম্মানুমোদিত ভোগ ও সুখ দ্বারা পোষণ করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না। ১

৭২

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতযৈব অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ[illegible] ফলম্। ২

'পাত্রস্য হি' 'বিশেষেণ' তারতম্যমপেক্ষ্য তথা 'শ্রদ্দধানতযা' শ্রদ্ধাবত্তযা 'এব চ'। 'দানস্য' 'অ[illegible] বহু বা' 'ফলং' 'প্রেত্য' লোকান্তরে 'অবাপ্যতে[illegible] প্যতে। ২

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দানজ[illegible] অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়[illegible]

অল্পই হউক, আর অনল্পই হউক দান করিতে সাধ্য হইবেক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবেক। দাতার শ্রদ্ধা ও পাত্রের যুক্ততা অনুসারে দানজনিত পুণ্যের তার[illegible] যাচকগণ উত্ত্যক্ত করিতেছে বলিয়া বি[illegible] যে দান করা হয়, কেবল যাচকের উত্ত্যক্তি মুক্তি লাভ মাত্রই তাহার ফল, তাহা ধ[illegible] পরিগণিত হয় না। যাহাকে দান করি[illegible] বা অসৎকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হই[illegible] অসৎপাত্রে দানও ধর্ম্মের অনুমোদি[illegible] ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়ি[illegible] দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তা[illegible] শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিবে[illegible]

৭৩

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যাম[illegible] অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা সচ দুঃখেন ল[illegible]

তাত ইতি স্নেহসম্বোধনং হে 'তাত' 'দানাৎ দানমপেক্ষ্য দুষ্করং' কর্ম্ম 'পৃথিব্যাং ন অস্তি' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি। 'চ' শব্দোহেতৌ যস্মাৎ 'অর্থে' লোকানাং 'মহতী' অতীব 'তৃষ্ণা' 'সঃ চ' অর্থশ্চ 'দুঃখেন লভ্যতে'। ৩

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে হেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়। ৩

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়া আছে; ধন-সম্পদ্ও অনায়াসলভ্য নহে। বহু আয়াসে ও বহু ক্লেশে ধন উপার্জ্জন হয়; সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার [illegible]তা নাই ও স্বার্থ নাই; সে স্থলে অর্থ দান [illegible] ধর্ম্মার্থী ব্যতিরেকে আর কাহার সাধ্য হয় [illegible] এই জন্য দান দুষ্কর কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত [illegible]ছ। যিনি পরম বন্ধু পরমেশ্বরের প্রিয় [illegible] সাধনের উদ্দেশে অর্থ উপার্জন করেন, [illegible] কেবল অর্থের জন্যই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন [illegible] না, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দান-ধর্ম্ম অনু[illegible] পূর্ব্বক কৃতপুণ্য হন। ৩

৭৪

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মোধনেন [illegible] ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো[illegible]। ৪

'অন্যায়াৎ' অন্যায়েন 'সমুপাত্তেন' সংগৃহীতেন [illegible] 'যঃ' 'দানধর্ম্মঃ' দানলক্ষণোধর্ম্মঃ 'ক্রিয়তে' 'ন' [illegible]নধর্ম্মঃ 'কর্ত্তারং' দাতারং 'মহতঃ ভয়াৎ' পাপ[illegible] 'ত্রায়তে' রক্ষতি। ৪

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম্ম [illegible]ত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জ[illegible] মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে [illegible]না। ৪

[illegible]নের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জন [illegible]বেক না, তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না; প্রত্যুত তাহাতে অন্যায়জনিত মহৎপাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি ধনদানে সামর্থ্য না থাকে, আর আর নানা উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবেক; [illegible]দাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবেক না॥৪

৭৫

ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্। অন্যায়েন তু যোজীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। ৫

যতএবমতঃ 'ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন' ন্যায়প্রাপ্তধনেন 'জ্ঞানরক্ষণং' 'কর্ত্তব্যং' জ্ঞানবতা। 'অন্যায়েন তু যঃ' 'জীবেৎ' বর্ত্তেত সঃ 'সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ' সর্ব্বস্মাদ্ধর্ম্মান্নিরাকৃতঃ ৫

কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক; অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। ৫

আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জন করিবেক না। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। যদি অন্যায়পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন্ বাস্তবিক মৃত্যু, এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন। ৫

৭৬

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা। যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা। ৬

'শক্ত্যা' আত্মনোযথাশক্ত্যা 'অন্নদানং সততং' 'তিতিক্ষা' দ্বন্দ্বসহনং 'ধর্ম্মনিত্যতা' ধর্ম্মে নিত্যানুষ্ঠানভাবঃ। 'যথার্হং' যথাযোগ্যং 'বৈ' এব 'সর্ব্বভূতেষু' 'সদা' 'প্রতিপূজা চ'। এতৎ সর্ব্বং কার্য্যমিত্যর্থঃ। ৬

যথা শক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক। ৬

ক্ষুধার ক্লেশে মনুষ্য আশু অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। সংসারের নানাবিধ জ্বালা সহ্য করিয়াও মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্নাভাবে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; অতএব অগ্রে ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্নদান করিবেক। ঈশ্বর যে

উদ্দেশে পরস্পরবিরুদ্ধ শীত ও গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশেই সুখ ও দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ্ প্রেরণ করিতেছেন; অতএব তিতিক্ষা অভ্যাস করিবেক; সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে যাহা সেব্য ও যাহা ত্যাজ্য, তাহা পৃথক্ করিতে পারিবে; যাহা প্রতিবিধেয়, তাহার প্রতিবিধানে সামর্থ্য জন্মিবে; যাহা অপ্রতিবিধেয়, তাহাতে অতিক্লেশ উৎপন্ন হইবে না। অহরহঃ ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ও কল্যাণকর ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। গুরুজনদিগকে স্নেহের বিনিময়ে ভক্তি করিবে, বন্ধুজনদিগকে প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি প্রদর্শন করিবে, স্নেহাস্পদদিগকে ভক্তির বিনিময়ে স্নেহ দান করিবে। কি আত্মীয় কি উদাসীন, সকলকেই ভদ্রতা সহকারে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিবে। ৬

৭৭

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্। ৭

দানবিশেষমাহ। 'আর্ত্তস্য' পীড়িতস্য 'শয়নং' শয্যা দেয়ং তথা 'পরিশ্রান্তস্য চ আসনং' 'তৃষিতস্য চ' 'পানীয়ং' জলং 'ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্'। ৭

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক। ৭

যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহাই দান করিবেক। এই রূপ সময়োচিত দানেই গৃহীতা যথার্থ উপকৃত হয় এবং দাতা দ্বিগুণ ফল লাভ করেন। অতএব যাহার যেরূপ অভাব তাহাকে সেইরূপ দান করিবেক। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ দান করিতেছেন। ৭

৭৮

অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্। ৮

'সর্ব্ববস্তুষু' মধ্যে 'অন্নদঃ' অন্নস্য দাতা 'সুতৃপ্তঃ' সন্ 'সুখম্' 'আপ্নোতি' প্রাপ্নোতি। 'ভূমিদানাৎ পরং ন অস্তি' 'বিদ্যাদানং' তু 'ততঃ অধিকম্'। ৮

যিনি অন্ন দান করেন, তিনি অন্য বস্তু-সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট। ৮

কেবল অর্থই যে দানের বস্তু এরূপ মনে করিবেক না। অন্নদান দাতাকে তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত করে; ভূমিদান অতি মহৎ, কেন না চিরকাল সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে; বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে গৃহীতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ৮

৭৯

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্। দানান্যেতানি দেযানি হ্যন্[illegible] চ বিশেষতঃ। দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ [illegible]স্কামেন ধীমতা। ৯

'ঔষধং পথ্যং আহারং' 'স্নেহাভ্যঙ্গং' তৈল[illegible] 'প্রতিশ্রয়ম্' আশ্রয়ং 'দানানি এতানি' 'হি অন্যা[illegible]শেষতঃ' 'শ্রেয়স্কামেন' শ্রেয়োভিকাঙ্ক্ষিণা 'ধীমতা' [illegible]ন্ধকৃপণাদিভ্যঃ' 'দেযানি'। ৯

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান্ দীন অন্ধ ও কৃপা-পাত্র-দিগকে ঔষধ, পথ্য, অ[illegible] অভ্যক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সক[illegible] এবং অন্য অন্য দানও দিবেন। ৯

অসৎপাত্রে দান করিবেক না। যাহারা [illegible] লইয়া অসৎ কর্ম্মে ব্যয় করে, তাহাদিগকে [illegible] করিবেক না। যাহারা পরিশ্রমে অসমর্থ, [illegible] গ্রহণ ব্যতীত যাহাদিগের অন্য উপায় [illegible] যাহারা আপনার শক্তিতে বিপদ্ হইতে [illegible] পাইতে পারে না; তাহাদিগকে যথাযোগ্য [illegible] করিয়া দানের সার্থকতা করিবেক। ৯

৮০

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃ[illegible]বিনি। মধ্বাপাতোবিষাস্বাদঃ স ধর্ম্ম[illegible]রূপকঃ। ১০

'স্বজনে' অবশ্যপোষ্যপিতৃমাত্রাদিজনে 'দুঃখজীবিনি' দুঃখেন জীবনধারিণি সত্যপি যঃ 'শক্তঃ' দানক্ষমঃ 'পরজনে' ইতরস্মিন্ অসম্বন্ধে জনে 'দাতা' দদাতি। তস্য 'স[illegible] দানবিশেষঃ 'ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ' ন তু ধর্ম্ম এব যতঃ 'মধ্বাপাতঃ' মধুরোপক্রমঃ প্রথমং যশস্করত্বাৎ 'বিষাস্বাদঃ' [illegible] যোত্তরফলঃ তস্মাদেতন্ন কার্য্যম্। ১০

যে দান-ক্ষম ব্যক্তি দুঃখ-জীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া, পর জনকে দান করে, তাহার সে দান-ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু-সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল-সমান আস্বাদ হয়। ১০

বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অবশ্যপোষ্য ব্যক্তি সকলের অভাব ও দুঃখ অগ্রে দূর করিবেক। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া, অথবা কষ্ট হইতে মুক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। ১০

পারমার্থিক বন্ধুতা।

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর কেবল কঠোর শাসনে [illegible]ষ্যকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই; প্রত্যুত [illegible] সুখভোগের সহিত শিক্ষা দান [illegible]রিয়া এক উন্নতি হইতে অন্য উন্নতিতে [illegible] যাইতেছেন। তিনি স্বয়ং যেমন [illegible]নন্ত প্রেমের আকর, সেই রূপ আমাদিগের [illegible]গের নিমিত্ত অশেষ প্রকার ভোগ্য বস্তু [illegible]ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রসাদে এই মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং অনবরত তাঁহারই সুখস্বাদ [illegible]সাদ উপভোগ করিয়া আপ্যায়িত হই[illegible]ছি। তরুলতা ফলপুষ্পে বিরাজিত এই [illegible]রাম ইন্দ্রিয়তর্পণ বিবিধ সজ্জায় সজ্জী[illegible]য়া আমাদিগেরই ভোগতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে, অসীম আকাশ উজ্জ্বল তারকাগণ প্রগাঢ় অন্ধকার অত্যুচ্চ পর্ব্বত বিস্তীর্ণ সাগর প্রভৃতি সমুদায় জড় রাজ্যই আমাদিগের প্রার্থনীয় উন্নতির অনুকূল অথচ বিবিধ ভোগ্য সুখের আকর হইয়া তাঁহার আদেশে চতুঃপার্শ্বে বিরাজিত আছে। এই সমস্ত জড় রাজ্য হইতে আমরা কত প্রকার ভোগ্য সুখ আহরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। আবার মনুষ্যসমাজ হইতে যে সকল উচ্চতর ভোগসুখ প্রাপ্ত হইতেছি, এ পৃথিবীতে তাহার আর তুলনা নাই। বাল্যাবধি পিতামাতার অমায়িক স্নেহ ভোগ করিয়া কেমন আনন্দিত হইয়াছি! ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারগণের নিকট হইতে কেমন সুমধুর সুখ আস্বাদন করিয়াছি! পতি ও পত্নী পরস্পর পরস্পরের নিকট কেমন তৃপ্তিকর সুখ ভোগ করিয়া থাকেন! স্নিগ্ধমূর্ত্তি সন্তানগণ পিতামাতার হৃদয় ক্ষেত্রে কেমন সুমধুর সুখামৃত বর্ষণ করিতে থাকে!

এই রূপ মনুষ্যসমাজে আমাদের যত প্রকার ভোগের সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে পারমার্থিক বন্ধুতা অতীব স্পৃহনীয় ভোগ। একমাত্র প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর যে দুই আত্মার মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের অমায়িক প্রেমসূত্রে উভয়কে বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, পরস্পরকে একীভূত করা ব্যতীত যে পবিত্র প্রেমের আর কোন উদ্দেশ্য নাই তাদৃশ প্রেমসমুদ্রে যে দুই আত্মা মজ্জমান হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, পারমার্থিক বন্ধুতা এই মর্ত্ত্য লোকে কি অমৃতায়মান বস্তু, কি প্রার্থনীয় ভোগ! যদি জনক জননীর সহিত পুত্র কন্যার এই বন্ধুতা উৎপন্ন হয়, তবে তাঁহাদেরই জনক জননী হওয়া সার্থক—তবে তাঁহাদেরই পুত্র কন্যা হওয়া সার্থক; ভ্রাতায় ভ্রাতায় যদি এই বন্ধুতা উৎপন্ন হয়, তবে তাঁহাদের সৌভ্রাত্রই বাস্তবিক সৌভ্রাত্র; যদি পতিপত্নীতে এই বন্ধুতা উৎপন্ন হয়, তবে তাঁহারাই বাস্তবিক দম্পতী। এরূপ স্থলে পারমার্থিক বন্ধুতা মণিকাঞ্চন যোগ তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু যেখানে কোন সম্বন্ধ ছিল না, সেই উদাসীন স্থলেই ইহার আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এমন কি, অনেক সময়ে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধও

ইহার নিকট পরাভূত হইয়া যায়। যখন দুই সাধু নিভৃত ভাবে পরস্পরের নিকট হৃদয়-দ্বার উন্মোচন করেন; যখন ভাবেন, একই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিতেছি, একই পথ অবলম্বন করিয়া একই গম্য স্থানে গমন করিতেছি, উভয়ের নির্ম্মল প্রেমনদ মিলিত হইয়া একই প্রেমসাগরে প্রবাহিত হইতেছে, একেরই প্রেমজ্যোৎস্না উভয়ে সেবা করিতেছেন, এক হাস্যে উভয়েই হাসিতেছেন, এক ক্রন্দনে উভয়েই কান্দিতেছেন এবং সংসার মনুষ্য পরলোক পরাগতি ও ঈশ্বরকে লইয়া পরস্পর মধুরালাপে জীবনকে মধুময় করিতেছেন, তখন এই পৃথিবীতে কি মনোহর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়? বর্ণনা করিতে গেলে হয় তো সে দৃশ্যের সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া যাইবে। আত্মা সকল অনন্ত জীবন এই রূপ পারমার্থিক বন্ধুতাতে পরস্পর মিলিত হইয়া সেই পরম বন্ধুর সন্নিহিত হইতে থাকিবে। ইহার তুল্য আত্মার উৎকৃষ্ট ভোগ এ সংসারে আর কি আছে?

পারমার্থিক বন্ধুতা কেবল আমাদের ভোগ্য বস্তু নহে, ধর্ম্ম পথে গমন করিবার প্রধানতর সহায়। চতুর্দ্দিকে কত প্রকার প্রলোভন আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, বিবেকের মধুময় উপদেশ অনেক সময় নানাবিধ আন্তরিক কোলাহলের মধ্যে লুক্কারিত হইয়া যায়, আন্তরিক রিপুগণের আঘাতে ধৈর্য্যরজ্জু অনেক সময়ে ছিন্ন হইয়া পড়ে; এই রূপ দুরবস্থার সময়ে অনেকে কেবল পারমার্থিক বন্ধুর সহায়তায় রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং ইহা সকলেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, একের নিকটে যে পথ দুর্গম বলিয়া বোধ হয়, সমবেত হইয়া গমন করিলে তাহা কত সুগম হইতে থাকে; যেখানে ভয় ছিল, সেখানে কত সাহস উৎপন্ন হয়। কেবল ইহাই নহে; পারমার্থিক বন্ধুতা অভ্যাস করা ধর্ম্ম সাধনের অন্যতম অঙ্গ—পরম বন্ধু ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার সোপান, তাহা অপেক্ষাও অধিক—ইহা তাঁহারই সহিত বন্ধুতা। যিনি সকলের বন্ধু, তিনি সকলকেই পরস্পরের বন্ধুতাতে আহ্বান করিতেছেন; যিনি সেই আহ্বানের প্রতি বধির, তিনি ঈশ্বরের সহিত বন্ধুতার কোন অর্থই জানেন না। যেমন পিতা মাতার সেবা করা ও পুত্র কন্যার প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য, সেই রূপ পারমার্থিক বন্ধুতা শিক্ষা করা ও সেই বন্ধুতা বিস্তার করা অনুল্লঙ্ঘনীয় ধর্ম্ম। যে পরিমাণে পারমার্থিক বন্ধুতা বিস্তারিত হইবে, সেই পরিমাণে এই মর্ত্ত্য লোক স্বর্গের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে; ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য আর অধিক কি আছে?

পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, মনুষ্যের অন্তরে যে সকল ধর্ম্মের উপাদান আছে, তৎসমুদায়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পারমার্থিক বন্ধুতার অনুকূল। কিন্তু জিগী[illegible] অভিমান ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি কতক[illegible] নিকৃষ্ট ভাব দমন করিতে না পারিলে ইহ[illegible] আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয় এবং ধর্ম্ম[illegible] শেও ভূরি পরিমাণে ন্যূনতা থাকিয়া যা[illegible] অতএব প্রত্যেক ধর্ম্মার্থী বৈর ভাবের মূ[illegible] স্বরূপ ক্ষুদ্রভাব সকল পরিত্যাগ করিয়া প[illegible]রমার্থিক বন্ধুতা অভ্যাসে কৃতযত্ন হইবেন পারমার্থিক বন্ধুতা সংস্থাপন করিবার ঔৎ[illegible]সুক্যই ঈশ্বরপরায়ণের প্রধান লক্ষণ।

এই সাধুগুণ যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হইবে। ক্ষমা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সকল গুণ ইহার নিমিত্ত আবশ্যক, তাহা যত্ন পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে হইবে। অন্তরে বাহিরে ইহার যথেষ্ট প্রতিবন্ধক আছে, সাবধান হইয়া তৎসমুদায় অপসারিত করিতে হইবে।

[illegible]প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঈশ্বরের সেবা অপেক্ষা আপনার সেবা অধিক বলিয়া মান—যদি ঈশ্বরের প্রীতি অপেক্ষা আপনার প্রীতি [illegible]পাদনই বহুমূল্য বলিয়া জ্ঞান কর, তবে পারমার্থিক বন্ধুতা তিরোহিত হইবে; ঈশ্বর-[illegible]ভেও বঞ্চিত হইতে হইবে। ঈশ্বরের [illegible]ন্য পারমার্থিক বন্ধুতা উপার্জ্জন কর, ধর্ম্মের জন্য ইহা উপার্জ্জন কর, ভোগের জন্য ইহা উপার্জ্জন কর। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত যে সম্বন্ধ আছে, পারমার্থিক বন্ধুতা দ্বারা তাহার মহিমা বৃদ্ধি করিতে থাক। যে ঈশ্বরপ্রেম অঙ্কুরিত আছে, তাহা ইহা দ্বারা পরিবৃদ্ধ হইবে, যে ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া আছে, তাহা পরিস্ফুরিত হইবে।

ভয় ও লোভ ধর্ম্মের উপাদান নহে।

সচরাচর ভয় ও লোভের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়; নরকের ভয় ও স্বর্গের লোভ প্রদর্শন করিয়া ধার্ম্মিক [illegible]বার চেষ্টাই প্রায় সকল সম্প্রদায়ের [illegible] দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দুইটি পশু[illegible]বৃত্তির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্যস[illegible]কে ধর্ম্মপরায়ণ করিতে গেলে যত দূর কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। কোথায় নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বরের সেবা, আর কোথায় ভয় ও লোভের অধীন হইয়া স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হওয়া। সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও [illegible] ও লোভ প্রদর্শন দ্বারা মনুষ্যো[illegible]প্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের [illegible] হইতে স্বতঃ উত্থিত হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; আর যাহা পূর্ব্বে মনুষ্যের নিকট ছিল না, সৃষ্টির পরে করিতেছে না, বাস্তবিকই এত ভয় ও এত লোভ উপস্থিত করিয়া দিতেছে যে, ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের প্রদর্শিত ভয় ও লোভ তাহার নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। উপস্থিত ভয় মনুষ্যের হৃদয়কে এত বলে নিপীড়ন করে যে, অনুপস্থিত ভয় যতই ঘোরতর বলিয়া বর্ণিত হউক, অনেক সময় তাহা চিন্তা করিতে অবকাশও থাকে না। লোভের বিষয়ও এই সংসারে এত বিদ্যমান আছে যে, লোকান্তরে বর্ণিত প্রলোভনের বলে ইহার আকর্ষণ অতিক্রম করা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রতিনিয়তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপস্থিত ভয় ও উপস্থিত লোভ অল্প ক্ষণের মধ্যেই দুর্ব্বল মনুষ্যকে বশীভূত করিয়া ফেলে। এত বশীভূত করে যে, আত্মার শক্তি তাহার নিকট সংকুচিত হইয়া যায়। আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বশক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়াই ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের প্রধান অঙ্গ; সেই শক্তি যত পরিপুষ্ট হয়, মনুষ্য বিঘ্ন বিপত্তি ও প্রলোভনের মধ্যে ততই অটল ভাবে ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। অন্যথা পাপের আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া উঠে। কিন্তু ভয় ও লোভ প্রদর্শন দ্বারা সেই শক্তির পুষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, তাহা আরো কুণ্ঠিত হইয়া যায়। যদি সেই শক্তি কুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তবে কি মনুষ্য রিপু দ্বারা রিপুগণকে জয় [illegible] সম্প্র- পারিবে? না রিপুর [illegible] পড়ে। তখন কিয়া মুক্তি লা[illegible]না আপনারা অনুধ্যান বা বালব করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল নিমিত্ত অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে! এই রূপে ইহুদিরা মূসার উপর খৃষ্টানেরা খৃষ্টের উপর মুসলমানেরা মহম্মদের উপর ও হিন্দুরা ঋষিদিগের উপর নির্ব্বিচারে নির্ভর করিয়া এক এক প্রকার আপ্ত ধর্ম্মের সেবা করিতেছেন। কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্ম যৌ-

উপদ্রব সকল যে কোন রূপে স্থগিত করিলে আপাততঃ শান্তি স্থাপন হইল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু কালক্রমে সেই অশান্তি দ্বিগুণ হইয়া রাজ্যকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে থাকে; যেমন শরীরের আভ্যন্তরিক রোগের প্রতীকার না করিয়া কেবল বাহ্য উপদ্রব সকল প্রশমিত করিয়া রাখিলে কালক্রমে সেই রোগ দ্বিগুণ বলে প্রকাশ পায়, অধিক কি, যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে কেবল তাহার বহির্গত শিখা সকল নির্ব্বাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই অগ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; ভয় বা লোভ দ্বারা পরিচালিত হইয়া পাপ পরিত্যাগ ও ধর্ম্মাচরণ করিতে গেলে সেই রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই উপকার হয় না। প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত রাজপুরুষগণ কত ভয়ানক দণ্ড সকল উদ্ভাবিত করিলেন—কারাগার নির্ব্বাসন ও প্রাণ দণ্ড প্রভৃতি উৎকটোৎকট দণ্ডের নামে পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাহা দ্বারা অপরাধের সংখ্যা কি অল্প হইয়াছে বোধ হয়? যদি কিছুমাত্র অল্প হইয়া থাকে, তাহা মনুষ্য সমাজের ধর্ম্ম বৃদ্ধি দ্বারা। রাজনীতি বিষয়ে যে ফল উৎপন্ন হইতেছে, ধর্ম্মনীতি বিষয়েও তদপেক্ষা অধিক ফল দৃষ্টিগোচর হয় না। ভয় ও লোভ প্রদর্শন করিয়া কত দেশের [illegible]ার ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা [illegible]রিত হইয়া যা[illegible] [illegible]ভে আকৃষ্ট ও ভয়ে কম্পিত ধৈর্য্যরজ্জু অনেক সম[illegible] বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য এই রূপ দুরবস্থার সময়ে [illegible] [illegible]র্ম্ম কেবল পারমার্থিক বন্ধুর সহায়তায় [illegible] হইয়াছেন। এবং ইহা সকলেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, একের নিকটে যে পথ দুর্গম বলিয়া বোধ হয়, সমবেত হইয়া গমন করিলে তাহা কত সুগম হইতে থাকে; যেখানে ভয় ছিল, সেখানে কত সাহস থাকে। উহা আপাততঃ যেমন কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয়, পরিণামে সেই রূপ অকার্য্যেরও কারণ হইতে পারে। স্থূল কথা এই যে, তদ্দ্বারা হৃদয়ের রোগ আপাততঃ স্থগিত হয়, কিন্তু উন্মূলিত হয় না; সময় পাইলেই সাংঘাতিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। লোভ ও ভয় এই দুইটিই পশুভাব; দেবভাব ধর্ম্ম কখনই উহার সহিত গ্রথিত থাকিতে পারে না। চঞ্চল চিকিৎসক রোগের নিদান নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া যে কোন প্রকারে কেবল বাহ্য উপদ্রব দমন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করে কিন্তু অব্যবহিত পরেই তাহা আবার প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু সুনিপুণ চিকিৎসক রোগের মূল বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে বিলম্ব হইলেও ক্ষতি বোধ করেন না; সেই রূপ ধর্ম্মশিক্ষক মনুষ্যের পশুভাবের উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, যদি মনুষ্যের হৃদয়ে ধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিতে পারেন, তাহা হইলেই বাস্তবিক তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহাতে কাল বিলম্ব হইলে কিছুমাত্র হানি নাই। কদলী বৃক্ষ অল্পকালের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, এবং অল্পকাল পরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; তাল বৃক্ষ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান থাকে। অতএব ধর্ম্মভাব যাহাতে স্বার্থ-প্রসক্তি-শূন্য হইয়া মনুষ্যহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ উত্থিত হয়, তাহার জন্যই যত্ন করা উচিত। ভয় ও লোভ প্রদর্শন ব্যতীত আপাততঃ বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার [illegible]য় নাই বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে [illegible] উপার্জ্জন[illegible]তন্ত্র কথা; কিন্তু ইহা [illegible]র ইহার যথেষ্ট প্রতিবন্ধ[illegible] আছে, সাবধান হইয়া তৎসমুদায় অপসারিত করিতে হইবে।

না; অধিক কি, ধর্ম্ম্য জীবন যে কি পদার্থ, তাহা তাহাদের অগোচর থাকে। তাহাদের হৃদয়ে যাহা কিছু প্রীতি সঞ্চিত থাকে, তাহা ঈশ্বরে না যাইয়া প্রলোভনের উপর নিক্ষিপ্ত হয়; এবং তাহারা যে কোন পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ বা ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহাতে ঈশ্বরের সেবা না হইয়া আন্তরিক রিপুবিশেষেরই সেবা করা হয়। যখন হৃদয়ে ভয় ও লোভ প্রাদুর্ভূত থাকে, তখন তাহাতে প্রেম ও পবিত্রতা কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। এ দিকে প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন ধর্ম্ম আর কোথায় দণ্ডায়মান হইবে? অধিকিন্তু ভয় ও লোভ হইতে কেবল কুসংস্কারই উৎপন্ন হইতে থাকে। পাপ নিজেই যার পর নাই ভয়ঙ্কর এবং পুণ্য নিজেই যার পর নাই মনোহর; ঈশ্বর পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়েরই স্নেহপূর্ণ পিতা; ইহাই হৃদয়ে গ্রন্থন করিয়া দাও। ইহুদি ও খৃষ্টীয় সমাজে অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়াও পাপ কর্ম্ম নিবারিত হয় নাই, মুসলমানসমাজকে সুরা অপ্সরার লোভ দেখাইয়াও ধর্ম্মপরায়ণ করা যায় নাই; ধার্ম্মিক হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম প্রীতি চাই, তাহা ভয়েতেও হয় না, লোভেতেও হয় না।

আপ্ত ধর্ম্ম ও তাহার মূলগত ভ্রান্তি।

দেশ ভেদে কাল ভেদে ও সম্প্রদায় ভেদে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত থাকুক, তৎসমুদায়ের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আর আপ্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে স্বতঃ উত্থিত হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; আর যাহা পূর্ব্বে মনুষ্যের নিকট ছিল না, সৃষ্টির পরে ঈশ্বর আবার পৃথক্ রূপে মনুষ্যকে দান করিয়াছেন বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহাই আপ্ত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইল। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য-জাতি তৎকালোচিত অবস্থানুসারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের অবস্থা তখন যেরূপই থাকুক, তাহা মনুষ্যের স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা ধর্ম্মের ভাব পরিষ্কৃতরূপে উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যাহা কিছু বুঝিয়াছিলেন, তাহা আপনা হইতেই, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কোন উপদেষ্টা ছিলেন না; এবং এক্ষণে ঈশ্বর মনুষ্য হইতে দূরস্থ হইয়াছেন তৎকালে নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন এরূপ ও নহে; তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই যাহা কিছু স্থির করিয়াছিলেন; ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিকে যেরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহারই গুণে তাঁহারা তাঁহার অভিমুখে গমন করিতেন। তখন মনুষ্য জাতির যেমন বাল্যাবস্থা, স্বাভাবিক ধর্ম্মেরও সেই রূপ বাল্যাবস্থা ছিল। কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে অসমর্থ বলিয়া শিশু যেমন ধাত্রীর ক্রোড়ে সমর্পিত হয়, সেই রূপ ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীন হইয়া পড়ে। তখন সাধারণ লোকে আপনারা অনুধ্যান বা অনুসন্ধান না করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল জানিবার নিমিত্ত অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই রূপে ইহুদিরা মূসার উপর খৃষ্টানেরা খৃষ্টের উপর মুসলমানেরা মহম্মদের উপর ও হিন্দুরা ঋষিদিগের উপর নির্ব্বিচারে নির্ভর করিয়া এক এক প্রকার আপ্ত ধর্ম্মের সেবা করিতেছেন। কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্ম যৌ-

DAMAGED.

বনোচিত বলের সহিত পুনরায় সমুত্থিত হইতেছে। এই সকল আপ্ত ধর্ম্মের মধ্যে কিছুই স্বাভাবিক ভাব নাই এরূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, উহার সংস্থান-প্রণালী স্বাভাবিক নহে অর্থাৎ মনুষ্য হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত হয় নাই, প্রত্যুত অলৌকিক রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এই রূপ সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত ধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করা যাইতেছে। স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত আপ্ত ধর্ম্ম সকলের অন্যান্য বিষয়ে যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক, মূল বিষয়ে উক্ত প্রকার বিরোধ স্পষ্ট রূপে বিদ্যমান আছে।

যতই জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে, আপ্ত ধর্ম্মের প্রভাব ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। আপ্ত ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা চিরকালই থাকিবে; কিন্তু সত্য বলিয়াই থাকিবে, আপ্ত বাক্য বলিয়া নহে। যতই দিন অতীত হইতেছে, ততই আপ্ত ধর্ম্মের উপর অপরিহার্য্য প্রশ্ন সকল উত্থিত হইতেছে। আপ্ত ধর্ম্মের অনুগামীগণ যতই তর্কজাল বিস্তার করুন, চিন্তাশীলদিগের চিত্ত তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতেছে না; এ দিকে তাদৃশ চিন্তাশীল লোকদিগেরই সংখ্যা ও প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহা স্বভাবিক, তাহা দিন দিন প্রভাব লাভ করিতেছে। সমুদায় পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে কত দিনে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু প্রতিদিন জনসমাজ যে সেই অবস্থার সন্নিহিত হইতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে কি কি সংস্কারের উপর আপ্ত ধর্ম্ম সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, এবং সেই সকল সংস্কার কত দূর যুক্তিযুক্ত তাহারই অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

প্রথম, ধর্ম্মশাস্ত্রের অপৌরুষেয়তা বিষয়ক সংস্কার। যাঁহারা আপ্ত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহেন যে, মনুষ্য শক্তিতে অপূর্ণ; কি সত্য কি অসত্য, কি ন্যায় কি অন্যায় কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইহা মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারে না, এই জন্য মনুষ্যের পক্ষে অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আবশ্যক এবং আবশ্যক বলিয়াই ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষ বা অবতার দ্বারা মনুষ্য জাতিকে তাহা অবগত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই রূপ সংস্কারই আপ্ত ধর্ম্ম সকলের প্রধান মূল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই রূপ সংস্কারের মূল যে কি রূপ শিথিল তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। লিপিবদ্ধ গ্রন্থ বিশেষকে যদি অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, সম্প্রদায় ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ সকল অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত আছে—বেদ আবেস্তা কোরাণ ও বাইবল প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেকেই আপনাকে অপৌরুষেয় বলিয়া দাবি করিতেছে, ইহার মধ্যে কোন্ খানি অভ্রান্ত? এই সমুদায় গ্রন্থ পরস্পর এত বিরুদ্ধ যে, এক খানিকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে অবশিষ্ট গুলিকে পরিত্যাগ করিতে হয়; তথাপি কি যুক্তিতে এক খানি মাত্র অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে? ইহার তৃপ্তি কর উত্তর পাওয়া যায় না। যদি এই সকলের মধ্যে কোন্ খানি সত্য, তাহা বিচার করিয়া লইবার নিমিত্ত আপনার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে সেই প্রথম প্রশ্ন পুনরায় উঠিতেছে যে,মনুষ্য অপূর্ণ শক্তি দ্বারা কি প্রকারে সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইতে পারে? যদি স্বীকার করা যায় যে, মনুষ্য আপনার শক্তিতেই সত্য মিথ্যা প্রভেদ করিতে পারে, তবে সেই শক্তি

দ্বারা অপক্ষপাতে পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, সমুদায় প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে সত্য ও কিয়ৎ পরিমাণে মিথ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে—সকলের মধ্যেই ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন সম্প্রদায় এ রূপ বলিতে চান যে, যাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বাস্তবিক মিথ্যা নহে, প্রত্যুত তাহা সকলে বুঝিতে সমর্থ নহে;—তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সকল সম্প্রদায়েরই এই রূপ বলিবার অধিকার আছে কি না? সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ সাধারণ বুদ্ধির অতীত বলিয়া সমর্থন করিতে পারেন কি না? সকল সম্প্রদায়ই এক এক প্রকার যুক্তি দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন; সকল সম্প্রদায়েরই শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞদিগের সহিত আলাপ করিয়া দেখ, সকলেই এক এক প্রকার যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া স্ব স্ব মতের সমর্থন করিতেছে। এক দিন কোন মুসলমান প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের নিকট দৃঢ়তার সহিত কহিল যে, মুসলমান্ ধর্ম্মে কি জন্য হত্যা করিবার বিধি আছে, তাহার গূঢ় কারণ আপনারা জানেন না বলিয়াই আমাদিগকে নিন্দা করিতেছেন, যদি জানিতেন, কখনই তাহা মন্দ বলিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ সকল সম্প্রদায়ই এই রূপ দৃঢ়তার সহিত আপদিগের মত রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি অপক্ষপাতে সেই সকল যুক্তির বলাবল বিচার করিতে বল এবং যদি স্বীকার কর যে, সেই রূপ বিচার করিবার শক্তি মনুষ্যের অন্তরে বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র সকল দুরপরাহত করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্র সকল অপৌরুষেয় বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন বিনিগমনাও নাই। জিগীষামূলক অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলে সকল সম্প্রদায়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

দ্বিতীয়, অবতার ও প্রেরিত বিষয়ক সংস্কার। জড় রাজ্যে এই রূপ একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থানে ঘটনা বশতঃ কোন প্রকার ব্যতিক্রম উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সেই রূপ প্রতিবিধায়ক অন্য প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করে। মনুষ্যসমাজেও এই রূপ ঈশ্বরের হস্ত দৃষ্টি-গোচর হইবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ইতিহাস পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, এক দিক্ দিয়া অন্যায় ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অন্য দিক্ দিয়া, ন্যায় ও সদ্বিচারের পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এক দিকে নিষ্ঠুরতা আত্যন্তিক হইলে অন্য দিকে দ্বিগুণ বেগে দয়াগুণ জাগরিত হইয়া উঠে। এক দিকে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইলে অন্য দিকে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণতা জাগরিত হয়। এই নিয়মটি বিশদ করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কহিতেছি যে, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠুররূপে পুত্রকে শাসন করিতে উদ্যত হইলে মাতা আশ্রয় দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং ইহাও বারংবার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে যে, মাতা অবাধ্য শিশুর দৌরাত্ম্যে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে পিতা দয়ার্দ্র হইয়া তাহা নিবারণ করিতে ধাবিত হন। এ রূপ নিয়ম অলৌকিক, অস্বাভাবিক বা অসাধারণ নহে; প্রত্যুতঃ ইহা লৌকিক, স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম; ইহা দেশ

POOR CONDITION

কাল জাতি বা ব্যক্তি বিশেষে বদ্ধ নহে। এই রূপ নিয়মানুসারেই সকল কালে সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যেই সাধারণ লোক অপেক্ষা বিষয়বিশেষে অপেক্ষাকৃত উন্নত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুদ্ধ বিষয়েই হউক, রাজনীতি বিষয়েই হউক, ধর্ম্ম বিষয়েই হউক অথবা আর কোন বিষয়েই হউক, উক্ত প্রকার ব্যক্তি সাধারণ লোক অপেক্ষা যে পরিমাণেই উচ্চতা লাভ করুন, কদাপি সে উচ্চতা উচ্চতার পরা কাষ্ঠা নহে, মনুষ্যোচিত ত্রুটি ভ্রান্তি ও প্রমাদ হইতে তিনি এক বারে মুক্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরাতন কালে সাধারণ লোকে তাদৃশ ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বরের অবতার, প্রেরিত বা প্রতিনিধি সুতরাং স্ব স্ব কার্য্যে অভ্রান্ত বলিয়া বোধ করিত। এই জন্য তাঁহার বাক্যে বা কার্য্যে কোন প্রকার সংশয় করাও অধর্ম্মের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। হিব্রুদিগের মূসা, খৃষ্টানদিগের ঈসা, মুসলমানদিগের মহম্মদ, পারসীদিগের জোরওয়াস্তর ও হিন্দুদিগের ভূরি ভূরি ব্যক্তি এই রূপ অবতার বা প্রেরিত বলিয়া গণিত হইয়া থাকেন। ইহাও আপ্ত ধর্ম্ম সৃষ্টি হইবার অন্যতর কারণ। কিন্তু যে সকল কারণে গ্রন্থ বিশেষকে আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, অবিকল সেই রূপ কারণেই ব্যক্তিবিশেষ আপ্তবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলের ন্যায় প্রেরিত ও অবতারদিগের মধ্যেও ভ্রম প্রমাদ ও পরস্পর বিরোধ স্পষ্টাক্ষরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা কর, সাধারণ নিয়মের উপর অতিরিক্ত নিয়মে যদি সেই সকল লোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যদি ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাক্যে ও কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ কোথা হইতে আইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ কেন উপস্থিত হইল?—তাহারও তৃপ্তিকর উত্তর কিছুই পাওয়া যাইবে না। সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব অবতার ও প্রেরিতদিগের উদ্দেশে এক এক প্রকার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহাদের কাহারই যুক্তিই শ্রদ্ধাস্পদ হয় না।

তৃতীয়, মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থার পূর্ণতা বিষয়ক সংস্কার। আপ্তধর্ম্মবাদী সম্প্রদায় সকল মনে করিয়া থাকেন যে, আদিম অবস্থার মনুষ্যগণ ইদানীন্তন মনুষ্য অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে উন্নত অবস্থায় ছিলেন; ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগের যে প্রকার যোগ ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম বা প্রমাদ নাই। এ রূপ মত ইতিহাস দ্বারা সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু ইতিহাস ব্যতীতও ইহা সপ্রমাণ করিবার অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিষয়ে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, তাহা বাস্তবিক ইতিহাস নহে। বিশেষতঃ সেই সকল শাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে যখন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, তখন তাহার অন্তর্গত আখ্যায়িকা সকল আর কোথায় আছে। পক্ষান্তরে যত দূরের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে আদিম অবস্থার পূর্ণতা বিষয়ে কোন নিদর্শন নাই; প্রত্যুতঃ মনুষ্য যে ক্রমে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে, ইহাই প্রতীয়মান হইবে।

উক্ত প্রকার সংস্কার বশতঃ স্বাভাবিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপ্ত ধর্ম্মই বহু কাল অবধি আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। যখনই সাধারণ লোকে উক্তরূপ সংস্কারে আস্থা হইয়াছে, তখনই তাহারা চিন্তাগত কর্ম্মগত স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আপনাদের অনুধান ও অনুধ্যান বিসর্জ্জন করিয়া বিচার-চিত্তে অন্যদীয় মত ও ভাবের অনুসরণ করিয়াছে। এই অবস্থায় যখন যাহারা উৎসাহ সহকারে কোন তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা সেই আপ্ত ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাহার দোষ গুণ বিচার করিবার নিমিত্ত নহে। এদেশে দর্শন শাস্ত্রের আশ্চর্য্য রূপ আলোচনা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছিল; কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ ও শাস্ত্র বিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া সংস্কার থাকাতে তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি কুণ্ঠিত হইয়া উপযুক্ত বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে অসমর্থ হইল। এই কারণে ইউরোপেও এই রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অভূতপূর্ব্ব চিন্তাশীল ব্যক্তি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উক্তবিধ সংস্কার তাঁহাদের সঞ্চরণের নিমিত্ত যে সীমাবদ্ধ মণ্ডলিকা দেখাইয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যাঁহারা উক্তবিধ-সংস্কার-পূর্ণ সমাজেই উৎপন্ন প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে সমধিক উন্নতি লাভ করিলেও কেবল উক্ত সংস্কার বশত তাঁহাদের স্বাধীন গতি রুদ্ধ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ যে রূপ বিচার করিয়া স্ব স্ব মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টীয় মতের অনুসরণ করেন, তাহা আরও আক্ষেপ ও আশ্চর্য্যের বিষয়। সে যাহা হউক, এক্ষণে ঐ সকল আপ্ত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে প্রকার তর্কপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাতে সত্যানুরাগ অপেক্ষা জিগীষারই সমধিক প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি আপ্তধর্ম্ম বাদীদিগের স্ব স্ব বদ্ধমূল সংস্কার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এই উদ্দেশে এ বিষয়ের অনুশীলন করা অসঙ্গত নহে। যাঁহারা আপ্ত ধর্ম্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেন সহসা বিরক্ত না হন; প্রত্যুতঃ তাঁহাদের সেই বিশ্বাস কি রূপ মূলভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩১৯ সংখ্যক পত্রিকার ২৩৫ পৃষ্ঠার পর।

যে বীরবৃত্তি উত্তর কালে কেবল ক্ষত্রিয় জাতিতে বদ্ধ হইয়া যায়, সাধারণ্যে আর্য্যগণের চরিত্রে সেই পুরুষোচিত গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এক্ষণে পুন্নামক মনঃকল্পিত নরক হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত লোকে পুত্রের কামনা করিয়া থাকে এবং সেই রূপ অর্থ লক্ষ্য করিয়াই পুত্র শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে[১]। কিন্তু সন্তানগণ সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার ও ধন সম্পত্তি সকল রক্ষা করিবেন, এই উদ্দেশে আর্য্যগণ দেবগণের নিকট সন্তান কামনা করিতেন, এবং এতদনুসারেই পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বীর শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই বীরত্বই তাঁহাদিগকে অন্তঃশত্রু অসুরগণ হইতে ও বহিঃশত্রু দস্যুগণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে পুরাণ প্রভৃতিতে যে দেবাসুরের অদ্ভুত যুদ্ধবৃত্তান্ত পাঠ করা যায়, হিন্দু জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে অদ্যাপি যাহা জাজ্বল্যমান হইয়া আছে, ভারতবর্ষীয় কবিগণ যাহা লইয়া অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালা ছন্দে বদ্ধ হইয়া ইতর লোকদিগের মধ্যেও কৌতূহল

১। পুৎ—নরকবিশেষ, ত্র—ত্রাতা, ত্রৈ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

সহকারে প্রতিনিয়ত পঠিত বা শ্রুত হইয়া থাকে, সেই দেবাসুরের সংগ্রাম আর্য্যদিগের দুই শাখার পরস্পর বিবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেব ও অসুরগণ একই পিতা কশ্যপ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল মাতৃভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পরিগণিত হইতেন। যাঁহারা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আদিতেয় ও দেব শব্দের প্রতিপাদ্য হইলেন এবং দিতি ও দনু প্রভৃতির গর্ভজাত সন্তানগণ দৈত্য দানব ও অসুর নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। পুরাণের মধ্যে দেব ও অসুর এই উভয় দল পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। এ দিকে পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তাতে এই রূপ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, মতভেদ নিবন্ধন আর্য্যেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং পরস্পর ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। আবেস্তার মধ্যে অসুর (অহুর) ও দেব এই দুইটী পরস্পর বিরোধী দলের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের দেশে যেমন দেবগণ আত্মীয় ও অসুরগণ অনাত্মীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন, সেই রূপ পারসীকদিগের মধ্যে তাহার বৈপরীত্যে অসুরগণ আত্মীয় ও দেবগণ অনাত্মীয় ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং আমাদিগের শাস্ত্রে দেবরাজের ন্যায় পারসীকদিগের শাস্ত্রে অহুর মজ্‌দ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। আবার আমাদিগের দেশে অসুরগণ পূর্ব্বদেব নামে পরিচিত হইয়া আছেন[২]। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, হিন্দুদিগের বীজ পুরুষগণ দেব ও পারসীকদিগের বীজ পুরুষগণ অসুর নামে উল্লিখিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, আসিরিয়া দেশের অধিবাসীরা অসুর বলিয়া উল্লিখিত হইত, কিন্তু তদ্বিষয়ে অসুর ও আসেরিয়া এই উভয় শব্দের সাদৃশ্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। সে যাহা হউক, এই দেব ও অসুরগণের যুদ্ধ বহু কাল ধরিয়া চলিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা অনুসারে উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে[৩]। এতদনুসারে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা পূর্ব্ব পশ্চিমে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে অতিক্রম করিতেছে—পূর্ব্বে চীন সমুদ্র ও পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বিস্তৃত হইতেছে; এই সমুদায় স্থানই আর্য্যদিগের বাসস্থান বলিয়া মনুসংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পুরাণ অনুসারে হিরণ্যকশিপু নামক কোন অসুর একদা দেবগণ অপেক্ষা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাঁর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বর্ত্তমান কিংবদন্তী অনুসারে বর্ত্তমান মূলতান দেশে ইহাঁর রাজধানী ছিল, অদ্যাপি হিরণ্যকশিপুর দুর্গ বলিয়া তথায় একটি স্থান প্রসিদ্ধ আছে। বেদের মধ্যে বৃত্র শম্বর পণি প্রভৃতি শত শত অসুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; এই সমস্ত অসুর আর্য্যদিগের গো অশ্ব প্রভৃতি অপহরণ করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আর্য্যগণেরই দুই শাখা দেব ও অসুর নামে অভিহিত হইতেন;

২। পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ। অমরকোষ

৩। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ। ২ অ

ইহাঁরা একই দেশে অবস্থান করিতেন; ধর্ম্ম বিষয়ে পরস্পরের সহিত মত ভেদ হইয়াছিল; পরিশেষে ঘোরতর শত্রু ভাবে উভয় দল পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন; এবং কখন কখন দেবগণ প্রবল হইয়া অসুরদিগকে নত করিয়া রাখিতেন ও কখন বা অসুরগণ প্রবল হইয়া দেবগণকে পরাহত করিতেন। দেবাসুরের সংগ্রাম ইহা ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। আর্য্যগণ আপনাদের বীরত্ব প্রভাবে এই সকল গৃহশত্রু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত অনুমান অনুসারে যদি দরায়ুসা প্রভৃতি পারসিকগণকে অসুরবংশীয় ও সপ্তসিন্ধুর অধিবাসী হিন্দুদিগকে দেববংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, এই দেবাসুরের সংগ্রাম যুগযুগান্তরেও পরিসমাপ্ত হয় নাই। সময়ে সময়ে অসুরবংশীয় পারসীকগণ দেবসন্তান হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতেন। কালক্রমে সেই অসুরগণ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় দেবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিল। যে দেবগণ এক সময়ে পরাক্রমে অসুরদলন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, কালক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া অসুরদিগের পদতলেই দলিত ও বহু বৎসর নিপীড়িত হইলেন।

ইহা ভিন্ন বিজাতীয় শত্রুগণও সময়ে সময়ে আর্য্যগণের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত: ইহারাই দস্যু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দস্যুরা শীঘ্রই আর্য্যগণের পরাক্রমের অধীন হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে রাক্ষসগণও আর্য্যদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিত। কেহ কেহ বলেন, অর্কেসিয়ার অধিবাসীরা রাক্ষস বলিয়া উল্লিখিত হইত; কিন্তু ইহাতেও শব্দসাদৃশ্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে যক্ষ ও রাক্ষস এক বংশ বলিয়া উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে যক্ষেরা দেবগণের অনুগত ও রাক্ষসেরা বিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা যে দেশের লোক হউক, অসুর ও দস্যু হইতে বিভিন্ন জাতি ছিল এবং রাক্ষসেরা সর্ব্বদা আর্য্যগণের উপর অত্যাচার করিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের বাহুবলে ইহাদিগের উপরেও আর্য্যগণ জয় লাভ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আর্য্যগণের প্রকৃতি কি রূপ বীরত্বগুণে অলঙ্কৃত ছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু বাহুবল ও বীরত্বের উপর সমধিক সমাদর থাকিলেও আর্য্যসমাজে মানসিক গুণসমুদায়ই অপেক্ষাকৃত অধিক মাননীয় হইত—কবি ও বিদ্বানেরাই সমাজের মধ্যে প্রধান্য লাভ করিতেন—ঋষিরাই সাধারণ লোকের নেতা হইয়া থাকিতেন। এই ভাবটি ভারতবর্ষে চিরকালই আবহমান হইতেছে। যখন রাজপদের সৃষ্টি হইল, যখন যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়গণ পৃথক্ জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন; এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যুদ্ধ সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, তখন দেশের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা কেবল ক্ষত্রিয় জাতির উপরেই নির্ভর করিতে লাগিল, অধিক কি, এখানকার সকল বিষয়েই তাঁহারা আধিপত্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনও কেবল মানসিক উৎকর্ষ নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা সমাজের মধ্যে প্রধান পদ পাইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর্য্যগণের সময়ে যে ক্ষত্রিয়বৃত্তি জাতিসাধারণ থাকাতে তাঁহারা প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কালক্রমে দেশের তিন জাতি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতির উপরেই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ

POOR CONDITION.

নির্ভর করাতে পতনের বীজ নিক্ষিপ্ত করা হইল।

অভিনিবেশ পূর্ব্বক ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আর্য্যগণ পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় জাতি অপেক্ষা সমধিক সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্মের নিদর্শন সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; সভ্যতা লক্ষ্মীর আবির্ভাব না হইলে এ সকল বিষয়ে মনুষ্য জাতির প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না।

আয় ব্যয়।

ফাল্গুন ১৭৯১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৪১ (১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৬৫৬ ৸/৫
সমষ্টি	৮৯৭ ৸৴০
ব্যয়	৬৬৪ ॥৴১৫
স্থিত	২৩৩ ৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৮ ।৴১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৪ ॥৴০
পুস্তকালয়	৩৮ ৴১৫
যন্ত্রালয়	৫১
গচ্ছিত ...	১৮ ৸/১০
সমষ্টি	২৪১ (১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১১৭ ৸৴ ০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৭৮ (৫
পুস্তকালয়	১৩৪ ।৲৫
যন্ত্রালয়	৬৯ ৸/১০
গচ্ছিত	১৬৪ ॥/১৫
সমষ্টি	৬৬৪ ॥৴১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন নন্দী	১০
" রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬
" মণিলাল মল্লিক	৫
" দীননাথ মণ্ডল	২
" দানাধারে প্রাপ্ত	৫ ।৴১০
সমষ্টি	২৮ ।৴১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

NOTICE.

A discourse on "Religion, Universal, National, and Individual" will be delivered by Baboo Nobo Gopal Mitter at the Adi Brahma Samaj Library Hall on Saturday the 7th May, 25th Baisakh at 7½ P. M.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

বিশেষ কারণ বশতঃ যে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রেরিত হইতেছে; গচ্ছিত মাশুল ফুরাইলেই পুনরায় অগ্রিম মাশুল না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই পত্রিকা স্থগিত থাকিবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ২০ সে বৈশাখ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘন্টার সময়ে নন্দনবাগানস্থ শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের নূতন বাটীতে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক হইবে।

শ্রী দিননাথ দত্ত।
সম্পাদক।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ভাব অবগত হওয়া যাইবে। মূল্য .. .... ১ টাকা

ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভাবের লেখক ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল্য .. .. . ৴০ এক আনা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাস্থল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ বৈশাখ বুধবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক

৩২১ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিস্টুপ্‌ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৯৮

১। যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি তমা নিষীদ স্বানো নার্ব্বা। বিমুচ্যাবয়োঽবসায়াশ্বান্ দোষা বস্তোর্ব্বহীয়সঃ প্রপিত্বে।

১। হে 'ইন্দ্র' 'যোনিঃ' বেদ্যাখ্যং স্থানং 'তে' তব 'নিষদে' নিষদনায়োপবেশনায 'অকারি' কৃতমস্মাভিঃ কল্পিতমভূৎ, 'তং' যোনিং 'আনিষীদ' শীঘ্রমাগত্য তত্রোপবিশ, শীঘ্রাগমনে দৃষ্টান্তঃ 'স্বানো নার্ব্বা' অর্ব্বেত্যশ্বনাম যথাশ্বঃ স্বানো হেষাশব্দং কুর্ব্বন্ স্বকীযং স্থানং শীঘ্রমাগচ্ছতি তদ্বৎ। কিং কৃত্বা 'বযঃ' অশ্ববন্ধনার্থান্ রশ্মীন্ 'বিমুচ্য' রথাদ্বিশ্লিষ্য, তথা 'অশ্বান্' রথে যোক্তিতাংশ্চ তুরগান্ 'অবসায' বিমুচ্য, তত্র নিরুদ্ধং অবসায়াশ্বানিতি স্যতিরুপসৃষ্টোবিমোচনে ইতি। কীদৃশানশ্বান্ 'প্রপিত্বে' যাগকালে প্রাপ্তে প্রপিত্বে প্রাপ্তেঽভীকেহভাকেইতি যাস্কঃ 'দোষা' রাত্রৌ 'বস্তোঃ' অহনি চ 'বহীযসঃ' আদরাতিশযেন বোঢ়ৄন্।

১। হে ইন্দ্র! তোমার উপবেশনার্থ আমরা বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছি; যেমন অশ্ব সকল হেষা শব্দ করত আগমন করে, তুমি সেই রূপ রথ হইতে অশ্ববন্ধন রশ্মি সকলকে ও যাগকালে দিবারাত্র সমাদরে বহনশীল অশ্বগণকে মোচন করত এই বেদিতে আসিয়া উপবেশন কর।

১১৯৯

২। ও ত্যে নর ইন্দ্রমূতযে গুর্নূ চিত্তান্ সদ্যো অধ্বনো জগম্যাৎ। দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্বম্নন্তে ন আবক্ষন্ সুবিতায বর্ণং।

২। 'ত্যে' তে 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারো যজমানাঃ 'ঊতযে' রক্ষণায 'ইন্দ্রং' 'ও' আউ ইত্যেতন্নিপাতদ্বযসমুদ্রাযঃ আকারার্থঃ 'আগুঃ' আগচ্ছন্তি, সচেন্দ্রঃ আগতান্ 'তান্' 'নূচিৎ' ক্ষিপ্রং 'সদ্যঃ' তদানীমেব 'অধ্বনঃ' অনুষ্ঠানমার্গান্ 'জগম্যাৎ' গমযতু প্রাপযতু, 'দেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'দাসস্য' উপক্ষপযিতুরসুরস্য 'মন্যুং' ক্রোধং 'শ্বম্নন্' ভক্ষযন্তু হিংসন্তু ইত্যর্থঃ, অপিচ 'তে' দেবাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সুবিতায' সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায যজ্ঞায 'বর্ণং' অনিষ্টনিবারকং ইন্দ্রং 'আবক্ষন্' আবহন্তু আনযন্তু।

২। যজমানেরা রক্ষার নিমিত্তে ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্র আগত যজমানদিগকে শীঘ্র অনুষ্ঠান মার্গে প্রেরণ করুন, দেবতারা অসুরদিগের ক্রোধ নষ্ট করুন, এবং তাঁহারা আমারদিগের

POOR CONDITION.

যজ্ঞের নিমিত্তে অনিষ্ট নিবারক ইন্দ্রকে আনয়ন করুন।

১২০০

৩। অব্ত্মনা ভরতে কেত-বেদা অবত্মনা ভরতে ফেনমু-দন্। ক্ষীরেণ স্নাতঃ কুযবস্য যোষে হতে তে স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ।

৩। 'কেতবেদাঃ' কেতং জ্ঞাতং বেদঃ পরেষাং ধনং যেন স তাদৃশঃ কুযবনামাসুরঃ 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব 'অব-ভরতে' জ্ঞাতং পরেষাং ধনং অপহরতি, অপিচ সোঽসুরঃ 'উদন্' উদকেঽন্তর্ব্বর্ত্তমানঃ সন্ 'ফেনং' ফেনযুক্তমুদকং 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব 'অব-ভরতে' অপহরতি, 'ক্ষীরেণ' ক্ষরণশীলেন তেনাপহৃতেনোদকেন 'কুযবস্য' অসুরস্য 'যোষে' ভার্য্যে 'স্নাতঃ' স্নানং কুর্ব্বাতে, 'তে' তাদৃশ্যৌ স্ত্রিযৌ 'শিফায়াঃ' শিফানাম নদী তস্যাঃ 'প্রবণে' নিম্নে প্রবেষ্টুমশক্যেঽগাধপ্রদেশে 'হতে' নষ্টে 'স্যাতাং' ভ-বেতাং। হে ইন্দ্র! ত্বং পরেষাং ধনমপহৃত্যান্যৈর্দুরবগাহে উদকস্য মধ্যে বর্ত্তমানং কুযবং সকুটুম্বমবধীরিত্যর্থঃ।

৩। ধনজ্ঞ কুযব অসুর স্বয়ং পরধন হরণ করে, এবং উদকে বর্ত্তমান হইয়া স্বয়ং ফেনযুক্ত জল অপহরণ করে, ক্ষরণশীল সেই জলে কুযবাসুরের দুই স্ত্রী স্নান করিয়া থাকে, তাদৃশ স্ত্রীদ্বয় নদীর নিম্ন প্রদেশে বিনষ্ট হউক।

১২০১

৪। যুযোপ নাভিরুপরস্যা-যোঃ প্র পূর্ব্বাভিস্তিরতে রাষ্টি শূরঃ। অঞ্জসী কুলিশী বীর-পত্নী পয়ো হিন্বানা উদভির্ভ-রন্তে।

৪ 'উপরস্য' উদকমধ্যে উপ্তস্যাবস্থিতস্য 'আযোঃ' পরেষামুপদ্রবার্থমিতস্ততোগচ্ছতঃ কুযবস্যাসুরস্য 'নাভিঃ' সন্নদ্ধনাবসনস্থানং 'যুযোপ' গূঢ়মাসীৎ যথান্যৈর্ন দৃশ্যতে সোঽসুরস্তথাকরোদিত্যর্থঃ, অপিচ 'পূর্ব্বাভিঃ' পুরষি-ত্রীভিরাত্মনাপহৃতাভিরদ্ভিঃ 'প্রতিরতে' সোঽসুরঃ প্রবর্দ্ধতে স চ 'শূরঃ' শৌর্য্যোপেতঃ 'রাষ্টি' রাজতে চ, আত্মীয়েন শৌর্য্যেণ লোকে প্রখ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ। তমিমমসুরং 'অঞ্জসী' অঞ্জস্যোপেতা 'কুলিশী' কুলং শাতয়ন্তী 'বীর-পত্নী' বীরস্য পালয়িত্রী এতৎসংজ্ঞিকা স্তিস্রো নদ্যঃ 'পয়ঃ' পয়সা তৎসম্বন্ধিনা সারভূতেনোদকেন 'হিন্বানাঃ' প্রীণ-যন্ত্যঃ 'উদভিঃ' আত্মীয়ৈরুদকৈঃ 'ভরন্তে' ধারয়ন্তি।

৪। জল মধ্যে বর্ত্তমান ইতস্তত গমনশীল কুযবাসুরের নাভি আবৃত হইয়াছিল, এবং সেই অসুর স্বীয় অপহৃত জলে বর্দ্ধমান ও শূরত্বে বিরাজিত হইয়াছিল, এবং অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নামক নদীত্রয় জল দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করত জলে ধারণ করি-তেছিল।

১২০২

৫। প্রতি যৎস্যা নীথাদর্শি-দস্যোরোকো নাচ্ছা সদনং জা-নতীগাৎ। অধ স্মা নো মঘব-ঞ্চর্কৃতাদিন্মা নো মঘেব নিষ্ষ-পী পরাদাঃ। ১।৭।১৮।

৫। 'যৎ' যদা 'নীথা' নয়নহেতুভূতা 'স্যা' সা পদবী 'প্রত্যদর্শি' অস্মাভির্দৃষ্টাভূৎ সা চ পদবী 'দস্যোঃ' উপক্ষ-পয়িতুঃ কুযবস্যাসুরস্য 'সদনং' গৃহং 'অচ্ছা' আভিমুখ্যেন 'গাৎ' গতা প্রাপ্তা, তত্র দৃষ্টান্তঃ 'জানতী' স্বকীয়ং বৎস-মভিজানতী গৌঃ 'ওকোন' নিবাসস্থানং স্বকীয়ং গোষ্ঠং যথা ঋজু প্রাপ্নোতি তদ্বন্মার্গোঽপ্যসুরগৃহং প্রাপ্ত ই-ত্যর্থঃ। 'অধস্ম' তথানন্তরমেব হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'চর্কৃতাৎ' পুনঃ পুনস্তেনাসুরেণ কৃতাৎ উপদ্রবাৎ 'নঃ' অস্মান্ রক্ষেতিশেষঃ 'ইৎ' অবধারণে অস্মান্ রক্ষৈব, 'নঃ' অস্মান্ 'মাপরাদাঃ' মাপরিত্যক্ষীঃ অস্মাভির্জ্ঞাতেন মা-র্গেণ গত্বাস্মদুপদ্রবকারিণমসুরং জহীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তোঽভিধীয়তে মঘেব নিষ্ষপী বিনি-র্গতসপো বিনির্গতশেপো যথেষ্টাচারী দাসীপতির্মঘেব যথা ধনান্যস্থানে পরিত্যজতি তথাস্মান্মা পরিত্যক্ষীরি-ত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং নিষ্ষপী স্ত্রীকামোভবতি বিনির্গত সপাঃ। সপঃ সপতেঃ স্পৃশতি কর্ম্মণঃ মানোমঘেব নি-ষ্ষপী পরাদাঃ সযথা ধনানি বিনাশয়তি মানস্তং তথা পরাদাইতি। ১।৭।১৮

৫। যেমন স্বীয় বৎসজ্ঞ ধেনু গোষ্ঠে গমন করে, সেই রূপ যে পথ কুযব দস্যুর ভবনাভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই পথ যখন আমরা দেখিয়াছি, অনন্তর, হে মঘবন্! পুনঃ পুনঃ অসুরকৃত উপদ্রব হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিও, যেমন যথেষ্টাচারী দাসীপতি অ-স্থানে ধন পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমার দিগকে পরিত্যাগ করিও না। ১।৭।১৮।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

ম অধ্যায়।

৮১

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীর-মৌষধৈঃ। ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাঙ্গতিম্। ১

'প্রজ্ঞয়া' বুদ্ধ্যা 'মানসং' মনোভবং 'দুঃখং হন্যাৎ' তথা 'শারীরম্ ঔষধৈঃ'। 'কৃতপ্রজ্ঞাঃ' কৃতবুদ্ধয়ঃ 'পরমাং গতিং' 'পশ্যন্তঃ' অনুভবন্তঃ সন্তঃ 'ন শোচন্তি'। ১

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃত-বুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না। ১

যেমন শারীরিক রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হয়, সেই রূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পরম গতি স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেক। সর্ব্বদা বিবেক সহকারে বস্তু বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবেক। এই পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে সুখ ও শান্তির আশা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না। পৃথিবী আমাদিগের শিক্ষা স্থান, নিত্য সুখ ভোগ করি-বার আয়তন নহে। একমাত্র পরমেশ্বর নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তির আলয়; তিনি আমাদিগের পরম লোক, তিনিই আমাদিগের পরম গতি। তিনি আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগের সমুদায় অবস্থা দেখিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গল হউক, ইহাই তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছা; কি উপায়ে আমাদিগের সদ্গতি হইবে, তিনি তাহা জানি-তেছেন; আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই নাই; পুত্রগণকে দুঃখভারে আক্রান্ত দেখিয়া পিতা কি উদাসীন আছেন? এই বর্ত্তমান অবস্থা কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপরে নিপ-তিত হইয়াছে? তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল-কামনা কি স্তব্ধ হইয়া আছে? তাহা কখনই নহে। কেবল মোহাক্রান্ত হইয়াই আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই। অতএব বর্ত্তমান অবস্থা-তেই সমুদায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না, সেই পরম গতি পর্য্যালোচনা করিয়া মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবেক। ১

৮২

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি। কামং হিত্বাঽর্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ। ২

'মানম্' অভিমানং 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'প্রিয়ঃ' সর্ব্বেষাং 'ভবতি'। 'ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি'। 'কামং' বাসনাং 'হিত্বা অর্থবান্ ভবতি।' 'লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ'। ২

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হই-বেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক। ২

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক; ঈশ্বরের অনু-গ্রহই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব, তদ্ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছুই নাই। কি ধন মান সৌন্দর্য্য, কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্ব্বিত হইতে দিবেক না। গর্ব্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেক। মঙ্গলময় ঈশ্বর গর্ব্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন এবং মনুষ্যেরাও তাহার প্রতি ঘৃণা করিতে থাকে।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে, পরে অনুশোচনাতে দগ্ধ হইতে হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক।

বাসনা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়। যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার

POOR CONDITION

নিমিত্তই ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, তিনি চিরকালই দুঃখী, চিরকালই দরিদ্র। অতএব যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ঐশ্বর্য্যবান্ এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। ২

৮৩

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ। সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ। ৩

'ক্রোধঃ' অতিকৃচ্ছ্রেণ জীযতেঽসাবিতি 'সুদুর্জ্জয়ঃ' 'শত্রুঃ'। 'লোভঃ' অনন্তকঃ' 'ব্যাধিঃ'। 'সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুঃ অসাধুঃ নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ'। ৩

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩

ক্রোধের তুল্য অনিষ্টকারী শত্রু আর কেহই নাই; এবং লোভের তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিও আর কিছুই নাই। ক্রোধ ও লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠুরতা মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ক্রোধ কেবল অন্যকে যন্ত্রণা দানে উৎসাহিত করে; লোভ আত্মম্ভরিতার নিকট সমুদায় সাধুগুণকে বলিদান দিতে বলে। নরহত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম সকল ক্রোধ ও লোভ হইতে অনুষ্ঠিত হয়। অতএব ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবেক এবং সকলের প্রতি দয়াবান্ থাকিবেক। ৩

৮৪

দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি। ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্। ৪

যোহি 'দান্তঃ' নিযতেন্দ্রিযঃ 'শমপরঃ' সংযতান্তঃকরণঃ সঃ 'শশ্বৎ' বারংবারং 'পরিক্লেশং' 'ন বিন্দতি' ন লভতে। 'ন চ দান্তাত্মা' বশীকৃতাত্মা 'পরগতাং' 'শ্রিযং' সম্পত্তিং 'দৃষ্ট্বা' 'তপ্যতি' পরিতপ্তো ভবতি। ৪

যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। শান্ত-চিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হন না। ৪

অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবেক, আপনাকে শাসন করিবেক ও আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবেক। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকেই যন্ত্রণা। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে। ৪

৮৫

যঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে। সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ। ৫

'যঃ' 'ঈর্ষুঃ' মৎসরী 'পরবিত্তেষু' পরধনেষু তথা 'রূপে বীর্য্যে' 'কুলান্বযে' কুলসন্ততৌ 'সুখসৌভাগ্যসৎকারে' সুখে সৌভাগ্যে সৎকারে চ 'তস্য ব্যাধিঃ' 'অনন্তকঃ' অনন্তঃ। ৫

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই। ৫

পরশ্রীকাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না—তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষ্যাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। সকল প্রকার উন্নত লোককে তাহার শত্রু তুল্য বোধ হয়। অতএব বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা মহানুভাবতা বৃদ্ধি করিয়া ঈর্ষ্যাকে জয় করিবেক। সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিবেক। ৫

৮৬

মিত্রধ্রুক্ দুষ্টভাবশ্চ নাস্তিকোঽথানৃজুঃ শঠঃ। গুণবন্তঞ্চ যোদ্বেষ্টি তমাহুঃ পুরুষাধমম্। ৬

'মিত্রধ্রুক' মিত্রং দ্রুহ্যতীতি 'দুষ্টভাবঃ চ' 'নাস্তিকঃ' নাস্তি জগতোমূলমাত্মা নাস্তি পরলোকইত্যেবম্বাদী 'অথ' 'অনৃজু' অসরলঃ 'শঠঃ' 'গুণবন্তং চ যঃ দ্বেষ্টি' 'তং' পণ্ডিতাঃ 'পুরুষাধমম্' 'আহুঃ' কথযন্তি। ৬

মিত্র-দ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব, নাস্তিক, কুটিল, শঠ এবং গুণবানের যে দ্বেষী; তাহাকে পণ্ডিতেরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন। ৬

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হওযা, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা কিম্বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বা পরম্পরায় তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করা মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়; মিত্রদ্রোহ-রূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাশূন্য হইবেক না: তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আত্মার নেতা হইয়াছেন; তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাঙ্ঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক এবং বিনীত হইয়া গুরু ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্ব্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধু গুণ সরলতার নিত্য সহচর, সরলতা সুরক্ষিত হইলেই তৎসমুদায় সুরক্ষিত হয় এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ়রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সমুদায় সদ্গুণ উৎপন্ন হইয়াছে; সদগুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাঁহারা সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া জগতের উপকার করিতেছেন; তাঁহাদিগের প্রতি সমাদর করিবে এবং মনুষ্য নির্গুণ হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিবেক, না। ৬

৮৭

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ। ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখম্। ৭

'অনর্থম্' অকার্য্যম্ 'অর্থতঃপশ্যন্' 'অর্থং চ এব অপি অনর্থতঃ'। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ' 'বালঃ' অল্পপ্রজ্ঞঃ 'সুদুঃখং মন্যতে সুখম্'। ৭

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে। ৭

যেমন বালকেরা তীক্ষ্ণবিষ কাল সর্পকেও ধরিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, সেই রূপ অজিতেন্দ্রিয় অল্পপ্রজ্ঞ লোকে বিপদ্‌কে সম্পদ্ [illegible] বোধ করে। তাহারা পরিণাম দর্শন করে না; যাহা আপাততঃ তাহাদের প্রবৃত্তি সকলের তৃপ্তিকর, তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও কৃতপ্রজ্ঞ হইয়া পরিণাম দর্শন করিবেক। আমাদিগের জীবনের শেষ নাই; অনন্ত কাল আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত যোগ। এই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেক। ৭

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল চৌতাল।

আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি। হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখ রে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়,
এক দৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত;
আছেন প্রেম-ভাবে তাকায়ে, পূর্ণ শূন্য আজি।

রাগিণী আলেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

এ হরি দীন দয়াল কৃপাল কৃপাকর
তোমা বিনা কেহ না আমারো।
তুমি কারণ তুমি জীবন তুমি জীবন বিস্তারো।
তুমি [illegible] তুমিই সাধন তুমি অন্তরে বিহারো।
তুমি রস-সাগর তুমি প্রেম-আকর তুমি জগত উদ্ধারো।

POOR CONDITION.

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

৩১ শে চৈত্র মঙ্গলবার। ১৭৯১ শক।

এই যে রজনী-মুখে আমরা এই পবিত্র উপাসনা-মণ্ডপে সব সুহৃদে মিলে অনন্ত দেবের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আজকার রাত্রিই বর্ত্তমান বর্ষের শেষ রাত্রি। বর্ষ কাল যে দিবা রাত্রে, সপ্তাহ পক্ষে, মাস ঋতুতে বিভক্ত, একে একে সে সকলই আমারদিগের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কেবল বর্ষাবশিষ্ট এই নিশাই এখন আমারদিগের সম্মুখে বর্ত্তমান। ব্যবসায়ী আজ্ বার্ষিক আয় ব্যয় সন্দর্শন করিতেছেন, বিষয়ী আজ্ বিষয়ের ক্ষতি লাভের গণনা করিতেছেন, রাজা রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা কি আজ্ এখানে উদাসীনের মত উপস্থিত হইয়া ক্ষণ-কাল পরেই চলিয়া যাইব? আমারদিগের কি কিছুই হিতাহিত, লাভ ক্ষতির পর্য্যালোচনা করিতে হইবে না? এই উপস্থিত বর্ষের উন্নতি দুর্গতি, ইষ্টানিষ্ট অবধারণ করিয়া, কল্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি নব বর্ষে প্রবেশ করিতে হইবে না? আজ্ কি কেবল ধন ধান্যের, বিষয় বিত্তের ক্ষতি লাভের আলোচনাতেই বিষয়-ক্ষেত্র আন্দোলিত হইতে থাকিবে? চিত্ত-ক্ষেত্রের উন্নতি দুর্গতির, পুণ্য পাপের, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে আজ্ কোন কথাই কি উপস্থিত হইবে না? যে পার্থিব সুখ সম্পদ্ আত্মার প্রকৃত তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, যে বিষয়-বিভব আত্মার প্রাণগত অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়াই কি এই দুর্লভ সময় অতিবাহিত হইবে? বিষয়ী আপনিই আপনার বিষয় কার্য্যের দ্রষ্টা, রাজা আপনিই আপনার রাজ-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু আমারদিগের ধর্ম্ম-ভূমি ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দ্রষ্টা, শ্রোতা, প্রেরয়িতা, বিধাতা, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" পরমেশ্বর স্বয়ংই। বিষয়ের ক্ষতি নিবন্ধন বিষয়ীই কেবল সাংসারিক কষ্ট সম্ভোগ করে, বিত্ত-লাভ দ্বারা তাহার বিষয়-গত অপ্রতুলতাই অন্তরিত হয়, কিন্তু আমরা যে ধর্ম্ম-ধনের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এই অমৃত-ধনই মনুষ্যের একমাত্র উপজীবিকা। এই অক্ষয়-সম্পদই মনুষ্যের অনন্ত-কালের সম্বল। ঐশ্বর্য্যের অভাবে মনুষ্যের অধিক দুর্গতি ও দুর্নাম এই যে, হয় তো লোকে তাহাকে দুঃখী দরিদ্রই বলিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম-ধনের অসদ্ভাবে মনুষ্য, নরাকৃতি লাভ করিয়াও পশুগণের মধ্যে পরিগণিত হয়। যে ধর্ম্ম-ধন দ্বারা আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, যাহার উপরে চিরোন্নতি, চির-স্বাধীনতা নির্ভর করে, সেই অমৃত ধন কত উপার্জ্জিত হইল, সেই অক্ষয় সম্বল কত দূর লব্ধ হইল, তাহারই আলোচনা করিতে আজ্ সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। ত্রিলোকপতি পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার যে আদেশ প্রতিপালন করিতে, তাঁহার যে শুভ-সঙ্কল্প সংসাধন করিতে এই মর্ত্ত্য-ধামে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা কত দূর সেই আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াছি, সম্বৎসর কাল কি পরিমাণে আমরা আমারদিগের কর্ত্তব্যভার বহন করিয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিয়াছি, সকলে স্থির-চিত্তে এই বর্ষ-শেষ সমাজে একবার তাহার গণনা কর। ভৃত্য তাহার একদেশদর্শী প্রভুকে ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ বাক্যে প্রতারিত করিতে পারে, চতুর-বুদ্ধি মন্ত্রী বাক্-চাতুর্য্যে রাজা প্রজা উভয়কেই প্রতারণা করিতে সমর্থ হয় কিন্তু যে বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-পাতা সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর

স্বহস্তে এই মানব-শরীর, মানব-আত্মা সংরচন করিয়াছেন; যিনি নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া আমারদিগকে পালন করিতেছেন; দূরে নিকটে, আলোক অন্ধকারে, অন্তর বাহিরে যাঁহার চক্ষু সমান ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে; যিনি দিন-যামিনী আমারদের চিত্তের সকল চিন্তা, সকল কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করিতেছেন, কপটতা তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বাচালতা কোন রূপেই তাঁহাকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয় না। আমরা কুকর্ম্ম করি বা সৎকার্য্য করি, সকলই তাঁহার সম্মুখে জ্বলদক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, বা বিস্মৃত হই, নিদ্রিত থাকি বা জাগ্রৎ হই তাহা তিনি সর্ব্বদাই স্পষ্ট সন্দর্শন করিতেছেন। আমরা সম্বৎসর কাল যথা শক্তি তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে যত্নশীল হইয়াছি, না তৎপ্রতি উপেক্ষা ও ঔদাস্য করিয়াছি, আমরা পুণ্য জ্যোতিতে অন্তরাকাশ জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছি, না মোহ-তিমিরে আমারদের আত্মা অন্ধীভূত হইয়াছে, আমরা দিন দিন সংসার-আকর্ষণ, পাপ-প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া অনন্ত স্বরূপের সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হইয়াছি, না স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সংসার-পাতালে অবতরণ করিয়াছি, তাহা তো স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদর্শী, পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের অবিদিত নাই। এস এখনই আমরা আপনাপন আত্মাকে জাগ্রৎ করি, এখনই তাঁর প্রসাদে আমরা আমারদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিব, ক্ষুদ্র-বুদ্ধির আলোকেই আমারদের ভ্রম-প্রমাদ সকলই প্রকাশ পাইবে। এখন আপনাদিগকে যে নিষ্পাপ কৃতকর্ম্মা বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া পশ্চাৎদৃষ্টি দ্বারা দেখ দেখি, জীবন-পথে সকলেরই সদসদ্ কীর্ত্তি-কলাপ কেমন বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্মরণ-সূত্রে প্রতিদিনেরই ঘটনা সকল কেমন গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমারদের জীবনের পূর্ণ এক-বৎসর কাল মধ্যে কত সময় কেমন বিফলে অতিবাহিত হইয়াছে, কত গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পন্ন রহিয়াছে, কত সাধু কার্য্য উপেক্ষিত হইয়াছে। এই সকল আলোচনা করিয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মার প্রকৃত অবস্থা সন্দর্শন করিয়া কে না আপনি আপনার নিকটে লজ্জিত হইতেছেন, কাহার চিত্ত না চকিত হইতেছে, কাহার না আপনাকে অসার ও অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা হইতেছে? আপনাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ দেখিয়া কাহার চিত্ত না আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে? এখনই যদি ঈশ্বরের আহ্বানে লোকান্তরে গমন করিতে হয়, অদ্যকার রাত্রিই যদি শেষ-রাত্রি হয়, তাহা হইলে কি সম্বল লইয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইব, এই চিন্তাতে কি হৃদয় আকুল হয় না? শোক সন্তাপে কি চিত্ত অধীর হইয়া এই রূপ আত্ম-নাদ করিতে থাকে না, যে হা জগদীশ! তোমার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া, তোমার সস্নেহ আহ্বান তুচ্ছ করিয়া সম্বৎসর-কাল মধ্যে কত অধিক সময়ই বিফলে অতিবাহিত করিয়াছি! তুমি শিক্ষার জন্য, শোধনের জন্য কত অবসর প্রদান করিয়াছ, কত ঘটনাকেই তুমি আমারদের উন্নতির অনুকূল করিয়া দিয়াছ কিন্তু যৌবন-মদে, ধন-মদে, মোহ-মদে উন্মত্ত হইয়া তোমার উদার প্রসাদে অবহেলা করিয়াছি। চেষ্টা করিলে কত উন্নত হইতাম, প্রার্থনা করিলে তোমাকে আরো কত অধিকতররূপেই লাভ করিতাম, কেবল মোহের কুমন্ত্রণায় তোমা হইতে দূরে পতিত হইয়াছি। কেবল সংসারের আপাতরম্য সুখ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তোমার সংসর্গ পরিত্যাগ করত এই দুর্ব্বিষহ

POOR CONDITION.

নরক-যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতেছি। এখন কি করি, কোথায় যাই? হে পতিতপাবন অকিঞ্চন-গুরু! তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তুমি রক্ষা কর। তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি, তুমি আশ্রয় দাও।

ঈশ্বর দুঃখ বিপদে, শোক তাপেও আমারদিগকে শিক্ষা দেন, তিনি বিষাদ আত্ম-গ্লানিতেও আমারদিগকে উন্নত করেন। যখন বিপথে পদার্পণ করি, তিনি দুঃখের কশাঘাতে সৎপথে আনয়ন করেন; যখন মোহে অভিভূত হই, তিনি শোক বিষাদের তীব্র বাণে আত্মাকে বিদ্ধ করিয়া জাগ্রৎ করেন; যখন কর্ত্তব্যবিমুখ হই, পাপে আসক্ত হই, তিনি আত্ম-গ্লানির জ্বলন্ত অনলে আত্মাকে দগ্ধ করিয়া প্রকৃতিস্থ করেন। এখনই দেখ—সকলে প্রত্যক্ষ দেখ তিনি আমারদিগকে স্বাধীন-ভাবে স্বীয় স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত করিয়া আমারদের ভ্রম-প্রমাদ বুঝাইয়া দিয়া আমারদিগকে কেমন সহজেই তাঁহার শরণাপন্ন করিতেছেন; আমারদের মলিনতা অন্ধতা, চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া দিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য কেমন অভাবনীয় কৌশলে আজ তাঁহার দ্বারস্থ করিয়াছেন। শোধন ও সংস্কারের জন্য তাঁহার সাহায্য তাঁহার প্রসন্নতা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় চাতকের ন্যায় আমারদিগের চিত্তকে কেমন পিপাসিত করিয়া তুলিতেছেন।

ঈশ্বরের রাজ্যে কোন ঘটনাই আমারদিগকে উন্নতি-মুখে নিক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যায় না। কোন বিপদ্ই আমারদিগকে শিক্ষা না দিয়া অন্তরিত হয় না। অরণ্য-কুসুমের ন্যায় যথার্থই কি আমারদিগের জীবনের এক বৎসর কাল বিফলে চলিয়া গেল, আমরা কি তাহা হইতে কোন শিক্ষা—কোন উপদেশ লাভ করিতে পারিলাম না? আমারদের জীবন-পথে ঈশ্বরের করুণা-কীর্ত্তি কি কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না? ঈশ্বরের রাজ্যের এমন প্রণালীই নয়, আমারদের আত্মার এমন প্রকৃতিই নয় যে, সে নিরবচ্ছিন্ন কেবল পাপেতেই লিপ্ত থাকিতে পারে। মরুভূমির মধ্যগত সরোবরের ন্যায়, সাগর-অভ্যন্তরস্থ দ্বীপের ন্যায়, অন্ধকার রজনীর শুক্র তারকের ন্যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার প্রসাদ-রাশি কেমন জাজ্বল্যমান দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতেই আত্মার প্রাণ রক্ষা হইতেছে; তাহাতেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-উৎস প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। আমারদের যত্ন থাকিলে সমস্ত জীবন-পথে কতই তাঁহার করুণা-কুসুম বিকশিত দেখিতে পাইতাম, কেবলই আলোক—কেবলই আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইতাম।

বন্ধুগণ! অতীত-কালের কৃতাপরাধ জন্য, দুঃখ দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিয়া এস আমরা বর্ত্তমানে সতর্ক হই। বিগত বর্ষে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমারদের অধোগতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করি। যে সকল ইন্দ্রিয়-স্খলন দ্বারা আমারদের সংসার বাসনা—পাপাসক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা হইতে সতর্ক হই। যে পথ পরিভ্রমণ করিয়া বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পরিহার পূর্ব্বক সৎপথ অবলম্বন করি। আমারদের ক্ষুদ্র বল-বুদ্ধির উপরে নির্ভর-জনিত যাহা কিছু অমঙ্গল, অনিষ্টপাত হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত হইয়া আইস সেই অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি, পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের সন্নিধানে ধর্ম্মবল ও শুভ-বুদ্ধি প্রার্থনা করি। ভবিষ্যতের বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইস সকলে সেই বিপদ-বারণ, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষেরই হস্তে আত্ম-সমর্পণ করি। তাঁহার স্নেহের অন্ত নাই, তাঁহার করুণার পার নাই। আমরা

...কোমিলাষী হইলেও তিনি প্রীতি করিয়াছেন, অবাধ্য হইলেও তিনি স্নেহ দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেও তিনি একাদিক্রমে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও তিনি সহস্রধারে অন্ন পান, সুখ শান্তি, জ্ঞান-ধর্ম্ম বিধান করিয়া আমাদিগকে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, অতএব আইস সকলে কৃতজ্ঞ চিত্তে আজ তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। আমরা পাপ মলিনতা, দুঃখ দুর্ব্বলতা তাঁহাকে অবগত করি, তিনি আমারদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবেন। আমরা তাঁহারই পুত্র, তাঁহারই প্রজা, তাঁহারই সেবক, তাঁহারই উপাসক। আমারদের কল্যাণই তাঁহার লক্ষ্য, আমারদের উন্নতিই তাঁহার কামনা। এস আমারদের অনুষ্ঠিত পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে বলি "বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।" হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর—আমারদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব" যাহা ভদ্র—যাহা কল্যাণ তাহা আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরলোক।

যখন মৃত্যুর আলিঙ্গনে মনুষ্যের শরীর স্পন্দহীন হয়, তখন তাহার আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না এই বিশ্বাস সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই আত্মা শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে নানা দেশে নানা বিধ মত প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার কোন মতই প্রমাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কোন গ্রন্থবিশেষে পক্ষপাতী না হইয়া পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের ভাব ও তাঁহার হস্ত নির্ম্মিত মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এমন কএকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, তদ্দ্বারা জ্ঞান ও হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে এবং আমাদের ধর্ম্ম-পথে প্রচুর আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থাতে পরলোক বিষয়ে কি কি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

আত্মা যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি সকল আর তাহার অনুগামী হয় না; কিন্তু চৈতন্য চিন্তা বিবেক, বুদ্ধি স্মৃতি কল্পনা ও ভক্তি প্রেম স্নেহ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল কোন কালেই আত্মা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। যাঁহারা অমরত্ব স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের স্থায়িত্ব বিষয়ে এক নিমেষের নিমিত্তও সন্দেহ করিতে পারেন না। জড় বস্তু যে অবস্থায় থাকুক, তাহার আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণ সকল যেমন চির কালই তাহাতে সমবেত হইয়া থাকিবে, এ বিশ্বাস যেমন ইচ্ছা করিলেও চিত্ত হইতে পৃথক্ করা যায় না, সেই রূপ আত্মা যেখানে গমন করুক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সমবেত বৃত্তি সকল যে অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কোন সংশয়ই প্রবেশ করিতে পারে না। পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া ভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অপহরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। এই পৃথিবীর যে সকল পদার্থ এক্ষণে ভোগ করিতেছি—এই উদ্যান, এই অট্টালিকা, এই বস্ত্র, এই অলঙ্কার, এই গৃহ, এই শরীর, এই হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে সকল উপকরণ এই পৃ-

POOR CONDITION.

থিবী তাহার অধিপতির আদেশে আমাদিগকে দান করিয়াছে, প্রস্থান করিবার সময় সে সমুদায়ই কাড়িয়া লইবে, এই সমুদায় বস্তুর এক বিন্দুও আমাদের সঙ্গে যাইবে না। যে বীজ পরিণামে ফলের আকার ধারণ করিবে, প্রথমে তাহা পোষণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর বীজকোষ পুষ্পদল প্রভৃতি নানা আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন; যখন ফল উৎপন্ন হইয়া আতপ বায়ু প্রভৃতি সহ্য করিতে সমর্থ হয় এবং স্বয়ং রস আকর্ষণ করিতে শিক্ষা করে, তখন সেই সমুদায় আবরণ শুষ্ক ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই রূপ পৃথিবীতে পোষণ করিবার নিমিত্ত যে সকল পার্থিব বস্তুর সহিত ঈশ্বর আত্মাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, আত্মা উপযুক্ত হইলে সে সকল এই পৃথিবীতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে, কিন্তু যাহা আত্মসম্পত্তি, তাহার এক বিন্দুও এ পৃথিবী অপহরণ করিতে পারিবে না।

এই অশেষগুণালঙ্কৃত আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি অবস্থা পরিগ্রহ করে; এই বিষয়ে পূর্ব্বতন তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি মাত্রেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন রূপেই আস্থাযোগ্য হয় না। তাহার কএকটি সিদ্ধান্ত এই স্থলে উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে। ভারতবর্ষীয়দিগের মতে আত্মা এই পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে। অবস্থা বিশেষে আত্মার পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হইবে বলিয়া আশ্বাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে নহে। যে ভূমির উপর এই পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যে রূপ যুক্তি দ্বারা ইহার পোষকতা করা হয়, উভয়েরই বিশ্বাসযোগ্য প্রম... প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাঁরা বলেন, জীবাত্মা ...ষ্ট পদার্থ নহে। কোন কোন মতে জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ; কোন মতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি। যাঁহারা বলেন, আত্মা পরমাত্মার অংশ, তাঁহারা এমন একটি সময় স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সেই সময়ে পরমাত্মা অংশতঃ জীবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহাই জীবাত্মার সৃষ্টিকাল; তদবধি আত্মা এই পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আর যাঁহারা আত্মাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আত্মার জন্মও নাই ধ্বংসও নাই; আত্মা অনাদি কাল অবধি আপন আপন কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। প্রথম মতে, জীবাত্মার পুনরায় ব্রহ্মত্ব লাভ করা ও দ্বিতীয় মতে জন্ম মৃত্যু শোক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া একটি অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হওয়ার নাম মুক্তি। উভয় মতেই আত্মা যাবৎ মুক্তি লাভ না করিবে, তাবৎ কাল স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কখন স্বর্গে কখন নরকে, কখন চন্দ্র লোকে কখন বা অন্য লোকে অবস্থান করিয়া পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে, বহু কাল অবধি এ দেশে পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক এই মত চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহার প্রামাণিক ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পুরাতন পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তাতে এই রূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তি সমাধি হইতে পুনরুত্থান করে। ইহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মতটি কিছু বিস্তৃত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; তাহাদিগের মতে মৃত ব্যক্তিগণ কোন নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরের সহিত উত্থিত হইবে। ইহা ইহুদি ধর্ম্মেরই রূপান্তরমাত্র, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মেও যে তাহা অঙ্গীকৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই মতের অনুকূল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, পদার্থ-

...তে অতি সামান্য দৃষ্টি থাকিলেই ইহা ...রে অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান ...। যাঁহারা এই মতে বিশ্বাস করেন, ...ও "শাস্ত্রে আছে" ইহা ব্যতীত আর ...প্রমাণই প্রদর্শন করিতে পারেন না। ... কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন, ইহুদিরা ... দেশের সন্নিহিত বাবিলন রাজ্যে ...ন কালে পারসীকদিগের নিকট পুন... বিষয়ক মত শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ...চারিত করেন, তাঁহারা ইহার ... কারণ ...দর্শন করিয়া থাকেন যে, বাবিলনে আ...সিবার পূর্ব্বে ইহুদিদিগের যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুনরুত্থান বিষয়ক মত দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু বাবিলন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এরূপ অনুমান অসম্ভাবিত নহে।

মৃত্যুর পর আত্মা আপনার দিব্য প্রকৃতি সহকারে লোকান্তরে উপনীত হইবে, ইহাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কোন্ লোক সেই লোকান্তর, তাহা পৃথিবীর ন্যায় ভৌতিক বা অন্য প্রকার এবং আত্মা শরীরের ন্যায় কোন প্রকার আবরণ প্রাপ্ত হইবে কি না এ সকল সংবাদ বোধ হয় মর্ত্ত্য লোকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।

আত্মা যে লোকে থাকুক, তাহার আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের অধিকাংশই জনসমাজে অবস্থান না করিলে চরিতার্থ হয় না। এবং অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোটি কোটি আত্মা প্রত্যেকে অনন্ত কাল একাকী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করিবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। ইহাতে সহজেই এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় যে, আত্মা যে লোকে অবস্থান করুক, এখানকার ন্যায় অনেকে একত্র হইয়াই অবস্থান করিবে। এক আত্মা অন্যান্য আত্মার সহিত অবশ্যই সমাগত হইবে, অবশ্যই সমবেত হইয়া পারলৌকিক জীবনের সমস্ত ভোগ্য উপভোগ করিতে থাকিবে এবং অবশ্যই দৃষ্ট হইবে যে, "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

যেখানে সমবেত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে, সেখানে কি এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না যে, লোকান্তরস্থ সমাজের মধ্যে এখানকার অবসৃত বন্ধুসকলও অবস্থান করিবেন? যে খানে অনেক আত্মা একত্রিত হইবেন, সে খানে কি পৃথিবী হইতে সমাগত এক জন বৈ থাকিবেন না? এখানে যাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা কি লোকান্তরে চির কালের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করিবেন? যে পিতামাতার স্নেহবন্ধন এখানে কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে না, তাঁহাদিগকে কি আর দেখিতে পাইব না? যে সন্তান জনক জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া লোকান্তরে পলায়ন করিয়াছে, জনক জননী কি আর তাহার দর্শন পাইবেন না? পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ যে জায়াপতী, রাত্রিসমাগমে চক্রবাকমিথুনের ন্যায়, মৃত্যুর আঘাতে পরস্পর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনন্ত কালের মধ্যে তাঁহাদের পুনর্ম্মেলনের দিন কি আর কখনই উপস্থিত হইবে না? বস্তুতঃ লোকান্তরে পুনর্ম্মেলনের প্রতিকূলে কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত মনুষ্যের প্রকৃতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে পুনর্ম্মেলনের প্রতিকূল ভাব তিরোহিত হইয়া যায় এবং হৃদয় পুনর্ম্মেলনের আশাতে গূঢ়রূপে নৃত্য করিতে থাকে। মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ কিছু কাল আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে, চির কালের জন্য নহে।

যে মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর এই মর্ত্ত্য লোক প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই লোকান্তরের পালয়িতা। এখানে মনুষ্যগণ যাঁহার প্রসাদ

POOR CONDITION.

অনবরত উপভোগ করিতেছেন, যিনি এখানকার উপযোগী বিবিধ সজ্জা আহরণ করিয়া এই মর্ত্ত্য লোকের অধিবাসীদিগের উপর করুণাবারি বর্ষণ করিতেছেন, গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ উপভোগের জন্য যিনি ইহ লোকে বিচিত্র সুখসামগ্রী সঞ্চয় করিয়া দিতেছেন, তিনি লোকান্তরে অবশ্যই এমন সকল ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রেমাস্পদ পুত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে করিতে তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে সঞ্চরণ করিবে। এখানে যে রূপে অবস্থান করিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, আমাদের আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই পৃথিবীকে সেইরূপ করিয়া রাখিয়াছেন; এই রূপ লোকান্তরকেও যে তিনি আত্মার উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তিনি মনুষ্যের মঙ্গলেরই জন্য তাহাকে লোকান্তরের সমুদায় ব্যবস্থা জানিতে দেন নাই; এবং যাহা না জানিতে পারিলে আমাদের হানি হইবে, তাহাও গোপন করেন নাই। পরলোককে কি রূপ সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু এখানে যেমন অবিশ্রামে প্রেম ধারা বর্ষণ করিতেছেন, সেখানেও তাহাতে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই, ইহা নিঃসংশয় সত্য। "কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"

কিন্তু এই পৃথিবীতে দুই প্রকার ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে;—যে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যত্ন পূর্ব্বক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, যথাযোগ্য রূপে মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচালনা করিতেছে, এই মর্ত্ত্য লোক তাহাকে কতই সুখ ও সন্তোষ প্রদান করে। কিন্তু যিনি ইহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহাকে কতই কষ্ট ও বিরক্তি ভোগ করিতে হয়। যে পৃথিবীতে বাস করিয়া সুস্থ ব্যক্তি দিন দিন পুষ্টি লাভ করিতেছে, সেই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াই রুগ্ন ব্যক্তি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। লোকান্তরেও পুণ্যবান্ ও পাপী এই রূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যিনি আত্মার সুস্থতা সহকারে লোকান্তরে প্রবেশ করিবেন, তিনি আনন্দের অধিকারী হইবেন; যিনি রোগ লইয়া যাইবেন, তাঁহাকে অবশ্যই তজ্জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই বিভিন্ন অবস্থাই স্বর্গ ও নরক।

পরলোকের কোন অবস্থাই আত্মার চরম গতি নহে। স্বর্গের উদ্দেশ্য—আত্মাকে স্বর্গান্তরের জন্য প্রস্তুত করা; নরকের উদ্দেশ্য—আত্মাকে সংশোধন করিয়া স্বর্গ ভোগের উপযুক্ত করা। করুণাময় ঈশ্বরের করুণাবারি কেবল স্বর্গেতেই বদ্ধ হইয়া নাই, কিন্তু নরকের মধ্যেও তাহা সহস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে। অমৃত-ভোজী আত্মা পাপরূপ হলাহল পান করিয়া কখনই পরিপাক করিতে পারে না; ইহ লোকেই হউক, আর পর লোকেই হউক, এক সময়ে অবশ্যই তাহাকে তাহার জ্বালা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু যিনি ক্ষণ-স্থায়ী শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিতান্ত প্রেমাস্পদ আত্মাকে সুস্থ রাখিবার জন্য যথেষ্ট উপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পুণ্যবান্ আনন্দের উপর আনন্দ পাইয়া উৎসাহ সহকারে যে পথে গমন করিবেন, পাপী ব্যক্তিকে ক্লেশের পর ক্লেশ পাইয়া পরিশেষে সেই পথে উপস্থিত হইতে হইবে।

ঈশ্বরের ভাব ও মনুষ্যের প্রকৃতি পাঠ করিয়া পর লোকের যাহা কিছু ভাব প্রাপ্ত

ইতেছে, ইহ লোকে থাকিয়া প্রস্তুত
নিমিত্ত তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান। যখন
লাম, আমাদের জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি
সম্পদ্ সকল চিরস্থায়ী, তখন যত্নপূর্ব্বক
সমুদায়ের পরিবর্দ্ধন করিব। যখন
কান্তরও একাকী থাকিবার
ন নহে, তখন এখানকার বন্ধু বিয়োগ
নিত সমুদায় শোকে আশার সহিত সহিষ্ণু
হইয়া থাকিব। যখন জানিলাম, যে স্নেহময় পিতা এখানে প্রতিপালন করিতেছেন,
তিনি সেখানেও প্রতিপালন করিবেন, তখন
র নির্ভর করিয়া কেন না নিশ্চিন্ত
হইব।

ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের উন্নতি।

মাদের ভারতবর্ষে মণিমাণিক্য ও রজত
ঞ্চনের অভাব নাই, নিকৃষ্ট ধাতু এখানে
বিরল। ঈশ্বরের আদেশে প্রকৃতি দেবী
মূল্যনীর ন্যায়, বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বা-
বাণিজ্যে ভূষণে আমাদের জন্মভূমিকে
সাজাইয়াছেন; কিন্তু অনেক সময়ে
স্নেহান্ধ জননীর স্নেহ, সন্তানের হি-
হইয়া, অহিতের কারণ হয়, সেই
তির অজস্র দানই আমাদের দেশের
দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় শিল্পনৈপুণ্যে অতি উৎকৃষ্ট সুখসেব্য নানাবিধ বিলাস-সামগ্রী উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণের অপ্রতুলতা হেতুই হউক বা অন্য কারণেই হউক, যে সকল সামগ্রী মনুষ্য জীবনের আপাততঃ অবশ্যম্ভাবী অভাব বিমোচনের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার নির্ম্মাণে আমাদের শিল্পবিদ্যা সে রূপ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই জন্য আমরা জীবনের নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি ও সভ্যতার পথও কিয়দংশে রুদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল অভাব কি রূপে অতিক্রম করা যায়, আলোচনা করিতে গেলে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনই হঠাৎ মনোমধ্যে সমুদিত হয়। কি রূপে এই লক্ষ্য সর্ব্বতোভাবে সংসাধিত হইতে পারে, কি রূপে আমাদের পণ্য দ্রব্যের সহিত এবম্বিধ বৈদেশিক পণ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় যে, তদ্দ্বারা এ দেশের সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতা সমৃদ্ধিত হইতে পারে, এবং কি রূপেই বা আমাদের বাণিজ্য-দ্রব্যের বৃদ্ধি হয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করা যেমন কঠিন, তেমনি আবার নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে ঈশ্বর মুক্ত হস্তে দান করিতেছেন, কিন্তু কি রূপ করিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না বলিয়া অনেক সময় অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতেছি।

এই একটি সাধারণ মূল নিয়ম অন্ততঃ বলা যাইতে পারে যে, আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক এই উভয়বিধ বাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতিই কোন কালে স্পৃহনীয় সভ্যতার উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বর যে এই পৃথিবীতে নানা জাতি বিকীর্ণ করিয়া তাঁহার নানাবিধ দান অসমান রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিতরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই অভিপ্রায়ে যে, দূরবর্ত্তী জাতিদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর যাতায়াতের আবশ্যকতা হয় ও তদ্দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইয়া মনুষ্য জাতিকে এক পরিবারের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে সমদুঃখসুখতা উৎপন্ন করে। পরস্পরের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের নিকট গমনাগমন করিলে সামাজিক ভাব দৃঢ়ীভূত হয়, এবং জ্ঞান ও সভ্যতায় যে সকল জাতি নিকৃষ্ট, তাহারা

শূন্যগৃহে আমারদিগকে নিক্ষেপ করিও না; হে ইন্দ্র! তুমি ক্ষুধিতদিগকে অন্ন পান প্রদান কর ॥

১২০৫

৮। মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া ভোজনানি প্রমোষীঃ। আণ্ডা মা নো মঘবঞ্ছক্র নির্ভেন্মা নঃ পাত্রা ভেৎ সহজানুষাণি।

৮। হে 'ইন্দ্র' 'নঃ' অস্মান্ 'মা বধীঃ' মাহিংসীঃ সর্ব্বদা রক্ষেত্যর্থঃ, অপিচ 'মা পরাদাঃ' মাপরিত্যক্ষীঃ পরাদানং পরিত্যাগঃ অস্মৎকৃতাং পূজাং সর্ব্বদা গৃহাণেত্যর্থঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রিয়া' প্রিয়াণীপ্সিতানি 'ভোজনানি' উপভোগ্যানি ধনানি 'মাপ্রমোষীঃ' মাপহর্ষীঃ অস্মাস্বেব ধনানি যথা স্যুস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ, তথা হে 'মঘবন্' ধনবন্ 'শক্র' সর্ব্বকার্য্যশক্তেন্দ্র 'নঃ' অস্মাকং 'আণ্ডা' অণ্ডসম্বন্ধীনি গর্ভরূপেণ নিষিক্তানি অপত্যানি 'মা ভেৎ' মা ভিনঃ গর্ভরূপেণাবস্থিতানস্মৎপুত্রান্ রক্ষেত্যর্থঃ, 'মা' চ 'নঃ পাত্রা' পতন্তি গচ্ছন্তি গমনসমর্থানি যানি তান্যপত্যানি পাত্রাণি তানি চ মা 'ভেৎ' মাভিনঃ 'সহজানুষাণি' জানুভ্যাং যানি ভূমিং সনন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ, তানি জানুষাণি তৈঃ সহিতানি মা বিনীনশঃ। যদ্বা নোঽস্মাকং সহজানুষাণ্যাধানে সহোৎপন্নানি পাত্রা পাত্রাণি স্রুবাদীনি মা নির্ভেৎ মা ভিনঃ।

৮। হে ইন্দ্র! আমারদিগকে হিংসা করিও না, পরিত্যাগ করিও না, এবং আমারদিগের প্রিয় ভোজন অপহরণ করিও না। হে মঘবন্! তুমি সকল কার্য্যে সমর্থ; গর্ভে বর্ত্তমান আমারদিগের সন্তানদিগকে তুমি রক্ষা কর, আর পাদদ্বারা গমনসমর্থ ও জানু দ্বারা গমনশীল সন্তানদিগকে রক্ষা কর।

১২০৬

৯। অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়। উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ।১।৭।১৯।

৯। হে ইন্দ্র ত্বং 'অর্ব্বাঙ্' অস্মদভিমুখঃ সন্ 'এহি' আগচ্ছ কিং কারণমিতিচেৎ যস্মাৎ 'ত্বা' ত্বাং 'সোমকামং' সোমবিষয়াভিলাষং 'আহুঃ' পুরাবিদঃ কথয়ন্তি 'অয়ং' অস্মদীয়ঃ সোমঃ 'সুতঃ' ঋত্বিগ্‌ভিরভিষুতঃ অত আগচ্ছেত্যর্থঃ, আগত্যচ 'মদায়' হর্ষার্থং 'তস্য' তমস্মদীয়মভিষুতং সোমং 'পিবা' পিব, এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে 'উরুব্যচাঃ' উরু বিস্তীর্ণং ব্যচো ব্যাপনং যস্য তাদৃশো মহাবয়বোভূত্বা 'জঠরে' আত্মীয়ে উদরে 'আবৃষস্ব' সোমমাসিঞ্চ 'আ' সমন্তাৎ পূরয়েত্যর্থঃ, এবম্ভূতস্ত্বং 'হূয়মানঃ' স্তুতিভিরাহূয়মানঃ সন্ 'পিতেব' পুত্রাণাং বাক্যানি শৃণোতি তথা 'নঃ' অস্মাকং বাক্যানি 'শৃণুহি' শৃণু।১।৭।১৯।

৯। হে ইন্দ্র! পণ্ডিতেরা তোমাকে সোমাভিলাষী কহেন, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, অতএব তুমি অস্মদভিমুখে আগমন কর, ও হর্ষের নিমিত্তে সোম পান কর, তুমি দীর্ঘাবয়ব হইয়া সম্যক্ রূপে জঠরে সোম সিঞ্চন কর, এবং আহূত হইয়া পিতার ন্যায় আমারদিগের বাক্য শ্রবণ কর। ১। ৭। ১৯।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

একাদশ অধ্যায়।

৮৮

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১

'ধৃতিঃ' ধৈর্য্যম্। পরেণাপকারে কৃতেঽপি তস্য প্রত্যপকারানাচরণং 'ক্ষমা'। বিকারহেতুবিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসঃ 'দমঃ'। অন্যায়েন পরধনাদেরহরণম 'অস্তেয়ম্' 'শৌচং' দ্বিবিধং মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং জ্ঞানতপোভ্যাম অন্তঃশোধনঞ্চ। 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ' ইন্দ্রিয়-সংযমঃ। শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং 'ধীঃ'। পরমাত্মজ্ঞান 'বিদ্যা'। যথার্থাভিধানং 'সত্যম্'। ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিঃ 'অক্রোধঃ'। এতৎ 'দশকং দশবিধং 'ধর্ম্মলক্ষণম্।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ ॥ ১

সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহ

দোষে দোষী হইলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে। বিকারজনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয়, এই রূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক বাচনিক ও মানসিক দোষ সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শুচি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে ॥ ১

৮৯

হ্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে। হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মোহন্তি হতঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২

'হ্রীমান্' লজ্জাবান্ 'হি পাপং প্রদ্বেষ্টি' 'তস্য' হ্রীমতঃ 'শ্রীঃ অভিবর্দ্ধতে'। 'হ্রীঃ হতা' 'ধর্ম্মং' 'বাধতে' পীড়য়তি 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'শ্রিয়ং' 'হন্তি' ২

হ্রী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয় ॥ ২

অন্যের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করে এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করে—তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয় তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে, ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবেক ॥ ২

৯০

অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে। সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥ ৩

গুণেঽপি দোষাবিস্কারবান্ অসূয়ুঃ ন অসূয়ুঃ 'অনসূয়ুঃ' 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকারস্মরণধর্ম্মা 'চ' 'কল্যাণানি 'চ' শ্রেয়স্করাণি চ কর্ম্মাণি যঃ 'সেবতে' করোতি। সঃ 'নরঃ' সুখানি ধর্ম্মম্ অর্থং চ স্বর্গং চ লভতে'।৩

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন ॥ ৩

কহারও গুণের উপর দোষারোপ করিবে না এবং উপকারীর প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। তাহা ব্যতিরেকে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় পবিত্র হয় না এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মনের বিষয়সুখ, সংসারের উন্নতি, আত্মার ধর্ম্ম ও অনন্ত কালের সদ্গতি এই চতুর্ব্বর্গ মনুষ্যের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ ॥ ৩

৯১

সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্লভোহি শুচির্নরঃ। দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে ॥ ৪

'সর্ব্বঃ' 'লোকঃ' 'দণ্ডজিতঃ' দণ্ডেন নিয়মিতঃ সন্ সদ্বর্ত্মনি বর্ত্ততে 'শুচিঃ' স্বভাববিশুদ্ধঃ 'হি' 'নরঃ' 'দুর্লভঃ'। 'হি' অবধারণে দণ্ডস্য এব 'ভয়াৎ সর্ব্বং জগৎ' 'ভোগায়' ভোগার্থং 'কল্পতে' সমর্থোভবতি। ৪

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে ॥ ৪

যখন সকলে দণ্ডভয়ে নয়, কিন্তু সমবেত হইয়া হৃদয়ের প্রেমে, সাধু-ভাবে, ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বর-উদ্দেশে সংসারের তাবৎ কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি পরাকাষ্ঠা ধারণ করিবে। সে দিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব, এখনো সাধু লোক অপেক্ষা অসাধু লোকই অধিক; সাধু ব্যবহার অপেক্ষা অসাধু ব্যবহারই বিস্তর, প্রজারা রাজদণ্ডেরই শাসনে অদ্যাপি এই পৃথিবীতে কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম অর্থ সুখ ভোগ করিতে পাইতেছে! অতএব অন্যায় দণ্ড করিবেক না ॥ ৪

৯২

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং। অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫

যস্মাৎ 'লোকে' 'অধর্ম্মদণ্ডনং' 'যশোঘ্নং' যশোহন্তৃ 'কীর্ত্তিনাশনং' চ জীবিতস্য খ্যাতির্যশঃ মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিরিত্যেতয়োঃ পৃথগ্‌ নির্দ্দেশঃ। 'পরত্র অপি' পর-

DAMAGED.

লোকেঽপি 'অস্বর্গ্যং চ' স্বর্গপ্রতিবন্ধকঞ্চ 'তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহ লোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয় এবং পর লোকে স্বর্গ-হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য বিস্তার করা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য; ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথাচরণ করিবেক না ॥ ৫

৯৬

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং। ক্ষমা গুণোঽশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৬

'লোকে' ভুবনে 'ক্ষমা' 'বশীকৃতিঃ' বশীকরণম্ অবশং বশংকরোত্যনয়া। 'ক্ষমা হি পরমং ধনম্'। 'ক্ষমা' 'হি' 'অশক্তানাং' 'গুণঃ' 'শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা'। ৬

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ॥ ৬

সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ থাকিবে; বৈরনির্য্যাতনের সংকল্প একবারে পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যপকার করিবার সামর্থ্য সত্তেও অন্যকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য। আমার অপকার হয় হউক, কিন্তু যেন আমা দ্বারা অন্যের অপকার না হয়, এইরূপ কামনা স্বর্গীয় ক্ষমাগুণ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬

৯৪

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥ ৭

'শুভং ইচ্ছতা' জনেন 'যথা এব আত্মা' 'পরঃ' 'তদ্বৎ' তথা দ্রষ্টব্যঃ'। যস্মাৎ আত্মনঃ পরস্য চ 'সুখদুঃখানি সুখানি দুঃখানি চ 'তুল্যানি' 'যথাত্মনি তথা পরে'। ৭

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন; কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান ॥ ৭

আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যে রূপ, অন্যের পক্ষেও সুখ দুঃখ সেই রূপ; অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্যের নিকট হইতে অপহরণ করিও না এবং যাহা আপনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্যের উপর নিক্ষেপ করিও না। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেই রূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর। তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেই রূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এই রূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে; কেন না সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ অন্যেতেও সেই রূপ। এই রূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায় ॥ ৭

৯৫

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৮

'পরদারান্' পরকলত্রাণি 'মাতৃবৎ' মাতেব 'পরদ্রব্যাণি' 'চ' 'লোষ্টবৎ' মৃৎপিণ্ডসমানি। 'আত্মবৎ' স্বোপমানি 'সর্ব্বভূতানি' সর্ব্বপ্রাণিনঃ 'যঃ পশ্যতি' 'সঃ' এব 'পশ্যতি' যাথাতথ্যেনেতি যাবৎ। ৮

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন; তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৮

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেই রূপ পরদ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেই রূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮

নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম বক্তৃতা।

১ বৈশাখ। ১৭৯২ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

অদ্য নূতন বর্ষের আগমন হইল। অদ্য কি আনন্দের দিন! যাঁহার অসীম করুণাবলে আমরা গত সম্বৎসর কাল কত প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়াছি, সকলে মিলিয়া অদ্য সেই জীবন দাতা মঙ্গলময় পিতা সেই বিঘ্নবিনাশন বিশ্ব-পাতাকে মনের সহিত ধন্যবাদ

প্রদান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ! এক বার আলোচনা করিয়া দেখ তাঁহার করুণারঙ্গে আমারদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ কেমন সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। গত সম্বৎসর কাল মধ্যে আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত করুণারাশি বর্ষিত হইয়াছে তাহা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব এবং কি উপায় দ্বারাই বা মনেতে ধারণ করিব। এক নিমেষের মধ্যে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যে সকল অনুপম দয়া আমরা অনুভব করিয়াছি তাহাই নির্দ্দেশ এবং নিরূপণ করিতে পারি না তখন সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের করুণার বিষয় কি প্রকারে ব্যক্ত করিব। তাঁহার দয়ার যেমন সীমা নাই সেই রূপ তাহার তুলনা দিবার আর স্থানও নাই। আমাদিগের শরীর অসংখ্য প্রকার ঘটনাতে অচিরাৎ কালকবলে কবলিত হইতে পারিত কিন্তু তাঁহারই প্রসাদাৎ তাহা কত শত প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, রজনীর গাঢ় অন্ধকারে যখন আমরা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত থাকিতাম তখন তাঁহারই প্রসাদাৎ আমরা সুরক্ষিত হইয়াছি। তাঁহারই প্রসাদাৎ যথাবিধানে আহার পান প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দে সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ নানাবিধ নির্দ্দোষ সুখ লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ কত কত সাধুরচিত হৃদয়গ্রাহী ললিত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারই দিকে মনকে উপনীত করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারী গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি আমাদিগের কত প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অমৃতপথে কেমন অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন। যখন আমরা মোহবশতঃ তাঁহাকে ভুলিয়া অনিত্য সুখ লালসার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছি তখনই তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে "তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ নাই শান্তি নাই কেবলই বিষাদের ঘন অন্ধকার।" তাঁহার করুণা আমরা বিপদ্ সময়েও অনুভব করিয়াছি। তিনি যদিও আমাদিগকে কখন কখন বিপৎসাগরে পতিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা এই নিমিত্ত যে আমরা তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার শীতল আশ্রয় লাভ করি; তিনি বিপৎ-তরঙ্গে আপনি কর্ণধার হইয়া অভয়-কূলে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। কত সময় আমরা ঘোর মোহে মুহ্যমান হওয়াতে চিরোপার্জ্জিত ও নিত্যসঞ্চিত অমূল্য ধর্ম্মরত্ন হারাইয়া পাপপঙ্কে পতনোন্মুখ হইয়াছি কিন্তু তাঁহারই প্রসাদে পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহা হইতে আমাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রাণ সকলই রক্ষা পাইয়াছে। তিনি আমাদিগের করুণাময় পিতা, পরম স্নেহময়ী জননী, পরম ভক্তিভাজন গুরু, পরম দয়াময় বন্ধু, তিনি আমাদিগের পরা গতি, তিনি আমাদিগের চির কালের সম্বল। হা! আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব!

এখন আর আমরা অজ্ঞান নই, এখন আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি, এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া অহরহ তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা সেই বিশ্বপিতার অপার করুণা অনুভব করিয়াও যদি তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে প্রীতি না করি তবে কি আমরা তাঁহার অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া গণ্য হইব না? আমরা গত বর্ষে কত সময়ে তাঁহার গভীর প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া আমারদিগের মলিন পঙ্কিল ভাব সকল ধৌত

করিয়া অতি বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতে পারিতাম; আমরা কত সময়ে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে দুঃখার্ত্ত জনগণের কত শত প্রকার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে পারিতাম কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা আমাদিগের ক্ষমতা ও সময়ের অবিহিত ব্যবহার করিয়াছি। আমরা বিষয়মদ পানে এমনি উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে আমাদের সর্ব্বমঙ্গলাকর পরম পূজনীয় ঈশ্বরের সেবা না করিয়া তাঁহার আসনে অতি জঘন্য বিষয় সকল স্থাপিত করিয়া নতমস্তকে তাহার সেবায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি। কোথায় আমরা ঈশ্বরের জন্য ও তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম পালনের জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিব, কিন্তু হায়! আমরা তাহা না করিয়া কিসে ধনরাশি অর্জ্জিত হইবে কিসে লোকের নিকট মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইব ইহারই জন্য দীপ্তশিরা হইয়া বেড়াইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হই নাই। আমরা আত্মাভিমানের ও স্বস্ব বৃত্তি বিশেষের এরূপ বশীভূত হইয়াছি যে ঈশ্ব[illegible] বলিয়া পা[illegible] [illegible]তেও লজ্জা বোধ হইতেছে। বন্ধুগণ! গত বর্ষে আমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আইস সকল সুহৃদে মিলিয়া ক্ষমাময় পরম পিতার নিকট একান্ত মনে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রার্থনা করি যেন আগামী বৎসরে অথবা কোন সময়ে তাদৃশ অপরাধে আর দোষী না হই। এস, সকলে ব্যাকুল অন্তরে ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে নিপতিত হই, তিনি সকল সময়ে তাঁহার অনুতাপিত পুত্রগণকে আপন সুশীতল আশ্রয় দান করিবার জন্য নিজ ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই বর্ষে যেন তিনি আমাদিগের মনে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থাকেন, যেন চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা মনে সতত উদিত হইয়া থাকে, তাঁহার শ্রবণ মনন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন আমরা জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া বোধ করি, সেই সকল কার্য্যে রত থাকিয়া আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে এস, সকলে মিলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অনাদি, দেবের সেই আদি নাথের নিকট প্রার্থনা করি যিনি আমাদের শুভ ইচ্ছা সকল শুভ ফলে পরিণত করিবেন।

হে জীবিতেশ্বর! এই নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব, এই মাত্র প্রর্থনা যে "তোমার করুণা-সূর্য্য যেন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে সততই বিকশিত করে ও তাহা তোমার প্রতি প্রীতিরূপ গন্ধ যেন নিয়তই প্রদান করে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পর লোকের সহিত ইহ লোকের সম্বন্ধ।

মনুষ্যের আত্মা ইহ লোকে যে জীবন প্রাপ্ত করিয়াছে, ইহা কোন কালেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। মৃত্যু আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়; কিন্তু সেই অক্ষয় জীবনের ত্রিসীমায় গমন করিতে পারে না। সুতরাং এই বর্ত্তমান জীবনই ধারাবাহিক হইয়া অনন্ত কালের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকিবে। যেমন কালস্রোতে অবগাহন করিয়া শিশু যৌবনে ও যুবা বার্দ্ধক্যে ধারাবাহিক রূপে উত্তীর্ণ হয়, সেই রূপ করিয়া মনুষ্যের ঐহিক জীবন "পারত্রিক জীবন" এই নাম ধারণ করিবে। যেমন গর্ভাশয় হইতে পৃথিবীতে আগমন, সেই রূপ পৃথিবী হইতে পর লোকে গমন, এই উভয় প্রকার

[illegible]ভাবিক কার্য্যের একটি জন্ম ও আর একটি [illegible] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জন্ম [illegible], গর্ভস্থ শিশুর জীবন বিনাশ করিয়া [illegible]ন জীবন দেয় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা সেই [illegible]ই পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ [illegible] পৃথিবীস্থ আত্মার জীবন বিনাশ করিয়া [illegible] জীবন উৎপন্ন করে না, তদ্দ্বারা এই [illegible]নেরই প্রবাহ লোকান্তরে প্রবাহিত হইয়া [illegible]ক। বার্দ্ধক্য কালের সুখ স্বস্তি ও আরাম [illegible]বন কালের আচরণের উপর যে প্রকার [illegible]র্ভর করে, পারত্রিক জীবনের সুখ ও [illegible]স্তি সেই রূপ ঐহিক জীবনের আচরণের [illegible]পর নির্ভর করিয়া আছে। যিনি শুভ কর্ম্ম [illegible]রিবেন, তিনি শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন, [illegible]নি অশুভ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে অশুভ [illegible]ল ভোগ করিতে হইবে।

এখানে মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করিতেছেন, [illegible]লাকান্তরে অথবা কালান্তরে ঈশ্বর তাহার [illegible]বিচার করিতে বসিবেন এবং সেই বিচার [illegible]বারা কাহাকেও স্বর্গে বা কাহাকেও নরকে প্রেরণ করিবেন, এরূপ নহে। অন্ন পান গ্রহণ [illegible]রিবার সঙ্গে যেমন শরীরে তাহার শুভাশুভ [illegible]ল উৎপন্ন হয়, সেই রূপ সদসৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে তাহার কোন [illegible] কোন প্রকার ফল সঞ্চিত হইতে থাকে। [illegible]জ করিয়া বুঝাইতে হইলে এই রূপ বলা [illegible]ইতে পারে যে, মনুষ্য যে রূপ কর্ম্ম করেন, [illegible]দনুসারে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মার চরিত্র [illegible]র্ম্মিত হইতে থাকে। এমন একটি কর্ম্ম নাই [illegible] তাহা অনুষ্ঠান করিলে আত্মাতে কিছু না [illegible]ছু ফল উৎপন্ন না হয়—আত্মার চরিত্র [illegible]র্ম্মাণে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন উপস্থিত না [illegible]। এই রূপ প্রতি কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে [illegible]আত্মার চরিত্র অল্পে অল্পে গঠিত হইতে [illegible]কে। এই চরিত্র সংস্কৃত শাস্ত্রে অদৃষ্ট [illegible]ব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চরিত্রের দোষ ভাগ দুরদৃষ্ট অথবা পাপ এবং গুণ ভাগ শুভাদৃষ্ট অথবা পুণ্য বলিয়া এবং এই রূপ চরিত্র নির্ম্মাণ সদসৎ কর্ম্মের পরিপাক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন সৎকর্ম্ম করেন, তখন তাঁহার শুভাদৃষ্ট ও যখন দুষ্কর্ম্ম করেন তখন দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। এবং এই পৃথিবী লোকেই কখন পুণ্যের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পূর্ব্বোৎপন্ন পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কখন পাপের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পূর্ব্ব-সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই রূপ করিতে করিতে আত্মার চরিত্র যে রূপ প্রস্তুত হয়, মৃত্যুর পর আত্মা তাহা লইয়া পর লোকে উপস্থিত হয় এবং তাহারই গুণ দোষ অনুসারে প্রসাদ বা গ্লানি ভোগ করিয়া থাকে। নতুবা আত্মা লোকান্তরে গিয়া পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত এক একটি কর্ম্ম স্মরণ করিবে, অমনি তদনুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিতে থাকিবে অথবা ঈশ্বর এক একটি কর্ম্মের গণনা করিবেন, আর তাহার নাম করিয়া এক একটি দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করিতে থাকিবেন, এরূপ নহে।

এখানে যেমন কোন অবস্থাই অপরিবর্ত্তনীয় নহে, সেই রূপ লোকান্তরেও আত্মার কোন প্রকার চরিত্রই একবারে শেষাবস্থা নহে, ক্রমেই আত্মার চরিত্র পবিত্রতা হইতে অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিয়া পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের সন্নিহিত হইতে থাকিবে। মনুষ্য অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বহুল পরিমাণে আপনার অদৃষ্টকে অপকৃষ্ট করিতে পারে। কিন্তু পূর্ণ-স্বরূপ পরমেশ্বর এমন কৌশলে আত্মা সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন যে, চিরকাল তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কেহই গমন করিতে পারিবে না। দেবপ্রকৃতি আত্মা নরকপথের কুৎসিত ভাবে অসহিষ্ণু হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে স্বর্গাভিমুখে ধাব-

মান হইবে। যিনি যে পরিমাণে আপনার চরিত্র অপবিত্র করিয়া—যে পরিমাণে আপনার দুরদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া রুগ্ন হইয়া যাইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

যাহাতে আত্মার সেই চরিত্র নির্দ্দোষ রূপে নির্ম্মিত হইতে থাকে, দিন দিন সেই শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাই আমাদিগের অনুষ্ঠেয়। তাহারই জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে। মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর এখানে যে রূপ ব্যবস্থার মধ্যে মনুষ্যকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই মনুষ্যের আত্মা পর-লোক-বাসের উপযোগী হইয়া প্রস্তুত হইবে। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু, অগ্নি জল মৃত্তিকা, তরু লতা গুল্ম, শরীর ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ও জ্ঞান প্রেম ধর্ম্ম এই সমুদায়ই মিলিত হইয়া মনুষ্যের আত্মাকে উর্দ্ধতন অবস্থার উপযোগী করিবার নিমিত্ত পোষণ করিতেছে। তিনি এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহাকে যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছেন, মনুষ্য তাহা হইতে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইবেন; পর লোকে উপযুক্ত হইবার জন্য ইহ লোকে ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনুষ্যকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিতে হইবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে, বিষয়সুখ ভোগ করিতে হইবে এবং শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সমুদায় কর্ম্ম যতই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হউক, কিন্তু এই সমস্ত দ্বারা একই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইবে—আত্মা পরিপুষ্ট হইয়া উর্দ্ধতন অবস্থার উপযুক্ত হইতে থাকিবে। আত্মা পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু যাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সংসাধনের জন্যই ঈশ্বর ইহাকে পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং আত্মাকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত নয়, কিন্তু পোষণ করিবার জন্যই তাঁহ মঙ্গলহস্ত এখানকার সমুদায় ব্যবস্থা প্র করিয়া রাখিয়াছে; আপনাকে সেই ব্যব বশীভূত করাই পর লোকের জন্য হইবার উপায়। সেই সমস্ত ব্যবস্থা তাঁ সাক্ষাৎ আজ্ঞা, যিনি যে পরিমাণে উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার উন্নতি সেই প মাণে ক্রটিত হইয়া থাকিবে। শরীরস্থ র প্রবাহের ন্যায় অনেক ব্যাপার আমা ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়া আত্মাকে লোকান্ত উপযুক্ত করিতেছে; ইহার জন্য করুণ ঈশ্বরকে সহস্র বার ধন্যবাদ দাও, কেন তৎসমুদায় আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক করি হইলে আমাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকি না। তিনি যদি আমাদিগকে ক্ষুধা তৃষ না দিতেন, আমাদিগকে কেবল বিবেচন করিয়া অন্ন পান গ্রহণ করিতে হইত, তাহ হইলে কি আমরা শরীর রক্ষায় সমর্থ হই তাম? আধ্যাত্মিক বিষয়েও এই রূপ গণনাতীত অযাচিত সাহায্য প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু অনেক বিষয় আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য আমাদে ইচ্ছাকে অপেক্ষা করিয়া আছে; তন্নিমিত্ত আমরাই তাঁহার নিকট দায়ী। যা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাহা সম্পাদ করিতে না পারি; তন্নিমিত্ত অবশ্যই দুর্গা ভোগ করিতে হইবে।

করুণাময় পরমেশ্বর আত্মাকে যে সমস্ত অলোকসামান্য গুণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এই পৃথিবীলোকে থাকিয়াই তৎ সমুদায়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আত্মাকে বর্দ্ধিত করিতে পারিব, এই রূপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই শরী ও পৃথিবীর সহিত আত্মার সম্বন্ধ চিরস্থা নহে ইহা যথার্থ কিন্তু এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর

এই সূতিকাগৃহ পৃথিবীই লোকলোকান্তরগামী আত্মাকে পোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতেছে? আত্মা এই অচিরস্থায়ী ইন্দ্রিয় দ্বারা বহিঃস্থিত বিষয় সকল ভোগ ও অধ্যয়ন করিয়া বলবান্ হইতেছে ও কত চিরস্থায়ী সম্বল আহরণ করিতেছে। এই হস্ত পদাদি দ্বারা বিবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল যে সাংসারিক অভাব পূর্ণ ও পৃথিবীর মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে তাহা নহে, তদ্দ্বারা আত্মারও শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যে সকল ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক, তাহাতে তো আত্মার ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত ও পরলোকের সম্বল সমাহৃত হইবেই, এমন কি, শারীরিক পরিশ্রমে কেবল শরীরই যে বলিষ্ঠ হয় এরূপ নহে, তদ্দ্বারা আত্মাও উপকার লাভ করিয়া থাকে শারীরিক ভোগ করে, এরূপ নহে, ধর্ম্মা তাহাদের আত্মাতেও অশুভ ফল উৎপন্ন হয় এবং তাহার ভোগ ইহ লোকে পরিসমাপ্ত না হইলে লোকান্তর পর্য সহগামী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফ তঃ এখানকার সকল ব্যাপারই আত্মার পুষ্টি সাধনে আনুকূল্য করিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্ যে প্রতি রাত্রিতে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিয়া গ্রহাদির আবিষ্কার ও তৎ সমুদায়ের গতি প্রভৃতির নিরূপণ করিতেছেন, রাসায়ণিক পণ্ডিত যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া বস্তু সকলের গুণাদি পরীক্ষা করিতেছেন, ঐতিহাসিক যে নানা দেশ পর্য্যটন ও নানা গ্রন্থের সমালোচন করিয়া মনুষ্য জাতির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছেন, অধিক কি, কৃষক ও বণিক্ যে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে মনুষ্য জাতির জন্য অন্ন ব্যঞ্জন আহরণ ও পরিবেশন করিতেছে, তৎসমস্ত দ্বারা কেবল যে বিদ্যা বিশেষের উন্নতি ও অচিরস্থায়ী পার্থিব অভাবের পূরণ হইতেছে,—ইহা দ্বারা সেই সমস্ত ব্যক্তির আত্মাতে কোন প্রকার স্থায়ী ফল উৎপন্ন হইতেছে না এবং তৎসমুদায় কার্য্যের ফলাফলের সহিত লোকান্তরের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা কোন রূপে বিশ্বাস করা যায় না। কোন্ বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা কোন্ আত্মা কি রূপ উপকৃত হইতেছে, তাহা যদিও খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝাইতে না পারা যায়, তথাপি ইহা সপ্রমাণ করিতে কিছুই আয়াস বোধ হইবে না যে, এই সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম দ্বারা আত্মা প্রচুর রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা আত্মা লোকান্তরেরই উপযুক্ত হইতেছে।

কিন্তু যে শরীর, যে ইন্দ্রিয় যে, সংসার ও যে সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠান লোকান্তরগামী আত্মার পুণ্য সঞ্চয়ের হেতুভূত বলিয়া উল্লিখিত হইল, ধর্ম্মনীতির অনুসরণ না উৎপন্ন ক তৎসমুদায়ই আবার বিপরীত ফল উভয় দ্বারা কেবল এই পৃথিবী চরিত্র নির্ম্মাণে আনুকূল্য হয়; কিন্তু ধর্ম্মনীতি আত্মার সহগামী চরিত্রের একটি মহত্তর উপাদান; তাহার পুষ্টি সাধনের জন্যই ঐ সমুদায় বাহ্য অনুষ্ঠান আবশ্যক। সেই ধর্ম্মনীতি উল্লঙ্ঘন করিলে মনুষ্য যে কি রূপ দুর্গতি ভোগ করে, তাহার বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই অধোলোক পৃথিবীও নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির ভার বহনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। যিনি ঈদৃশ ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিবেন, তিনি মনুষ্যসমাজের ন্যায় দেবসমাজেও যে জঘন্য হইয়া থাকিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি অতি দুঃস্থ বেশে লোকান্তরে উপনীত হইবেন। কেবল ধর্ম্মনীতির বহির্ভূত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ধর্ম্মনীতির বিধি

DAMAGED

সকলও প্রতি পালন করিতে হইবে। অন্যায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করা, আর হৃদয়ের প্রেমে আর্দ্রীভূত হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে পদ নিক্ষেপ করা এক পদার্থ নহে। এক ব্যক্তি কখন কাহারও, কিছু মাত্র অপকার করেন না, কিন্তু উপকারও করেন না; ইহাঁকে অধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আর এক ব্যক্তি যেমন ন্যায়পথে অবস্থান করেন—সেই রূপ প্রীতির সহিত অন্যের উপকার সাধনেও অগ্রসর হইয়া থাকেন; সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণই সাক্ষ্য দান করিবে যে ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। সমুদায় মনুষ্য যেমন তাদৃশ ব্যক্তিকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে, দেবতারাও সেই রূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক জন মিথ্যা কহিবার ভয়ে মৌনী হইয়া রহিলেন, আর এক জন মুক্তকণ্ঠে সত্য কহিতে লাগিলেন, এ উভয়ের ধর্ম্ম সাধনে অনেক তারতম্য আছে [illegible] তাহা হই। বস্তুতঃ এ রূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল ধর্ম্মবিষরক নিষেধ সকল প্রতিপালন করিলে আত্মাকে পর লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয় না। এক দিকে যেমন অবিহিত কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে হইবে, অন্য দিকে সেই রূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

ঈশ্বরকে লাভ করা এই সমুদায়ের চরম উদ্দেশ্য। যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করা যায়, তবে যাহা কিছু উল্লিখিত হইল, তাহার কোন অর্থই নাই। হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া পাথেয় সঞ্চয় করিলাম, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এত আয়োজন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হইল না! কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ পূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিয়া মালা প্রস্তুত করিলাম, কিন্তু যাঁহার গলদেশে প্রদান করিতে হইবে, তাঁহার সমীপে গমন করিলাম না! অপ্রেমিক কঠোরমতি লোকে মনে করিতে পারে যে, সেই পুষ্প আপনি ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করিব: এই জন্য উল্লিখিত হইতেছে যে, যাঁহারা এখানে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন, যদি বিদ্যাতে বুদ্ধিতে ক্ষমতাতে অতীব উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েন, যদি পরোপকার ও পৃথিবীর মঙ্গল সাধনে অনবরত পরিশ্রম করেন, তথাপি তাঁহাদের উন্নতি, সুন্দর রূপে নির্ম্মিত অথচ বালুকাময় ভূমির উপর স্থাপিত মহোচ্চ অট্টালিকার ন্যায় শোচনীয় হইয়া রহিল—উত্তাপহীন রক্তের ন্যায় সারহীন হইয়া পড়িল। যদি তাঁহাদের শরীররূপ স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া সেই হীনতা প্রদর্শন করিতে না পার। ইহ লোকে যাবজ্জীবন তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইতে সচ্ছন্দতা সহকারে কালাতিপাত করিতে রেন, তথাপি নিসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা সারহীন হইয়া লোকান্তরে প্রবেশ করিবেন এবং সেই হীনতা পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে; তাঁহাদের নিদ্রিত আত্মা লোকান্তরে জাগরিত হইয়া দেখিবে যে, যথার্থই নেত্রহীন হইয়া আলোকময় জগতে উপস্থিত হইয়াছি।

অতএব বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করা হৃদয়কে প্রশস্ত করা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হওয়া এবং আত্মার আত্মাকে আত্মাতে ধারণ করিতে অভ্যাস করা, এই সমস্ত দ্বারা আত্মা পর লোকের উপযুক্ত হইবে। ইহারই জন্য শরীর রক্ষা আবশ্যক, ইহারই জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, ইহারই জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, ইহারই জন্য সাধু সঙ্গ আবশ্যক, এবং ইহারই জন্য ঈশ্বরের উপাসনা আবশ্যক।

শিক্ষিতগণ ও ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য।

...ণে বিদ্যালয় সমূহে যে প্রকার শিক্ষা ...্য চলিতেছে, তাহাতে এদেশ অত্যন্ত ...কার প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন সাহিত্য, ...গোল, ইতিহাস, গণিত ও পদার্থ বিদ্যা ...ভৃতি দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে, সেই ...তাহার সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতাও পরি...ত হইতেছে। শিক্ষিতদিগের প্রতি যতই ...র কার্য্য সকলের ভার বিন্যস্ত হইতেছে, ...রা সকলেতেই নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা ...দর্শন করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি ...হাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া অনেক সময়ই ...ক্ষেপ করিতে হয়। সমুদায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, এরূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আ...রা দেখিতেছি যে, বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকল আসিয়া ধর্ম্ম সংস্কারে ...াধ্যানুসারে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু যত ...ক্তি বর্ষে বর্ষে কৃতবিদ্য হইয়া জন্মভূমির মুখ ...জ্জ্বল করিতেছেন, সকলেই কি আপনার ও ...দেশের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মের প্রতি গৌরব...দ্ধি সহকৃত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন লোক সংসারের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবে, এই জন্য সকলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; ইহা কিছুমাত্র অযথার্থ নহে; কিন্তু তন্নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রতি ...া ঔদাস্য অবলম্বন করিতে হয়, তাহার কোন অর্থ নাই।

শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকে যে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আছেন, তাহা একবিধ কারণে নহে। কেহ কেহ ...লিয়া থাকেন, প্রচলিত কোন ধর্ম্মই তাঁহা...দের উন্নত অবস্থার উপযুক্ত নহে। অনেকে ধর্ম্মের নাম অত্যন্ত বিবাদাস্পদ দেখিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গ ভয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। কেহ কেহ ধর্ম্মের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে অনেকের নিকট এদেশের ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে আশানুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। প্রত্যুত, অনেকে আবার এবিষয়ে অযোগ্যরূপ বিঘ্নও উপস্থিত করিয়া দেন। সে যাহা হউক, ইহাঁদিগের সিদ্ধান্ত যে কি রূপ, অদ্য এক বার তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

যাঁহারা কোন ধর্ম্ম আপনাদের উন্নত মনের উপযোগী বলিয়া বোধ করেন না, তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা ঔদাসীন্যের পরিবর্ত্তে যথার্থ ধর্ম্মের আবিষ্কার ও প্রচার করিতে যত্নবান্ হয়েন। তাঁহাদের অন্তরে যদি কোন উন্নত ভাব উপজাত হইয়া থাকে, তাহা প্রাপ্ত হইলে জনসমাজ অত্যন্ত উপকৃত ও তাঁহাদের জীবন ধারণও সার্থক হইবে; অতএব সেই উন্নত ভাব সর্ব্বত্র প্রচার ও তদনুযায়ী আচরণই তাঁহাদের উচিত; অন্ততঃ যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া আছেন, জগতের মঙ্গলের জন্য উপদেশ ও পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের সহকারিতা করেন। যদি ইহার কিছুই দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা রোগবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যিনি বিশ্বাস করেন যে, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবাস্পদ পদার্থ অথচ অদ্যাপি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কোন ধর্ম্ম দেখিতে পান না, তিনি কখনই ঔদাস্য সহকারে কাল ক্ষেপ করিতে পারেন না। ধর্ম্মের কথা কি, গালিলিয় যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক একটি সত্য—পৃথিবীর গতি উপলব্ধি করিলেন, খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্যম্ভাবী ভয়ানক অত্যাচারের মধ্যে অব-

POOR CONDITION

স্থান করিয়াও তাহা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তথাপি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। কএক মাস পরে যখন বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখে আনীত হইলেন এবং তাড়না ভয়ে মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া, বিচারকর্ত্তাদিগের আদেশ অনুসারে জানু পাতিয়া এক বার পৃথিবীর গতি অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহার মনে দুর্ব্বিষহ গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের শীতল শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল ; তিনি ঘৃণা ও রোষের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া, পুনরায় বিপদে পড়িবেন জানিয়াও, পৃথিবীর উপর পদাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "ইহা এখনও চলিতেছে।" দেখ, একটি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক সত্য মনকে কি রূপ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল! ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ যাঁহার অন্তরে সমুদিত হইবে, তিনি কি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এই জন্য বলিতেছি, কোন ধর্ম্ম মনোনীত হয় না বলিয়া ধর্ম্মের প্রতি যে ঔদাস্য জন্মে, তাহা রোগবিশেষ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

যাঁহারা সমাজের শান্তি ভঙ্গ ভয়ে ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া আছেন, তাঁহারা বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা যেখানে শান্তি আছে বলিয়া ভাবিতেছেন, বাস্তবিক সেখানে শান্তি নাই। বাস্তবিকই ভারত বর্ষে ধর্ম্ম বিষয়ে বিষম অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। উদাহরণ স্থলে আমাদের হিন্দু সমাজকেই উপস্থিত করিলাম—ধর্ম্ম বিষয়ে কি শান্তি আছে, তাহা প্রদর্শন কর। আমরা শিক্ষিত দলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা নিজে বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচার ব্যবহারের মধ্যে কি রূপ শান্তি ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের ঘৃণাপূর্ণ অন্তঃকরণের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া পৌত্তলিক সমাজ কি রূপ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন? শিক্ষিত স্বামী... জিজ্ঞাসা কর, তিনি স্ত্রীর অর্থশূন্য অনুষ্ঠান প্রণালীতে কি রূপ শান্তি পাইতেছেন? স্ত্রী... জিজ্ঞাসা কর, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে বিভিন্ন... স্বামীকে লইয়া কি রূপ শান্তি ভোগ ক... তেছেন? পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, তি... স্বকীয় ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত পুত্রের আ... রিক অশ্রদ্ধা অনুভব করিয়া কি রূপ... ভোগ করেন? পুত্রকেও জিজ্ঞাসা করি... তিনিই বা তখন কি শান্তি লাভ ক... থাকেন? পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা কর, ... বিশ্বাসশূন্য যজমানের কর্ম্মানুষ্ঠান কালে কি রূপ শান্তি ভোগ করিয়া থাকেন? এবং যজমানকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি পুরোহিতের ... সারশূন্য আদেশ সকল প্রতিপালনের সময় কি রূপ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? শান্তির চিহ্ন কি? বৃদ্ধের সহিত যুবার মিল নাই, স্ত্রীর সহিত স্বামীর মিল নাই, পিতার সহিত পুত্রের মিল নাই। ইহা কি শান্তির চিহ্ন? পিতা পুত্র ত্যাগ করিয়া বিলাপ ... ছেন; পুত্র পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিপন্ন হইতেছে। যাহাতে শ্রদ্ধা নাই, তাহাতে আপনাকে শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া ভান ও কষ্টসৃষ্টে মনের ভাব সম্বরণ করিতে হইবে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা অকর্ত্তব্যবৎ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা কি শান্তির চিহ্ন? যে সকল সংবাদ পত্র হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তাহাতে কি হিন্দুসমাজে শান্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে? সম্প্রতি গণেশসুন্দরীর খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন লইয়া যে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া গেল, তাহা কি হিন্দুসমাজের শান্তির পরিচয় দিতেছে? শিক্ষিতগণকে কত স্থানে কত প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়, তাহা...

...শান্তির চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে? বস্তুতঃ অশান্তি ঘুণ-কীটের ন্যায় হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করিতেছে এবং তাহার অন্তঃসার চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; ঘুণধৃত ...ষ্ঠ খণ্ড বাহিরে অখণ্ড আছে দেখিয়া ...ন প্রতারিত হইবেন, কালে সেই কাষ্ঠ ...হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে বিলাপ ক...ত হইবে। যিনি যতই যুক্তিপ্রযুক্তি ...কারে ধর্ম্মসংস্কারের অনাবশ্যকতা সপ্রমাণ করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকুন, ...সিদ্ধান্ত কেবল তাঁহার চিন্তাগত বিষয়; কার্য্যতঃ সে সিদ্ধান্তের বিপরীত ফল ফলি...; কালে তাহার বিষময় পরিণাম উপস্থিত হইবে। রোগী ব্যক্তির বিরাগ ভয়ে তাহাকে ঔষধ প্রদানে বিরত হইলে যে ফল উৎপন্ন ...য়, শান্তি ভঙ্গ ভয়ে ধর্ম্মোন্নতি সাধনে পরা...ন হইলে সেই রূপ শোকজনক পরি... উপস্থিত হইবে। যখন ধর্ম্মের হীন ...উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই হীনতা ...ধিকাংশ লোকেই অনুভব করিতে...ই শান্তি ভঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছে। ...ধর্ম্মের ...র প্রতিকারের জন্য ধর্ম্মের ...য়া যেমন বিস্মিত ... হইতে ... কিন্তু সেই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ প্রায়ই ...ন্য রোদন হইয়া উঠে। শিক্ষিতগণই ...ষ্ট ভারতবৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ; আমাদের ...া এই যে, সেই পুষ্প হইতে যে সকল ফল ...ন্ন হইবে, তদ্দ্বারাই আমাদের দারিদ্র্য...র অপনোদন হইতে থাকিবে; কিন্তু ...দাস্যরূপ কীট তাহার সৌন্দর্য্য বিনাশ ... ফেলিতেছে, ইহা স্মরণ করিতেও ...ন্ত কষ্ট বোধ হয়। ধর্ম্ম ও বিদ্যা পর...শোভা সম্পাদন করে; পরস্পর বিচ্ছিন্ন ... উভয়ই মলিন হইয়া পড়ে এবং ...মালিন্যে সমুদায় দেশ যার পর নাই ...ত হইয়া উঠে। এই স্থলে সমুদায় তাঁহাদিগের ন্যায়পরতা ও হিতৈষণা জগতের বহুতর মঙ্গল সাধন করিতেছে। যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা সরল ভাবেই সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ অধার্ম্মিক বলা যায় না, প্রত্যুতঃ অনেক ধর্ম্মবাদী অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া অসংকোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তথাপি এস্থলে একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। তাঁহারা যদি ধর্ম্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তবে কোন্ ভাবের বশম্বদ হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সমাদর করিতেছেন? উন্নত শিক্ষা প্রভাবে আপনার প্রতি তাঁহাদের যে সম্মানবোধ জন্মিয়াছে, হয় তাহারই, নয় অন্যপ্রকার দূরদর্শিনী স্বার্থবুদ্ধির অনুরোধে তাঁহারা সৎকর্ম্ম সাধনে অগ্রসর ও অসৎ কর্ম্ম করিতে লজ্জিত হইয়া থাকেন। ইহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধুতা অত্যন্ত ক্ষীণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আছে। অবস্থা বিশেষে যদি এরূপ ঘটে যে, ধর্ম্ম...

এই ব্রাহ্মসমাজে প্রতি... পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ... সম্মান ও স্বার্থ... আসিতেছে। পরে চৈত্র মাসের ... বসে সিংহুর নিবাসী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ আচার্য্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সমাজের যে কিপর্য্যন্ত শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। পরে ১৭৯২ শকের বিগত ১৬ ই বৈশাখে ধনটিকরি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মানগোবিন্দ আচার্য্য ও আমি উভয়ে এই বিমল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। অদ্য সমাজের জন্ম দিবস উপলক্ষে আমরা সকল ভ্রাতায় সমবেত হইয়া মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

"কি আর দেখাও ভয় আমারে সকলে,
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়;
কিছুতে না ডরি আমি এ মহীমণ্ডলে।
দুরন্ত কৃতান্তে হেরি নাহি পাই ভয়।
একবার কেন, আমি বলি শত বার,
না ভজিব দেবদেবী মহম্মদ জীশু।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃসৃত হইয়া যায়। ৪

অপবিত্র বিষয়, অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, আর এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন করিলেই মনুষ্যের পতন হয়; অতএব কোন ইন্দ্রিয়কেই যথেচ্ছ রূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবেক না। ৪

১০৫

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিযন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ। ৫

ইদানীমিন্দ্রিয়সংযমোপায়মাহ। 'এতানি' ইন্দ্রিয়াণি 'বিষয়েষু' 'প্রজুষ্টানি' প্রসক্তানি 'অসেবয়া' নিতান্তবিষয়াসেবনেন 'নিত্যশঃ' সর্ব্বদা 'সংনিযন্তুং 'তথা' 'ন' 'শক্যন্তে' 'যথা' 'জ্ঞানেন'। তস্মাদুক্তোপায়েন বিবেকিভিরিন্দ্রিয়মনসাং সংযমঃ কর্ত্তব্য ইতি বাক্যার্থঃ। ৫

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না। ৫

বিষয় সুখের আস্বাদন একবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক্ করিয়া হেয় বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবেক। ৫

১০৬

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ। প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্। ৬

প্রমদয়ন্তি পুরুষান্ ইতি 'প্রমদাঃ' স্ত্রিয়স্তাঃ 'লোকে' 'অবিদ্বাংসং' 'পুনঃ' 'বিদ্বাংসম্ অপি বা' 'কামক্রোধবশানুগং' কামক্রোধবশানুযায়িনং পুরুষং 'উৎপথম্' উচ্ছৃঙ্খলতাং 'নেতুং' প্রাপয়িতুম্ 'অলং' সমর্থাঃ। ৬

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক, বা বিদ্বান্ই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হয়। ৬

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বান্ই হউন, বা মূর্খই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিবেক। ৬

১০৭

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্। ৭

অতএব 'ইন্দ্রিয়গ্রামং' বহিরিন্দ্রিয়গণং 'বশে কৃত্বা' 'তথা' 'মনঃ' 'চ' 'সংযম্য' 'সর্ব্বান্' 'অর্থান' পুরুষার্থান্ 'সংসাধয়েৎ' 'যোগতঃ' উপায়েন 'তনুং' স্বদেহক 'অক্ষিণ্বন্' অপীড়য়ন্ সন্। ৭

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক। ৭

উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করা পুরুষার্থ সাধনের প্রকৃত উপায় নহে, তাহাতে মনুষ্য নিস্তেজ হইয়া যেমন পাপাচরণে নিবৃত্ত হয়, সেরূপ পুণ্যাচরণেও অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব মন ও ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে অপবিত্র বিষয়ভোগে উন্মুখ না হয় এই রূপে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায় দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোক লোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর মনুষ্যকে দুইপ্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে বিষয় সুখ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ বিষয় সুখের উপভোগেইও নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অবনতি প্রাপ্ত হয়। ৭

সাধুতা অভ্যাস।

"বিশ্বতশ্চক্ষুঃ"

আমি সর্ব্বদা সকল স্থানেই ঈশ্বরের সমক্ষে বাস করিতেছি। তিনি আমাকে সর্ব্বদা দেখিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাতে নিপতিত রহিয়াছে। আমি গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করি আর প্রান্তরে সঞ্চরণ করি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন। আমি আলোকের মধ্যে উপবিষ্ট হই, আর অন্ধকারেই প্রবেশ করি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন। আমি শয্যাতলে নিভৃত ভাবে শয়ন করি, আর কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যস্ত হইয়া থাকি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন। যখন জনতার মধ্যে প্রবেশ করি, তিনি আমাকে দেখেন; যখন নির্জ্জনে লুক্কায়িত হই; তিনি আমাকে দেখেন। তিনি আমার কর্ম্ম দেখিতেছেন, তিনি আমার চিন্তাও দেখিতেছেন। তিনি আমার বাহিরের সমুদায় জানিতেছেন, তিনি আমার অন্তরের সমুদায় জানিতেছেন। এখানে উপবিষ্ট হইয়া যাহা করিতেছি, তিনি তাহা দেখিতেছেন, অন্যত্র গিয়া যাহা কিছু করিব, তিনি তাহাও দেখিবেন। জাগরিত হইয়া তাঁহারই দৃষ্টিপথে অবস্থান করি, নিদ্রিত হইয়া তাঁহারই দৃষ্টিতলে বিশ্রাম করিতে থাকি। তাঁহারই সম্মুখে সুখ সম্পদ্ ভোগ করিতেছি, তাঁহারই সম্মুখে দুঃখ বিপদ্ ভোগ করিতেছি। তিনি আমাদের হর্ষও জানেন, তিনি আমাদের শোকও জানেন। তাঁহার সমক্ষেই সুস্থতার স্ফূর্ত্তি ভোগ করি, তাঁহার সমক্ষেই রোগে [illegible]ণা ভোগ করি। যখন তাঁহাকে [illegible], তখন তাঁহারই সম্মুখে থাকি, [illegible] সম্মুখে বাস করিয়া তাঁহাকে [illegible] কম্ম করি, তখনও [illegible] করিতে [illegible] যাই, তখন [illegible]ার দৃষ্টি পর্ব্বতগহ্বরে বিদ্যমান, তাঁহার দৃষ্টি সমুদ্র তলে প্রবিষ্ট। যাহা তাঁহার নিকট গুপ্ত হইয়া আছে এমন কিছুই নাই; যাহা তাঁহার নিকট গুপ্ত হইয়া থাকিবে, এমন কিছুই নাই। যাহা মনুষ্যগণ জানিতে পারে না, তাহা তিনি জানিতে পারেন; যাহা তিনি জানিতে পারেন না, এমন কিছুই নাই। যাহা মনে কল্পনা করি, তিনি তাহাও জানেন, যাহা কাহারও কর্ণে কর্ণে বলিতে যাই, তাহাও তিনি শুনেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টির অগোচরে কিছুই নাই,—কোন স্থান নাই, কোন কাল নাই, কোন ব্যক্তি নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন কর্ম্ম নাই।

হে আত্মন্! তুমি তাঁহার এই সর্ব্বত্রব্যাপিনী সর্ব্বান্তর্যামিনী উজ্জ্বল দৃষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছ। তুমি যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় অবস্থান কর, কখনই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবে না। মনে করিও না, তোমার ভাব ও কর্ম্মের কিছুমাত্র তাঁহার অগোচর থাকে। মনুষ্যের ক্ষীণ দৃষ্টি তোমাকে অতি অল্পই জানিতে পারে; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর নিকটে তোমার সমুদায়ই উদ্ঘাটিত হইয়া আছে। তোমার যে গুণ কেহই জানে না, তাহা তিনি জানেন, তোমার যে দোষ কাহারও চক্ষুতে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা তিনি দর্শন করেন। তুমি সর্ব্বদা সেই দৃষ্টি দর্শন করিয়া সংসারে বিচরণ কর। অনাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে যেমন মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণ নিপতিত হয়, তোমার উপরে সেই জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি সেই রূপ নিপতিত হইয়া আছে। পাপ পুণ্য, রোগ সুস্থতা, শোক হর্ষ ও সম্পদ্ বিপদ্ সকল অবস্থাতে সেই দৃষ্টি সমভাবে তোমাকে দেখিতেছে। আলোকে যাও, সেখানেও সেই দৃষ্টি; অন্ধকারে যাও, সেখানেও সেই দৃষ্টি; সজন নগরেও সেই দৃষ্টি তোমাকে

থাকিলেই বাহ্য বিষয় সমস্ত সহজেই প্রত্যক্ষ হয়, সেই রূপ অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃতিস্থ থাকিলেই আধ্যাত্মিক বিষয় সকল সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক বিষয় সমস্ত দর্শন করিতে অভ্যাস করাই অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কৃত করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু বাহ্য বস্তু সকল স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না; চালনা করিতে করিতে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে; ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধি যদি কোন শিশুকে অন্ধকার-গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে কিয়ৎ বৎসরের পর তাহাকে বাহিরে আনিলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দর্শনশক্তি কিছুই বিকশিত হয় নাই, সে বাহ্য বিষয় সকল স্পষ্ট রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। আত্মার শক্তি সকলের বিষয়েও সেই রূপ, ইহাও পরিচালনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অধিকাধিক উন্মেষিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি যত উজ্জ্বল হইবে, ততই উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয় সকল প্রতীত হইতে থাকিবে। বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিও নানা প্রতিবন্ধকে বিকৃত হইতে পারে এবং বিকৃত হইলে তাহার সহজ বিষয় সকলও ছায়ার ন্যায় হইয়া পড়ে।

যেমন বাহ্য বিষয়ের পরীক্ষাই প্রাকৃত বিজ্ঞানের, তেমনি অধ্যাত্ম বিষয়ের পরীক্ষাই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের পত্তন ভূমি। আমরা যে সকল জড় পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, প্রথমে অতি সামান্য রূপে তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ হয়। পরে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান কি রূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে দেখ—কি জ্যোতিষ্, কি ভূতত্ত্ব, কি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কি শারীর স্থান কি রসায়ণ বিদ্যা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমুদায় অঙ্গই এক্ষণে কি রূপ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ রূপ সহজ জ্ঞানই এই সমুদায়ের মূল। এবং এই সমস্ত জ্ঞান দ্বারা যে কেবল জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ হইতেছে তাহা নহে, উহা দ্বারা কি রূপ মহোপকারক ফল উৎপন্ন হইতেছে, ইহা কাহারও অগোচর নাই। সেই রূপ সহজ জ্ঞানে আরোহণ করিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে যে তদ্বিষয়ে জ্ঞানের বহু উন্নতি হইবে এবং তদ্দ্বারা যে মহৎ ফল উৎপন্ন হইতে পারিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

আপনাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সঞ্চরণ করিবার ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত জটিল পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা স্বাভাবিক, স্বভাবে অবস্থান করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে। তাহা হইলে অতি সহজেই এই সকল তত্ত্ব পরিস্ফুরিত হইবে যে, যে সকল জড় পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি যেমন আমি তাহা হইতে ভিন্ন, যে গৃহে বাস করিতেছি যেমন আমি তাহা হইতে ভিন্ন, যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি, যেমন আমি তাহা হইতেও ভিন্ন, সেই রূপ যে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছি আমি তাহা হইতেও ভিন্ন। আমি জানিতেছি যে আমি চৈতন্যময় আত্মা। আমার শরীর অনেক অংশে বিভক্ত, কিন্তু আমি এক। বর্ষে বর্ষে আমার শরীরের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু আমি বাল্যাবধি সেই আছি। আমি চক্ষু নই, কিন্তু চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেছি; আমি কর্ণ নই, কিন্তু কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতেছি। আমি কোন অঙ্গের বা অঙ্গসমষ্টির গুণ নই, কিন্তু নিজেই গুণবান্ বস্তু; আমার সেই সমস্ত গুণ জড়ীয় গুণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি জড়ীয় গুণ আমাতে নাই এবং জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আমার গুণ কোন জড় পদার্থে নাই। আমি আত্মা। ইহাই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রথম তত্ত্ব, ইহা আয়ত্ত হইলেই আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ধর্ম্ম সংস্কার।

মনুষ্যের নিকটে ধর্ম্মের তুল্য গুরুতর পদার্থ আর কিছুই নাই, ধর্ম্মের তুল্য আলোচ্য বিষয় আর কিছুই নাই এবং আপামর সাধারণ সকলেরই সমান মমতা আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বস্তুও ধর্ম্মের তুল্য আর কিছুই নাই। ঐহিক ও পারত্রিক সমুদায় মঙ্গল এক মাত্র ধর্ম্মের সঙ্গেই বদ্ধ হইয়া আছে। নিজের উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, সমাজের উন্নতি ও জাতি সাধারণ উন্নতির নিমিত্তে যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনই তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এমন কি, ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিষয়ক মত যে পরিমাণে বিশুদ্ধ হইবে, আচার ব্যবহার রীতি নীতিও সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিবে। কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের নিমিত্ত আরও নানাবিধ উপকরণ আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয় ও সমধিক কার্য্যকর। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রসকল লোকদিগকে যে রূপ নিয়মিত করিয়া রাখে, এমন আর কিছুই নহে। সামাজিক শাসন বা রাজনিয়ম জনসমাজের কেবল বাহ্য পাপাচার সকল আপাততঃ দমন করিতে পারে, তাহার মূল উৎপাটন করিতে পারে না; প্রত্যুত উক্ত উভয়বিধ শাসনপ্রণালী যতই কঠোর হয়, ততই পাপাচারের নূতন নূতন পন্থা সকল উদ্ভাবিত হইতে থাকে। সংপ্রতি কোন রাজ নিয়মের দোষ-গুণ বিচার উপলক্ষে এক ব্যক্তি কহিলেন, কোন একটি নূতন রাজনিয়ম হইলেই কি রূপে তাহা লঙ্ঘন করিয়াও দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিতে পারি, আমরা অগ্রে তাহার পথ অনুসন্ধান করি। অন্তঃকরণ শিষ্ট না হইলে মনুষ্যকৃত শাসনপ্রণালীর কি রূপ দুরাবস্থা হয়, এই কথা দ্বারা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আর কিছুই নহে, এক মাত্র ধর্ম্মানুশাসনই প্রত্যেকের ও সমাজের অন্তর বাহির বিশুদ্ধ করিতে পারে। যদি ধর্ম্মশাস্ত্র কোন একটি কুপ্রথার অনুমোদন করে, তাহা হইলে লোকে তাহার দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না এবং তদ্দ্বারা শত শত অনিষ্টাপাত হইলেও সাধ্যানুসারে তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এবং কি ব্যক্তিগত চরিত্র কি জাতিসাধারণ চরিত্র উভয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রচলিত ধর্ম্মের প্রকৃতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা অতি যথার্থ কথা যে, রাজনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার ও বিষয় কর্ম্মের রীতি পদ্ধতি প্রভৃতি মনুষ্য-জীবনের আবশ্যক সমুদায় বিষয়েই প্রচলিত ধর্ম্মের সুন্দর বা কুৎসিত ভাব অনেক অংশে সংক্রামিত হয়। যে সকল সদাচার ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদন থাকাতেই মুসলমানদিগের সংস্রব প্রভৃতি নানাবিধ বিপ্লবজনক কারণেও তাহা এক বারে উন্মূলিত হয় নাই এবং যে সকল কুপ্রথা আমাদিগকে হীন ও মলিন করিয়া রাখিয়াছে, প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্রব থাকাতেই তাহা নিতান্ত দুষ্পরিশোধ্য হইয়া রহিয়াছে।

অতএব যদি কেহ হৃদয়ের সহিত লোকের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি ধর্ম্ম সংস্কারই

সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। সেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্যই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানে অনেকের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে কএকটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম, ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাহার নিমিত্ত যে সকল উপায় আবশ্যক, তাহা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতিকে উন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মনুষ্য জাতি আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। যাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে; এক উপায়ে না হয়, অন্য উপায়ে হইবে; এক জন দ্বারা না হয়, অন্য জন দ্বারা হইবে; এক পুরুষে না হয় অন্য পুরুষে হইবে; তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃই হউক অথবা আর কোন কারণেই হউক, যত ত্বরান্বিত হইয়া পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের অগাধ-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য-সম্গুম্ফিত ব্যবস্থার মধ্যে সে রূপ নিয়ম নাই। এবং কোন কোন চিকিৎসক যেমন সামান্য রোগও অতি ঘোরতর বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই রূপ আমরা অধীরতা বশতঃ অনেক সময়ে বাস্তবিক না হইলেও মনুষ্য জাতিকে ভয়ানক দুরবস্থায় উৎসন্নপ্রায় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তৎকালে ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শিনী দৃষ্টি হয়তো অন্য প্রকার দেখিতেছে। আমরা কখন কল্পনাতেও যে উপায় দেখিতে পাই নাই, ঈশ্বর সেই দুরবস্থার মধ্যে সেই উপায় সংঘটিত করিয়া দিতেছেন। আমরা আপন আপন জীবনের ঘটনা সকল আলোচনা করিলে ইহার সুন্দর নিদর্শন প্রাপ্ত হইতে পারি। অনেক সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়াছি; কিন্তু পরিণামে এমন শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, সেই অবস্থা না ঘটিলে সে রূপ ফলের কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেকের জীবন-চরিত ও মনুষ্য জাতির ইতিহাস একই পদার্থ। যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক ইতিহাসের ঘটনা সকল পর্য্যালোচনা করেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ও পরবর্ত্তী কার্য্য সমস্ত পরীক্ষা করিতে পারেন, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অনবরত-কর্ম্মশীল হস্ত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের দৃষ্টি প্রায় বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, এই জন্য আমরা উষ্ণতা ও অধীরতা সহকারে প্রতিকার করিতে ধাবমান হই; কিন্তু তাহাতে অনেক বারই স্বপ্নাবস্থার দ্রুত গতির ন্যায় কেবল চিত্তের আবেগই পরিবর্দ্ধিত হয়, ফলে পূর্ব্বেও যে স্থানে ছিলাম, পরেও সেই স্থানে অবস্থান করি; কখন বা অগ্রসর হইতে না পারিয়া পশ্চাতেই নিপতিত হই। জনসমাজ এত দিন যে নিয়মে আদিম অবস্থা হইতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে, পরেও সেই নিয়মে অগ্রসর হইবে। অতএব উষ্ণতা, অধীরতা ও চঞ্চলতার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়, যেমন অনেক বিষয় প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিতেছে, সেই রূপ তিনি এ পর্য্যন্ত মনুষ্য জাতিকে এমন সকল সত্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা অনন্ত কালের জন্য উপজীবিকা হইবে। অতএব কি রক্ষা কি পরিবর্ত্তন উভয় বিষয়েই সাবধানতা আবশ্যক। এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল অক্ষয় রত্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে আঘাত দিতে না হয় এবং যে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহাও ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতে না হয়। এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আবশ্যক হইয়াছে বলি[illegible]ই লোকের মন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। [illegible]শের প্রধান অধিবাসী হিন্দু জাতি বন[illegible]ন্যায় অসভ্য নহে; যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, হিন্দুসমাজে বহু কাল হইতে তাহার অনেক অংশ সঞ্চিত হইয়া আছে। হিন্দু জাতির কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত বর্ব্বর জাতির মধ্যেও এমন অনেক বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, কোন কালেই তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে না। ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, মনুষ্য জাতি কোন কালেই ধর্ম্মশূন্য ছিল না, সেই ধর্ম্ম যতই ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ হউক, তাহার মধ্যে কিছুই সত্য নাই এমন কখনই হইতে পারে না; প্রত্যুত অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে আকারেই হউক, তাহাতে অনেক সত্য নিহিত হইয়া আছে। মনুষ্য নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে পারে না। পুরাতন ঈশ্বরের পুরাতন ধর্ম্মকে কেবল নানাবিধ কুসংস্কারের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন, এবং ঈশ্বর প্রসাদে যাহা কিছু নূতন সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রদত্ত সত্য সকলের সহিত এক শ্রদ্ধাসূত্রে গ্রথিত করিতে পারেন। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল, এক্ষণে সেই ধর্ম্মই পুষ্ট হইতেছে, নূতন হইতেছে না। বিশেষতঃ ভারত বর্ষের পুরাতন শাস্ত্র ও আচার ব্যবহারের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বিষয় এমন মিশ্রিত হইয়া আছে যে, পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া এই রূপ ভয় হয়, পাছে কণ্টক সকল উৎপাটন করিতে গিয়া সুকুমার কুসুমলতাও উন্মূলিত হইয়া যায়।

এ বিষয়ে সাবধান হইতে না পারিলে আর একটি দোষ উৎপন্ন হয়। সাধারণ লোকের এই রূপ ভাব যে, তাহারা সহসাই এক এক দিকের অত্যন্তে গিয়া উপস্থিত হয়। যদি তাহাদের মনে হয়, পরিবর্ত্তনে দোষ উৎপন্ন হইবে, তবে তাহারা পুরাতন কুসংস্কার সকল ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত এত নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিবে যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্কারে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আর যদি তাহাদের মনে হয় পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহারা এমন ভাবে পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিবে যে, তাহাতে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ইহার একটিও প্রার্থনীয় নহে। পুরাতন মত রক্ষা করাও উদ্দেশ্য নহে, পরিবর্ত্তন করাও উদ্দেশ্য নহে, ধর্ম্মের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাই করিতে হইবে।

মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মেরই প্রকৃতি অত্যন্ত বিপ্লাবক। ঐ দুই ধর্ম্ম যে যে জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে, তথাকার ধর্ম্মরাজ্যের অনেক অপূর্ব্ব শোভা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এবং এমনি অন্ধ যে উজ্জ্বল হীরকের স্থানে মলিন অঙ্গার সন্নিবেশিত করিয়াছে। পুরাতন পদার্থকে দলন করাই ঐ দুই ধর্ম্মের কার্য্য। এক জন গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পুরাতন ধর্ম্ম ও পুরাতন নীতি মূল্যহীন করিয়া বর্ণনা করাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অঙ্গ। ঐ উভয় ধর্ম্ম প্রচারের দৃষ্টান্ত অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ এক্ষণে রাজপুরুষগণ অন্ততঃ রাজনীতিঘটিত কৌশলের অনুরোধেও সেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করিবেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সহিতও উহা এক বারে নিঃসম্পর্ক নহে; এ রূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অভ্যাস বিপ্লবপ্রিয় হইবারই সম্ভাবনা। গুণ গ্রহণে

DAMAGED.

নিষেধ নাই কিন্তু অনেক স্থলে তাহা ব্যপদেশ মাত্র হইয়া পড়ে এবং বস্তুগত্যা দোষও সংক্রামিত হয়। যাঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজকে তাদৃশ বিপ্লাবক অভ্যাসের বিরুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। পুরাতন পদার্থের সমাদর করা হিন্দুজাতির চিরন্তন রীতি এবং তাহা অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা; তাহার সহিত এই রূপ যে একটি অন্ধতা আছে যে, তদ্দ্বারা ভাল মন্দ বিচার করিবার ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, কেবল সেই অন্ধতার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক রুগ্ন ব্যক্তির পুরাতন প্রাণের বিপ্লাবক হইবেন না, রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকেই পোষণ করিতে থাকিবেন।

তৃতীয়, আর একটি কারণে ধর্ম্মসংস্কার বিবাদের কারণ হইয়া উঠে; সে বিষয়ে দৃঢ়তা ও অধ্যসায়ের সহিত সহৃদয়তা অত্যন্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম বলিয়া যাহা কিছুর উপর লোকের বিশ্বাস ও অনুরাগ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধ কথা শ্রবণ ও তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিলে অত্যন্ত কোলাহল সমুত্থিত হয়। পুরাতন কুসংস্কার উন্মূলিত করা ধর্ম্মসংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ, যখন তাহার উপর হস্তক্ষেপ হয়, তখন যে নিস্তব্ধ ভাবে তাহা সম্পন্ন হইবে এ রূপ প্রত্যাশা অল্পই করা যাইতে পারে। যাহারা কথায় কথায় রণসজ্জা করিয়া বসে, সেই সমস্ত উষ্ণশোণিত জাতির কথা দূরে থাকুক, শান্তপ্রকৃতি হিন্দু জাতির মধ্যেও এই উপলক্ষে তুমুল কাণ্ড সকল ঘটিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মভেদ নিবন্ধন ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব বা নিদারুণ হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি আসুরিক ব্যাপারের দৃষ্টান্ত এখানে অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কিন্তু উষ্ণতা সহকারে ভুরি ভুরি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষমূলক বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতির কোলাহলপূর্ণ বৃত্তান্ত ভারতবর্ষে অসুলভ নহে। তথাপি প্রীতি ও ন্যায়ানুগত দাক্ষিণ্য সহকারে যেত দূর সেই বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার করিয়া চলিতে পারা যায়, তাহার কোন ত্রুটি না হয়। কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে যে কোন ঘটনা উপস্থিত হউক, তাহা সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিতে হইবে; কিন্তু প্রীতি ও দাক্ষিণ্যের ত্রুটি নিবন্ধন যদি তাহা সংঘটিত হয়, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। উদ্দেশ্য প্রাণের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে, যদি সমস্ত পৃথিবী তাহার বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে, তথাপি তাহা হইতে এক পদও বিচলিত হইতে না হয়; কিন্তু অকারণে একটি সামান্য লোককেও বিরক্ত করা উচিত নহে। অন্যকে প্রীতি করার ন্যায় অন্যের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করা একটি সাধারণ ধর্ম্ম, যিনি ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার পক্ষে ইহা আরও গুরুতর কর্ত্তব্য। অধর্ম্মের বিপক্ষে বীরত্বই বাস্তবিক বীরত্ব, মনুষ্যের বিপক্ষে বীরত্ব বাস্তবিক নীচতা, ইহা সর্ব্বদাই অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবে। এক মাত্র ধর্ম্মোন্নতির কামনাই প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে, আর সমুদায় কামনা তাহার দাসী হইয়া যাইবে। এই রূপে বিবাদ বিসম্বাদের যত দূর পরিহার করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যখন অন্যের চিরসেবিত শ্রদ্ধেয় বিষয়ে কার্য্যতঃ আঘাত করা হইতেছে, তখন অন্যের নিকট হইতেও যে কিছু না কিছু প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তাদৃশ সময়ে অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের এরূপ

মাহাত্ম্য যে, প্রাণপণে তাহার সেবা করিতে পারিলে সকল বিঘ্নই ক্রমে ক্রমে অবসৃত হইয়া যায়। যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার বিপক্ষে সামান্য বিবাদানল প্রজ্বলিত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মতভেদ নিবন্ধন আর তাদৃশ বিবাদ নাই; এক্ষণে কার্য্যভেদ নিবন্ধন যাহা কিছু বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে; ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহাও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব কোন রূপে নিরাশ বা নিরুৎসাহ না হইয়া দৃঢ়তা সহকারে অথচ প্রীতি-স্নিগ্ধ চিত্তে উদ্দেশ্য সা[illegible] ব্যাপৃ[illegible] থাকিতে হইবে। [illegible]ক্ষণে ধর্ম্মসং[illegible]রের আর এক সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, [illegible]বিবাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার বি[illegible] থাকিবে। রাজপুরুষদিগের দ্ব[illegible]উক আর মিশনরিদিগের দ্বারাই অথবা দে[illegible] লোক দ্বারাই হউক, যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পথই পরিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে। আশা হইতেছে, উত্তর কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সমুদায় স্থান অভিষিক্ত করিবে।

চতুর্থ, কেবল পুরাতন কুসংস্কার উন্মূলন করাই ধর্ম্মসংস্কারের শেষ কার্য্য নহে। পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন রূপ প্রকৃত উপাসনাতে সকলকে সুশিক্ষিত করাই ধর্ম্মসংস্কারের উদ্দেশ্য; ইহারই জন্য আর সমুদায় আবশ্যক। সমুদায় নরনারী ঈশ্বরের ভক্ত হইবে, সৎ পিতা মাতা ও সৎ পুত্র কন্যা হইবে, সদ্ ভ্রাতা ও সদ ভগিনী হইবে, সৎ স্বামী ও সৎ স্ত্রী হইবে, সৎ প্রতিবাসী হইবে, সৎ রাজা ও সৎ প্রজা হইবে, সাধু বণিক্ হইবে ও সাধু কৃষক হইবে—সর্ব্বপ্রকারে সৎ মনুষ্য হইবে এবং এই রূপে সর্ব্বপ্রকার উপযুক্ত সম্বল সঞ্চয় করিয়া আনন্দের সহিত লোকান্তরে প্রবেশ করিবে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ইহাই ধর্ম্মসংস্কারের উদ্দেশ্য, ইহাই ব্রাহ্মগণের উদ্দেশ্য, ইহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য; ইহাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আমাদের স্রষ্টা পাতা বিধাতা পুরুষের সংকল্প।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩২০ সংখ্যক পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ জাতির হস্তে পূর্ব্বতন আর্য্যধর্ম্ম যে রূপ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের বিস্তারের সহিত যে ধর্ম্ম বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পুরাণাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যাহা হিন্দুসমাজে প্রবল রূপে প্রচলিত হইতেছিল, তাহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নামেই প্রচলিত আছে, কিন্তু আদিম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে ইহা যে বহু অংশে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পশ্চাৎ প্রতিপন্ন হইবে।

ব্রাহ্মণ জাতি হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, অতএব অগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এক্ষণে প্রায় সকলেরই এই রূপ বিশ্বাস যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র জাতি জন্ম গ্রহণ করে এবং কালক্রমে ইহাদিগের হইতে অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা অন্যান্য জাতিসঙ্কর উৎপন্ন হয়। এই সংস্কার আধুনিক নহে, আমাদের স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন শাস্ত্রে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও তৎসমুদায়ের মধ্যে

পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে যে চারি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল এ বিষয়ে অধিকাংশ শাস্ত্রের একবাক্যতা আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির যে উৎপত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল বেদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্ত বলিয়া যে ষোলটি ঋক্ আছে, সেই ঋক্গুলিতে রূপক অলঙ্কারে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি সেই পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পদ বলিয়া উল্লিখিত আছে। উহা হইতেই জাতিভেদ বিষয়ে উক্তরূপ সংস্কার প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে [১]। সেই পুরুষ-সূক্তের মধ্যে জাতিভেদের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাইতেছে না বটে, কিন্তু উক্ত পুরুষ-সূক্ত রচনারও বহু কাল পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণিতে যে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা বিনা সংশয়ে নিরূপিত হইতেছে।

---

১ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে।

"দেবগণ যাহা পুরুষ করিয়াছিলেন, (যজ্ঞের নিমিত্ত) তাঁহাকে কয় প্রকার কল্পনা করেন; কি তাঁহার মুখ, কি দুই বাহু, কি দুই ঊরু এবং কি দুই পদ বলিয়া উল্লিখিত হয়?

ইহা পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না যে, কোন্ অঙ্গ হইতে কি কি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইতেছে। যাহা পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারই বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিষয়ে ঐ ঋক্ দ্বারা প্রশ্ন করা হইতেছে ইহাই প্রতীয়মান হয়। ইহার উত্তর স্বরূপ যে ঋক্ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এই প্রশ্নের বিষয় আরও সুস্পষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ—।

"ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় দুই বাহু হইয়াছিলেন, এবং বৈশ্য দুই ঊরু হইয়াছিলেন।"

এই তিন চরণ পাঠ করিলেও বোধ হয় না যে, পুরুষের মুখ বাহু ও ঊরু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, বস্তুতঃ ইহাই বোধ হয় যে, মনুষ্য জাতিকে পুরুষ রূপে কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাঁহার তিন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে। কিন্তু ইহার চতুর্থ চরণটি অবিকল এ প্রকার নহে। তাহা এই রূপ—

"পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"

ইহার যথাশ্রুত অর্থ এই. "দুই পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।" কিন্তু "পদ্ভ্যাং" এই পদটি "অপাদান" অর্থে না হইয়া "হেতু" অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তদনুসারে এই রূপ অর্থ হয় যে, "পদের জন্য শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।" পূর্ব্ব ঋকের কএকটি প্রশ্ন ও পর ঋকের প্রথম তিনটি উত্তরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। সে যাহা হউক, সমুদায় প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে আলঙ্কারিক রীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ বর্ণনা নহে, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। অতএব এই স্থলে সমুদায় পুরুষসূক্তগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং। ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি। ২
এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি। ৪
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমিমথো পুরঃ। ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ হবিঃ। ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যাশ্চ ঋষয শ্চ যে। ৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যা শ্চ যে। ৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত। ৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ। ১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে। ১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত। ১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথালোকানকল্পয়ন্। ১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং। ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।

ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলে আর তিনটি ঋক্ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শূদ্র জাতির কোন কথা নাই। ইহাতে এই রূপ অনুমান হয় যে, শূদ্র নামে একটি ভিন্ন বর্ণ প্রস্তুত হইবারও পূর্ব্বে আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া ছিলেন; পরিশেষে পরাজিত দস্যুগণ জয়শীল আর্য্য জাতির বশীভূত হইয়া শূদ্র বা দাস নামে পৃথক্ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আর্য্য-সমাজে সম্ভুক্ত হয়। (সেই তিনটি ঋক্ এই)

"হে অশ্বিনযুগল! ব্রহ্মকে (ব্রাহ্মণকে) প্রীতি কর, কর্ম্ম সকলকে প্রীতি কর, রাক্ষসগণকে সংহার ও ইহাদিগকে বিনাশ কর এবং উষা ও সূর্য্যের সহিত সমাগত হইয়া সোমরস পান কর [২]।"

"হে অশ্বিনযুগল! ক্ষত্রকে (ক্ষত্রিয়কে) প্রীতি কর ও যোদ্ধাগণকে প্রীতি কর," ইত্যাদি [৩]।

"হে অশ্বিনযুগল, ধেনুগণকে প্রীতি কর ও বিশ্ গণকে (বৈশ্যগণকে) প্রীতি কর," ইত্যাদি [৪]।

এই স্থলে জাতিভেদ প্রণালীর প্রকৃত মূলের বিষয়ে বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের সহিত কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের সহিত যোদ্ধাগণ ও বৈশ্যের সহিত ধেনুগণের কথা উল্লিখিত হওয়াতে স্পষ্টই বোধ হয় যে,

---

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। ১৬।

সহস্রমস্তক সহস্রচক্ষুঃ সহস্রচরণ সেই পুরুষ পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া (আরও) দশ অঙ্গুল স্থান অতিক্রম করিয়া আছেন। ১

পুরুষই এই সমুদায়, এবং যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে (তাহাও তিনি)। তিনি অমৃতত্বের এবং যাহা অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় (তাহার) ঈশ্বর। ২

পুরুষের মহিমা এতাবৎ, পুরুষ ইহা হইতে মহত্তর। সমস্ত ভূত ইহাঁর এক পাদ, অমরণশীল তিন পাদ দ্যুলোকে। ৩

এই ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্দ্ধ্বে উদিত হইয়াছেন এবং ইহাঁর * এক পাদ এখানে রহিয়াছে। তৎপরে তিনি সমস্ত শরীরী ও অশরীরীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। ৪

সেই পুরুষ হইতে বিরাট্ জন্ম গ্রহণ করিলেন, সেই পুরুষ বিরাট হইতে শ্রেষ্ঠ। বিরাট্ জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ ভূমি ও পুর অতিক্রম করিলেন। ৫

যখন দেবগণ পুরুষরূপ হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বসন্ত ইহাঁর ঘৃত, গ্রীষ্ম সমিৎ ও শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। ৬

পরে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই যজ্ঞরূপ পুরুষকে কুশের উপর জলপ্রোক্ষিত করিলেন। দেব, সাধ্য ও ঋষিগণ সেই পুরুষ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৭

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে সংস্কৃত আজ্য উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ সেই সমস্ত বায়ব্য এবং বন্য ও গ্রাম্য পশু উৎপন্ন করিলেন। ৮

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম যজুঃ ও ছন্দঃ উৎপন্ন হইল। ৯

সেই যজ্ঞ হইতে দুই পঁক্তি দন্ত বিশিষ্ট পশু সকল এবং গাবী অজা মেষী সকল উৎপন্ন হইল। ১০

দেবতারা যাহাকে পুরুষ করিয়াছিলেন তাহাকে কত ভাগ করেন; ইহাঁর মুখ কি, বাহুদ্বয় কি, ঊরুদ্বয় কি, এবং পাদদ্বয় কি বলিয়া উক্ত হয়? ১১

ব্রাহ্মণ ইহাঁর মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কে বাহু করা হইয়াছিল, বৈশ্য ইহার দুই ঊরু এবং দুই পদ হইতে শূদ্র হইয়াছিলেন। ১২

মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ঘ্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩

নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, দুই পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্; এই রূপে লোক সকল উৎপন্ন করিলেন। ১৪

দেবগণ যখন যজ্ঞ করত পুরুষরূপ পশু বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন সপ্ত পরিধি ও একবিংশতি সমিৎ উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৫

দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত কর্ম্ম প্রথম ধর্ম্ম হইয়াছিল। যেখানে দেবগণ, পুরাতন সাধ্যগণ আছেন, সেই স্বর্গে সেই সমস্ত মহিমা অবস্থান করে। ১৬

২ ব্রহ্ম জিন্বতমুত জিন্বতং ধিয়োহতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা।

৩ ক্ষত্রং জিন্বতমুত জিন্বতং নৄন্ হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা।

৪ ধেনূর্জিন্বতমুত জিন্বতং বিশো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা।
ঋ। ৮ম। ৫ অনু। ৪ সূ

ব্রাহ্মণেরা বেদসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মে, ক্ষত্রিয়েরা বলসাধ্য যুদ্ধব্যাপারে ও বৈশ্যরা জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী পশুপালন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ রূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য অনুসারেই তাঁহারা বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কালক্রমে বিভিন্ন জাতিতে পরিগণিত হন। যাঁহারা পশুপালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহারা বৈশ্য; যাঁহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা "ব্রহ্ম" অর্থাৎ বেদ ধারণ করিয়া তৎসাধ্য ক্রিয়াকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইলেন। এই রূপ কর্ম্মভেদই যে বর্ণভেদ হইবার মূল, মহাভারত হইতেও তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে [৫]।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৭৯২ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৮০ ৫৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	২০৯ ৫৶১৫
সমষ্টি	১১৯০ ৫৶ ৫
ব্যয়	১০৪৬ ৫ ০
স্থিত	১৪৪ ৶ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৩১৫ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৯৫ /০
পুস্তকালয়	১২৯৫ ১৫
যন্ত্রালয়	১৬৯।০
গচ্ছিত ...	৫৫ /০
সমষ্টি	৯৮০ ৫৶১০

৫ ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গত।

সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়, বর্ণের ভেদ নাই। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমুদায় লোক কর্ম্ম অনুসারে জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৬৪ ৫৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৯৮ ৫৶১৫
পুস্তকালয়	১৮০ ॥৶ ৫
যন্ত্রালয়	১৯৮ ৶১০
গচ্ছিত	১০৩ ৫৶১৫
সমষ্টি	১০৪৬ ৫ ০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" জ্ঞানকীনাথ ঘোষাল	১০
" জয়গোপাল সেন	১০
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	৫
" মথুরামোহন সুর	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৪৶১৫
" তারকনাথ দত্ত	২
" কানাইলাল পাইন	২
" চন্দ্রকুমার দত্ত	২
" লক্ষ্মীকান্ত বসু	২
" দীননাথ নাথ	১
" কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১
" হরচন্দ্র রায়	১
" শ্যামাচরণ সরকার	।০
" দানাধারে প্রাপ্ত	১৯৫১৫

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
সমষ্টি	১৩১ ৫১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

দশোপদেশ পুস্তক।

১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে যে দশটি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ॥৶০ আনা।

আগামী ৬ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ ভাদ্র মঙ্গলবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন ১৭৯২ শক

৩২৫ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বাদশং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবাদেবতা।

১২১৭

১১। [illegible] পর্ণা এত আসতে মধ্য আ [illegible]। তে সেধন্তি পথোবৃকং তরন্তং যহ্বতীরপো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১১। 'সুপর্ণাঃ' রশ্মিনামৈতৎ শোভনপতনাঃ 'এতে' সূর্য্যরশ্ময়ঃ 'আরোধনে' সর্ব্বস্যাবরকে ব্যাপ্তে 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'মধ্যে' 'আসতে' বর্ত্তন্তে। 'তে' সূর্য্যরশ্ময়ঃ 'পথঃ' মার্গাৎ 'বৃকং' অরণ্যশ্বানং 'সেধন্তি' নিষেধন্তি, নিবারয়ন্তি কীদৃশং 'যহ্বতীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' 'তরন্তং' অতিক্রামন্তং কূপপতনাৎ পূর্ব্বং ত্রিতং দৃষ্ট্বৈনং ভক্ষয়িতুং কশ্চিদরণ্যশ্বা মহতীং নদীং তিতীর্ষুরাজগাম সচ সূর্য্যরশ্মীন্ দৃষ্ট্বা যমবসরোন ভবতীতি নিববৃতে অতোরশ্ময়োবৃকং নিষেধন্তীত্যুচ্যতে। যাস্ক পক্ষে ত্বাপ ইত্যন্তরিক্ষনাম যহ্বতীরপোমহদন্তরিক্ষং পথঃ পথা দ্বাদশরশ্ম্যাত্মনা মার্গেণ তরন্তং বৃকং চন্দ্রমসং সূর্য্যরশ্ময়ো নিষেধন্তি অহনি হি সূর্য্যরশ্মিভির্নিরুদ্ধশ্চন্দ্রমা নিষ্প্রভোদৃশ্যতে অতোনিষ্প্রভং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

১১। এই সকল সূর্য্য-রশ্মি সর্ব্বাবরক অন্তরিক্ষের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। বন্য কুক্কুর যখন আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নদী পার হইতেছিল, তখন এই সূর্য্যরশ্মি সকল পথ হইতে তাহাকে নিবারণ করেন। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২১৮

১২। নব্যং তদুকথ্যং হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনং। ঋতমর্ষন্তি সিন্ধবঃ সত্যং তাতান সূর্য্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১২। হে 'দেবাসঃ' দেবাঃ 'নব্যং' নবতরং 'উকথ্যং' প্রশস্যং স্তুত্যর্হং 'সুপ্রবাচনং' সুষ্ঠু ঋত্বিগ্‌ভির্ব্বাচয়িতুং শক্যং এবম্ভূতং 'তৎ' ভবদীয়ং বলং 'হিতং' যুষ্মাসু নিহিতং। অতোযুষ্মদীয়েন বলেন 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলা নদ্যঃ 'ঋতং' উদকং 'অর্ষন্তি' আলস্যরাহিত্যেন সর্ব্বান্ প্রেরয়ন্তি অশোষ্যাঃ সত্যঃ প্রবহন্তীত্যর্থঃ। তথা 'সূর্য্যঃ' 'সত্যং' সর্ব্বদাবিদ্যমানং স্বকীয়ং তেজঃ 'তাতান' আতনোতি বিস্তারয়তি অন্যৎ সমানং।

১২। হে দেবতা সকল! ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক সুন্দর রূপে কথিত, প্রশস্ত, ও নবতর বল তোমারদিগের সকলেতে নিহিত আছে; সেই বলে সিন্ধু সকল জল বহন করিতেছে ও সূর্য্য তেজ বিস্তার করিতেছে। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২১৯

১৩। অগ্নে তব ত্যদুকথ্যং

দেবেষ্বস্ত্যাপ্যং। স নঃ সত্তো-মনুষ্বদা দেবান্ যক্ষি বিদুষ্টরো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৩। হে ‘অগ্নে’ ‘তব’ ‘উকথ্যং’ প্রশস্যং ‘ত্যৎ’ শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ‘আপ্যং’ আপির্ব্বন্ধুঃ তস্য ভাবঃ বান্ধবং ‘দেবেষু’ দানাদিগুণযুক্তেষ্বিন্দ্রাদিষু ‘অস্তি’ বিদ্যতে, তস্মাৎ ‘সঃ’ তাদৃশঃ ‘বিদুষ্টরঃ’ ত্বং ‘নঃ’ অস্মাকং যজ্ঞে ‘সত্তঃ’ নিষণ্ণঃ সন্ ‘দেবান্’ তানিন্দ্রাদীন্ ‘আ’ শাস্ত্রমর্য্যাদয়া ‘যক্ষি’ যজ হবির্ভিঃ পূজয় তত্র দৃষ্টান্তঃ ‘মনুষ্বৎ’ যথা মনুনাং যজ্ঞে তদ্বৎ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১৩। হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত বন্ধুত্ব সকল-দেবতাতেই আছে, তাদৃশ বিদ্বান্ তুমি মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমারদিগের যজ্ঞে আসীন হইয়া হবি দ্বারা ইন্দ্রাদির পূজা কর। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২০

১৪। সত্তো হোতা মনুষ্বদা দেবাঁ অচ্ছা বিদুষ্টরঃ। অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৪। ‘মনুষ্বৎ’ মনোরিবাস্মাকং যজ্ঞে ‘সত্তঃ’ নিষণ্ণো ‘হোতা’ দেবানামাহ্বাতা ‘বিদুষ্টরঃ’ বিদ্বত্তরঃ ‘দেবঃ’ দানাদিগুণযুক্তঃ ‘দেবেষু’ সর্ব্বেষ্বিন্দ্রাদিষু মধ্যে ‘মেধিরঃ’ মেধাবী এবম্ভূতঃ ‘অগ্নিঃ’ তান্ ‘দেবান্’ ‘অচ্ছা’ আভিমুখ্যেন ‘হব্যা’ হব্যানি অস্মদীয়ানি হবীংষি মর্য্যাদায়ামাকারঃ শাস্ত্রমর্য্যাদয়া যথাশাস্ত্রং ‘সুষূদতি’ প্রেরয়তু অন্যৎ সমানং।

১৪। মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমারদিগের যজ্ঞে আসীন, দেবতাদিগের আহ্বান কর্ত্তা, বিদ্বান্, দানাদিগুণযুক্ত, এবং দেবতাদিগের মধ্যে মেধাবী অগ্নি দেবতাদিগের প্রতি হবিঃ প্রেরণ করুন। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২১

১৫। ব্রহ্ম কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমীমহে। ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তামৃতং বিত্তং মে অস্য রোদসী। ১।৭। ২২।

১৫। যঃ ‘বরুণঃ’ অনিষ্টস্য নিবারয়িতা দেবঃ ‘ব্রহ্ম’ পরিবৃঢ়ং তদ্রক্ষণরূপং কর্ম্ম ‘কৃণোতি’ করোতি ‘তং’ তাদৃশং ‘গাতুবিদং’ গাতোর্ম্মার্গস্য দুঃখনিবারকস্য লম্ভয়িতারং বরুণং ‘ঈমহে’ অভিমতফলং যাচামহে। ঈমহ ইতি যাচ্ঞা কর্ম্মা। তস্মৈ বরুণায় অয়মস্মদীয়ঃ স্তোতা ‘হৃদা’ হৃদয়েন ‘মতিং’ মননীয়াং স্তুতিং ‘ব্যূর্ণোতি’ বিবৃণোতি প্রকাশয়তি উচ্চারয়তীত্যর্থঃ। সোঽয়ং ‘নব্যঃ’ স্তুত্যঃ বরুণঃ অস্মাকং ‘ঋতং’ ‘জায়তাং’ সত্যভূতোঽস্তু। ১। ৭। ২২।

১৫। যে বরুণ মহৎ কর্ম্ম করেন, দুঃখ নিবারণের পথপ্রদ সেই বরুণের নিকট আমরা অভিমত ফল যাচ্ঞা করি, স্তোতারা হৃদয় দ্বারা তাঁহার মননীয় স্তোত্র উচ্চারণ করেন। সেই স্তবনীয় বরুণ সত্য হউন। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও। ১। ৭। ২২।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১০৮

যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ। কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ১

‘যদা’ যস্মিন্ কালে মনুষ্যঃ ‘কর্ম্মণা মনসা বাচা’ ‘সর্ব্বভূতেষু’ ‘কর্হিচিৎ’ কদাপি ‘পাপং’ ‘ন কুরুতে’ ‘তদা’ ‘ব্রহ্ম’ ‘সম্পদ্যতে’ প্রাপ্নোতি। ১

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন; তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। ১

কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবেক না; কাহার ও অনিষ্ট চিন্তা করিবেক না; অন্যের অনিষ্টাচরণের বাক্যও পরিত্যাগ করিবেক। অন্যের প্রতি পাপাচরণ করিলে আপনাকেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন করা হয়। অতএব কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবেক। তাহাতে পুণ্যবান্ হইয়া পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক। ২

১০৯

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি। পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে। ২

‘পুণ্যং কুর্ব্বন্’ ‘পুণ্যকীর্ত্তিঃ’ সন্ স্বঃ ‘পুণ্যস্থানং’ ‘গচ্ছতি’ ‘স্ম’। যতঃ ‘পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি’ লোকানাম্ অতঃ ‘পুণ্যং’ ‘প্রাণদং’ প্রাণস্য দাতৃ ‘উচ্যতে’। ২

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ২

অন্নপান যেমন দৈহিক জীবনকে পোষণ করে, সেইরূপ পুণ্য দ্বারা আত্মার জীবন রক্ষিত হয়। অতএব যে সকল কর্ম্মে পুণ্য লাভ হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেক। যেমন নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইবেক, সেই রূপ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিবেক। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহ কালে পবি[illegible] কীর্ত্তি লাভ করেন ও পর কালে উন্নত লোকে গমন করেন। ২

১১০

[illegible]ত চৈব ব্রবীতি চ করোতি [illegible]। তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ। ৩

যোহি ‘পাপং’ ‘চ এব’ ‘[illegible] যতে’ সঙ্কল্পযতি ‘ব্রবীতি চ করোতি চ’ ‘তস্য’ অধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য’ ‘সাধবঃ’ ‘গুণাঃ’ ‘নশ্যন্তি’। ৩

যে ব্যক্তি [illegible]ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে; তাহার সদ্‌গুণ-সকল নষ্ট হয়। ৩

চিন্তাস্রোত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া নিরবলম্ব থাকে না। মনুষ্য যখন সদ্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সদ্ভাব সকল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম্ম সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে; কিন্তু যখন তিনি অসদ্ বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার অসদ্ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে পাপালাপ ও পাপ কর্ম্মে উৎসাহিত করে। অতএব পাপচিন্তা উদিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করিবেক। পাপচিন্তা প্রবল হইলে মনুষ্য ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পাপেতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপাচরণ করিয়া পাপেতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার আর সমুদায় সাধুগুণ তিরোহিত হইয়া যায়। চিন্তাকে সর্ব্বদা সাধু বিষয়ে নিয়োগ করিয়া রাখিবেক এবং পাপালাপ ও পাপ-কর্ম্ম সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিবেক। ৩

১১১

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ। তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্। ৪

‘যে’ ‘মহাত্মানঃ’ অক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ ‘মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ’ করণভূতৈঃ ‘পাপানি ন কুর্ব্বন্তি’ ‘তে’ এব ‘তপন্তি’ তপঃ কুর্ব্বন্তি। অপি তু যে ‘শরীরশোষণং’ সাধয়ন্তি তে ‘ন’ তপন্তি। ৪

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না। ৪

পাপকামনা, পাপবুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব প্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই তপস্যা। উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে পরিশুদ্ধ করিলে তপশ্চর্য্যা হয় না। ৪

১১২

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি। ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি। ৫

‘প্রাজ্ঞঃ’ বিবেকী ‘ধর্ম্মেণ’ সহ ‘রমতে’ বিহরতি ‘ধর্ম্মং চ এব উপজীবতি’ ধর্ম্মেণৈব কৃতেন জীবনোপায়রূপেণ প্রাণান্ ধারয়তি নত্বধর্ম্মেণ ‘এবং’ ‘হি’ ঈদৃশেনৈব প্রকারেণ ‘ধর্ম্মাত্মা’ ধর্ম্মস্বভাবঃ ‘ভবতি’। ‘চিত্তং চ’ ‘অস্য’ ধর্ম্মপরস্য ‘প্রসীদতি’ প্রসন্নো ভবতি। ৫

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্ম-পথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হন এবং ইহাঁর চিত্ত প্রসাদ লাভ করে। ৫

প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য বিবেক সহকারে পাপের মলি-

নতা ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকেন এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি পাপাচার-জনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণভঙ্গুর সুখ পরিত্যাগ করিয়া অমূল্য আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেক না ও পাপ কর্ম্মে আপাততঃ সুখ লাভের সম্ভাবনা দেখিলেও লুব্ধ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না। প্রত্যুত প্রজ্ঞা সহকারে পাপ ও পুণ্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেক। ৫

১১৩

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা। ৬

তথাহি 'যস্য আত্মা' 'পাপাৎ' 'বিরতঃ' নিবৃত্তঃ' 'কল্যাণে' শুভে 'চ' 'নিবেশিতঃ' প্রবেশিতঃ 'তেন' বিবেকিনা 'সর্ব্বং' বিশ্বম্ 'ইদং' 'বুদ্ধং' জ্ঞাতম্। তৎ বোধনমাহ 'যা' 'প্রকৃতিঃ' যাথার্থ্যরূপা যা 'চ' 'বিকৃতিঃ' বিপরীতা। ৬

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে; তিনি জানেন যে কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ। ৬

আত্মা যাবৎ পাপেতে প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ তাহার বুদ্ধি বিপরীত দর্শন করে। তখন পাপাচরণকেই সুখ লাভের হেতু বলিয়া বোধ হইতে থাকে; ধর্ম্মের সুমধুর আস্বাদন তিক্ত বোধ হয়; পাপাচারের প্রতিপোষক অসাধুগণই প্রণয়ভাজন হয়; সাধুগণের সৎসর্গ বিরক্তি উৎপাদন করে; ঈশ্বর ছায়ার ন্যায় ও ধর্ম্ম শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে; বর্ত্তমান সুখই সর্ব্বস্ব বোধ হয়; অনন্ত-জীবনের প্রতি দৃষ্টি অল্প হইয়া উঠে। আত্মা এই রূপ বিকারগ্রস্ত হইলে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণেতে আপনাকে নিয়োজিত করিবে, তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সৎপথ ও অসৎপথ সহজে প্রদর্শন করিতে থাকিবে। ৬

১১৪

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষান্নৈবানুরুধ্যতে। বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি। ৭

'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ' জ্ঞাননেত্রঃ 'নরঃ' 'ইহ' লোকে 'দোষান্ ন এব অনুরুধ্যতে' দোষানুরুদ্ধোন ভবতীত্যর্থঃ। 'যথাকামং' তথা 'বিরজ্যতে' বীতরাগোভবতি 'ন চ ধর্ম্মং' 'বিমুঞ্চতি' ত্যজতি। ৭

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন; তিনি আর ইহ লোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। ৭

অধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কল্যাণ লাভের উপায়। যিনি জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রকৃতি ও পরিণাম যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের প্রতি জাতরাগ ও অধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন; সুতরাং তিনি আর কোন দোষে আবদ্ধ হন না। অতএব জ্ঞান দ্বারা পাপবিরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ পরিবর্দ্ধিত করিবেক। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্মের অননুমোদিত বিষয়-রাগ ও বিষয়-সেবা স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাগ করেন না। ৭

১১৫

বার্য্যমাণোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি। চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি। ৮

যোবৈ 'পাপাত্মা' পাপাচরণশীলঃ সঃ 'পাপেভ্যঃ' 'বার্য্যমাণঃ' নিষিধ্যমানঃ 'অপি' বহুভিঃ 'পাপম্' এব 'ইচ্ছতি' কর্ত্তুমিতি শেষঃ। যশ্চ 'শুভাত্মা' ধর্ম্মানুষ্ঠানশীলঃ সঃ 'পাপেন' 'চোদ্যমানঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'অপি' লোকৈঃ 'শুভং ইচ্ছতি'। ৮

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্ম-শীল শুভাত্মাকে পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন। ৮

পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া অনায়াস-সাধ্য নহে এবং পুণ্য কর্ম্ম করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, পাপ-কর্ম্মে সহসা তাহার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না; অতএব দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করাই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উৎকৃষ্ট উপায়। প্রথমে যদি কষ্ট হয়, তাহা সহ্য করিয়াও ধর্ম্মাচরণ অভ্যাস করিবেক, পরিশেষে তাহা অতি সহজ হইয়া উঠিবে। ৮

১১৬

ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোঽবধীৎ। ৯

'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' অতিক্রান্তঃ সন্ 'হন্তি' 'এব' অতিক্রান্তারম্। 'ধর্ম্মঃ' 'রক্ষিতঃ' সন্ 'রক্ষতি'। 'তস্মাৎ ধর্ম্মঃ' 'ন হন্তব্যঃ' নাতিক্রমণীয়ঃ সর্ব্বৈঃ। 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'নঃ' অস্মান্ 'মাবধীৎ' ন হন্তিত্যর্থঃ। ৯

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন। ৯

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করে সে ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পালন করে সেই উন্নতি লাভ করে; ঈশ্বর আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত এই রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার শুভ অভিপ্রায় ও অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রাণপণে ধর্ম্মকে প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইবেক। অধঃপথে নিপতিত হইবার জন্য ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিবেক না। ৯

১১৭

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি। ১০

'একঃ' কেবলঃ 'ধর্ম্মঃ' 'এব' 'সুহৃৎ' মিত্রং 'যঃ' 'নিধনে অপি' মরণে সতি 'অনুযাতি' অভীষ্টপ্রদানার্থমনুগচ্ছতি। 'হি' 'প্রসিদ্ধৌ অন্যৎ' 'সর্ব্বং' ভার্য্যাপুত্রাদি 'শরীরেণ সমং' শরীরেণ সহ 'নাশং' গচ্ছতি' অতঃ পুত্রাদিস্নেহাপেক্ষয়া ধর্ম্মোন হন্তব্যঃ। ১০

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ-কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। ১০

মৃত্যুর পর যে সকল বিষয়ের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মের অনুরোধে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেক না। এখানকার আর কিছুই সঙ্গে যাইবে না, কেবল আমাদের পুণ্য ও পাপ সহগামী হইবে। পুণ্য বন্ধুর ন্যায় সহায় হইয়া উন্নতিতে লইয়া যায়, পাপ শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। অতএব চিরজীবন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক এবং আর সমুদায় অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইবেক। ১০

১১৮

ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে। অশ্রদ্দধানাধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ১১

'ন ধর্ম্মঃ অস্তি ইতি' 'মন্বানাঃ' মন্যমানাঃ 'শুচীন্' শুদ্ধান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ 'যে' 'অবহসন্তি' উপহসন্তি যেঽপি 'ধর্ম্মস্য' 'অশ্রদ্দধানাঃ' অশ্রদ্ধাবন্তঃ 'তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ'। ১১

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়। ১১

কখন 'ধর্ম্ম নাই' এরূপ মনে করিবেক না এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবেক না। যদি কখন ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাবধান হইবেক। যেমন জড় রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা সেইরূপ আত্মা সকলের নিয়ন্তা; ইহার কুত্রাপি অরাজকতা নাই। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান্ অবশ্যই পুরস্কৃত হইবেন। ১১

১১৯

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি। ১২

'সুখং হি' যথা ভবতি তথা 'অবমতঃ' অবজ্ঞাতঃ 'শেতে' নিদ্রাতি 'সুখং চ' 'প্রতিবুধ্যতে' জাগর্ত্তি। সুখং চরতি লোকে অস্মিন্'। 'অবমন্তা' অবজ্ঞাতা তু 'বিনশ্যতি'। তস্মাৎ তন্ন কার্য্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। ১২

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় এবং সুখেতে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু যে অপমান করে, সেই বিনাশ পায়। ১২

কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয়, তাহার বাস্তবিক কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে, সেই অপরাধী হয়। ১২

১২০

পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলম্। পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে। ১৩

'পাপং কুর্ব্বন্' 'পাপকীর্ত্তিঃ' সন্ 'পাপম্ এব' 'ফলম্' 'অশ্নুতে' ভুঙক্তে 'পুণ্যং কুর্ব্বন্' 'পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ 'অত্যন্তং' 'পুণ্যম্' 'অশ্নুতে'। ১৩

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে। ১৩

পাপ কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া পাপকারীর অপকীর্ত্তি ঘোষণা করে, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরও তাহাকে দণ্ড দান করেন এবং পুণ্য কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরা পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র কীর্ত্তি প্রচার করে ও ঈশ্বর তাঁহাকে পুরস্কার করেন; অতএব মনে করিও না যে, পাপ কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারিবে এবং ইহাও মনে করিও না যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগই করিতে হয়! ঈশ্বর অধর্ম্মের প্রতি প্রতিকূল ও ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল, এবং তিনি মনুষ্যজাতিকেও স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষ ও পুণ্যের স্বপক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; কেহ পাপাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে দণ্ড দান করেন ও মনুষ্য বাহির হইতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে থাকে। এবং কেহ পুণ্যাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে পুরস্কৃত করেন, মনুষ্যেরা বাহির হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে থাকে। মনুষ্য জাতির বিচারদোষে সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ন্যায়-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রসাদে ক্ষণকাল পরেই পুণ্য কর্ম্ম দ্বিগুণ তেজে দীপ্তি পাইতে থাকে, পাপকর্ম্ম দ্বিগুণ ঘৃণার সহিত পদতলে দলিত হইয়া যায়; কুজ্ঝটিকা কত ক্ষণ দিবাকরকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে? অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে দীপ্তি লাভ করিবেক। ১৩

১২১

তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ। পাপং প্রজ্ঞাং নাশযতি ক্রিযমাণং পুনঃ পুনঃ। ১৪

'তস্মাৎ' 'পুরুষঃ' 'শংসিতব্রতঃ' কৃতপ্রতিজ্ঞঃ সন্ পাপং ন কুর্ব্বীত'। কিঞ্চ 'পাপং' 'পুনঃ পুনঃ' 'ক্রিযমাণং' সৎ 'প্রজ্ঞাং' বুদ্ধিং 'নাশযতি'। বুদ্ধিনাশাৎ সর্ব্বৈব প্রণশ্যতি পাপবান। অতএবোজ্জ্বিত্বা পাপসম্বন্ধং ধর্ম্মাচরণমেব শ্রেযোঽর্থিভিঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। ১৪

অতএব পুরুষ দৃঢ়-ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃপুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়। ১৪

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয় লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে। পাপের মোহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপ ত্যাগের কঠোর প্রতিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়, এবং বলপূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। পাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে বুদ্ধি বিবেক সকলই দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দৃঢ়ব্রত হইবেক, তদ্ব্যতীত পাপ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই পরিপূর্ণ হইবে না। ১৪

সাধুতা অভ্যাস।

"স পর্য্যগাৎ"

ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন। যেখানে তিনি নাই, এমন স্থান নাই। তিনি সজন নগরে বর্ত্তমান, তিনি বিজন গহনে বিরাজমান। তিনি পর্ব্বতশিখরে ও সমুদ্রতলে স্থিতি করিতেছেন। তিনি সূর্য্যে, তিনি চন্দ্রে, তিনি নক্ষত্রে, তিনি সমুদায় জ্যোতিতে বর্ত্তমান আছেন। তিনি বায়ুতে, তিনি বৃষ্টিতে, তিনি মেঘে, তিনি বিদ্যুতে বিরাজ করিতেছেন। তিনি অগ্নিতে, তিনি জলেতে, তিনি ওষধিতে, তিনি বনস্পতিতে, তিনি সমুদায় স্থাবর ও জঙ্গমে, তিনি এই বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি দূর হইতেও দূরে, তিনি নিকট হইতেও নিকটে। তিনি ঊর্দ্ধে ও নিম্নে, তিনি সম্মুখে ও পশ্চাতে, তিনি বামে ও দক্ষিণে। তিনি আমার নিকটেই আছেন, আমিও তাঁহার নিকটেই আছি, আমি তাঁহাতেই আছি, আমি তাঁহার ক্রোড়েই অবস্থান করিতেছি। তিনি আমার অন্তরে বর্ত্তমান; যেখানে কেহই প্রবেশ করিতে পারে না, তিনি সে খানে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্থিতি করিতেছেন। সমুদায় আকাশ তাঁহার ভারে আক্রান্ত, সমুদায় আত্মা তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ। যেখানে যাই, তিনি সেই খানেই বর্ত্তমান। যে দিকে চাই, তিনি সেই দিকেই বর্ত্তমান। তিনি যেমন রাজপ্রাসাদে বর্ত্তমান সেই রূপ দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেও বিরাজমান। তিনি আনন্দকোলাহলে বর্ত্তমান, তিনি শোকাতুরের আর্ত্তনাদেও বিরাজমান।

সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে দর্শন কর। দেখ, তিনি তোমার নিকটেই বর্ত্তমান আছেন। তুমি সেই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছ, সমুদায় চরাচর সেই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এবং দূরে গেলেও তাঁহা হইতে দূর হওয়া যায় না। তুমি নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ কর, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, তুমি কার্য্যালয়ে প্রবেশ কর সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, উপবনে গমন কর, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, জলের মধ্যে নিমগ্ন হও, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, তিনি সেই দিকেই বর্ত্তমান, আপনার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেও তিনি পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। তুমি যখন মনে কর, আমি একাকী আছি, তখন তিনি তোমার নিকট অবস্থান করেন। হে আত্মন্! তুমি এই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার প্রতি কেন অন্ধ হইয়া থাক। যিনি সমুদায় স্থানে বর্ত্তমান, তুমি কেন তাঁহাকে দেখিতে পাও না, তুমি তাঁহাকে না দেখিয়া কেন বিলাপ করিতে থাক। তুমি আপনার অন্ধতা বুঝিতে না পরিয়া তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলিয়া ভাবিতেছ! তিনি দূরস্থ নহেন, তুমি বাহিরে দৃষ্টিপাত কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তুমি অন্তরে দৃষ্টিপাত কর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। চক্ষু উন্মীলন কর, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তুমি আলোকে আগমন কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তুমি অন্ধকারে প্রবেশ কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তুমি এখানেই দেখ, তিনি তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তুমি যখন সেই সর্ব্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারিবে, তখন তুমি নব জীবন লাভ করিবে, তোমার মৃত আত্মা পুনর্জ্জীবিত হইবে, তোমার অন্তর হইতে তিমিররাশি তিরোহিত ও তাহা দিব্য আলোকে পরিপূর্ণ হইবে। তোমার পাপতাপ ও শোকজ্বালা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। জীবনের প্রকৃত পথ তো-

মার সম্মুখে আবিষ্কৃত হইবে। তখন প্রলোভন ও ভয় তোমাকে আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হইবে। এক্ষণে যে স্থান শূন্য দেখিতেছ, তখন পূর্ণ দেখিবে। এখন যাহা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতেছে, তখন তাহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। তখন তুমি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে থাকিবে।

হে ঈশ্বর! এই যে তুমি আমার নিকটেই বর্ত্তমান। তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ। তোমাতেই সমুদায় ভুবন প্রবিষ্ট হইয়া আছে এবং তুমি সমুদায় ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছ। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছ। হৃদয় তোমার অমৃতরসে পূর্ণ হইয়া আছে। আত্মা তোমাকে সন্নিকটে দেখিলে মোহশৃঙ্খল ছেদ করিয়া, তোমার আকাশে সঞ্চরণ করে। তখন তোমার ছায়াতে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব বিশ্রামসুখ অনুভব করে। তখন ঊর্দ্ধে তুমি, নিম্নে সংসার, আত্মা তাহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া উভয় দিকেই আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করে। যখন তোমাকে দেখিতে না পাই, তখনই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করি। তখন দশ দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন সকল স্থল কেবল বিভীষিকায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তখন উদ্বেগ ও ভয়ে হৃদয় জর্জ্জর হয়। তখন আশা ও আনন্দ ক্ষীণ হইয়া যায়। হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমার অন্তরে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাক। আমি যেন তোমা হইতে দূরে গিয়া দুর্গতি প্রাপ্ত না হই। আমার হৃদয়মন্দিরে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। হে সর্ব্বব্যাপী! হে সর্ব্বান্তর্যামী! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ। অবনত হৃদয়ে তোমাকে নমস্কার করি।

আত্ম দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আত্মাতে এই রূপ একটি শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আমরা সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি[১]। ইহা দ্বারাই আমরা বাহ্য জ্ঞান উপার্জ্জন করি, ইহা দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করি এবং ইহা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হই। প্রথমে ইন্দ্রিয় দ্বারা এই শক্তির কার্য্য

১। এই জানিবার শক্তিকে কখন জ্ঞান কখন বুদ্ধি বলিয়া লোকে সচরাচর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কখন এই শক্তি ও ইহার কার্য্য পরস্পর পৃথক্ করিবার জন্য শক্তিকে বুদ্ধি ও তাহার কার্য্যকে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। কখন বা উভয়ই জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়, যখন বলা যায় জ্ঞান দ্বারা জানা যায়, তখন জ্ঞান শব্দে শক্তি এবং যখন বলা যায়, জ্ঞান লাভ হয়, তখন সেই শক্তির কার্য্য লক্ষ্য হইয়া থাকে। এদেশের নৈয়ায়িকগণ এই শক্তিকে প্রথমে অনুভূতি ও স্মৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অনুভূতিকে আবার প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমা ও শাব্দবোধ এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে আবার প্রত্যক্ষকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক ও জড় পদার্থ বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় মন এই ছয় ইন্দ্রিয় ভেদে চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ ও মানস এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। বেলেণ্টাইন্ সাহেব আমাদের গৌতমসূত্র সকল স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উপমা ও শাব্দবোধকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোন কোন দর্শনকার আঘ্রাণ ও আস্বাদনকেও ত্বগিন্দ্রিয়ের বিশেষ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে জানিবার শক্তিকে বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করিয়া গ্রহণ ধারণ তর্ক সংশয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি তাহার আটটি প্রক্রিয়া আটটি গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কখন বা এই শক্তির সহজ কার্য্য সকল সহজ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ বা সেই শক্তির যাবতীয় অংশকে বুদ্ধিবৃত্তি নাম দিয়া তাহাকে জ্ঞান স্মৃতি ও কল্পনা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আত্মাতে একটি জানিবার শক্তি আছে, তদ্দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের সহায়তা আবশ্যক; কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত তুলনা কল্পনা অনুমান প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন; আবার কোন বিষয় জানা এত সহজ যে জানিবার শক্তি কিঞ্চিন্মাত্র উন্মেষিত হইলেই তাহা সহজেই আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়।

আরব্ধ হয়, ক্রমে ইহা যত পুষ্ট হইতে থাকে, ততই ইহার নিপুণতা বৃদ্ধি পায় এবং বাহ্য ও আন্তরিক নানাবিধ উপকরণের সাহায্যে তর্ক বিতর্ক বিচার তুলনা কল্পনা অনুমান প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রকটিত করিয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্য বিস্তারিত করে।

যখন আমরা বাহ্য জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তখন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সহায়তার প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে আত্মার জ্ঞানশক্তির কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেই ভিন্নতা অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা হইলে আত্মার প্রকৃতি উজ্জ্বল রূপে গ্রহণ করা যাইবে। ঘটিকা যন্ত্রের শঙ্কু যে নিয়মে নিয়মিত রূপে ঘূর্ণিত হইয়া বেলার পরিমাণ করিতেছে, নদী সকল যে নিয়মে পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সাগরক্রোড়ে গমন করিতেছে, দিবাকর যে নিয়মে উদিত ও অস্তমিত হইয়া কালকে দিবা ও রাত্রিতে বিভাগ করিতেছে এবং যন্ত্রস্থ পুত্তলিকা সকল যে নিয়মে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করে, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যও অবিকল সেই ভৌতিক নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে; আত্মার জ্ঞানক্রিয়া সে প্রকার নহে। যখন দৃশ্য বস্তু হইতে উদ্গীর্ণ আলোক সেই বস্তুর আকার ধারণ করিয়া চক্ষুর কণীনিকা দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, যখন চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত বায়ুরাশি জলের ন্যায় তরঙ্গ সহকারে শ্রবণীয় শব্দ বহন করিয়া কর্ণকুহরের চর্ম্মময় কবাটে আঘাত করে, যখন আঘ্রেয় বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, যখন আস্বাদনীয় বস্তু রসনাতে পতিত হয়, এবং যখন স্পৃশ্য বস্তু ত্বকের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়; তখন, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি শিরা ভৌতিক নিয়ম অনুসারে, ইন্দ্রিয়দ্বারে উপস্থিত সেই সমস্ত শব্দস্পর্শাদি বিষয়কে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়; তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সংস্রবে মস্তিষ্কের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হয় এবং যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দ্বারা ভৌতিক নিয়ম অনুসারেই মুখ চক্ষু হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে নানাবিধ ক্রিয়াও প্রকটিত হইতে থাকে। এই পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যের সীমা ও ভৌতিক নিয়মের অধিকার। ইতর জন্তু সকল এই রূপ ইন্দ্রিয় কার্য্য দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আত্মা ইহার উপর আবার পৃথক্ রূপে কার্য্য করিতেছে—বহির্ব্বিষয় সংযোগে মস্তিষ্কে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন হইতেছে, আত্মা জ্ঞান-শক্তি প্রভাবে তাহা জানিতেছে, এবং আরও আশ্চার্য্য কৌশল এই যে, সেই আভ্যন্তরিক ছায়া মাত্র প্রাপ্ত হইয়া বহিঃস্থিত পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সকল যথাবৎ উপলব্ধি করিতেছে। আমি যে বস্তুকে দেখিতেছি, সে বস্তু কোথা, আর আমার আত্মা কোথা! সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র আলোক সহকারে আমার চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও শিরা সহকারে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া আমাকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে, আর আমি সেই ছায়ার উপর বিশ্বাস করিয়া কত গুরুতর ব্যাপার অবগত হইতেছি। কোথায় একটি শব্দ উৎপন্ন হইল, আর আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছে! কিন্তু অমনি বায়ুসমুদ্রে সেই শব্দের অনুযায়ী তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া, যেন শরীরের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আত্মাকে শ্রবণ করাইবার জন্য কর্ণবিবরের চর্ম্মময় কবাটে সাঙ্কেতিক আঘাত প্রদান করিতে লাগিল, এবং যেমন তাড়িত তন্ত্রীর এক প্রান্তে আঘাত করিলে অপর প্রান্তে তাহার অনুরূপ স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেই রূপ করিয়া বাহিরের সংবাদ শিরারূপ তা-

DAMAGED.

ড়িত তন্ত্রী সহযোগে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে আত্মা তাহা নিঃসংশয়ে পাঠ করিয়া কত গুরুতর কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইল! এই রূপ এক এক ইন্দ্রিয় এক এক বিস্ময়-করী প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মার জ্ঞান-রাজ্য বিস্তারিত করিতেছে। আমাদের প্রত্যক্ষ-বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ কি কি সাহায্য করে ও আত্মার কার্য্য কতটুকু, এক্ষণে তাহা কেমন স্পষ্ট রূপে পৃথক্ করা যাইতেছে এবং ঐক্য প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতেই আত্মার সত্তা কেমন উজ্জ্বল রূপে প্রতীত হইতেছে।

ইতর জন্তুর যে সকল কার্য্যে জ্ঞানের আভাস দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জ্ঞানক্রিয়া নহে, স্বভাবসিদ্ধ অথবা অভ্যাস-জনিত সংস্কারের কার্য্য। সংস্কার কি পদার্থ তাহা সময়ান্তরে বিবেচনা করা যাইবে, এ-ক্ষণে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, সংস্কারের কার্য্যে চিরকাল একটি ভ্রান্তিরহিত পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মনুষ্যের জ্ঞানক্রিয়াতে ভ্রম ও প্রমা উভয়ই দৃষ্টিগোচর হয়।

আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পদ্ধতি আর এক প্রকার। বাহ্য জ্ঞানের ন্যায় ইহাতে তাদৃশ আড়ম্বর নাই সুতরাং ইহা বুঝিবার অথবা বুঝাইবার নিমিত্ত অধিক আয়াসও পাইতে হয় না। যখনই চক্ষু দ্বারা দর্শন করি, তখনই আপনাকে দ্রষ্টা বলিয়া উপ-লব্ধি করি; যখনই কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, তখনই আপনাকে শ্রোতা বলিয়া প্রতীতি করি; যখনই ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করি, তখনই আপনাকে স্প্রষ্টা বলিয়া বোধ করি; যখন কিছু জানিতে পারি, তখনই আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া গ্রহণ করি; যখনই সুখ বা দুঃখ ভোগ করি, তখনই আপনাকে সুখী বা দুঃখী বলিয়া জ্ঞান করি; এবং যখনই কোন কর্ম্ম করি, তখনই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করি। এই রূপে প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আপ-নাকে জানিতেছি। নিতান্ত শৈশবে আত্ম-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। প্রথমে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান শক্তির কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে তাহা কিঞ্চিৎ বিকশিত হইলেই আত্মজ্ঞান অপরি-হার্য্য হইয়া প্রতি নিশ্বাসের সহিত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। নানাবিধ কারণে আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের শক্তি এক বারে বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু এমন অবস্থা প্রায়ই উপস্থিত হয় না যে, তাহাতে আত্মজ্ঞান এক বারে লুপ্ত হইয়া যায়। কি-ঞ্চিৎ স্থির হইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই শরীর ও ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্র স্বরূপ, আর আমি ইহার যন্ত্রী [২]।

ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের প্রণালী আবার আর এক প্রকার। আমরা যে পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে জানিতে শিখিয়াছি, তাহাতেও কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। সম্মুখে যে জড় জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, রাত্রিকালের আ-কাশে যে অগণ্য হীরক খণ্ড সদৃশ তারকা বলি দীপ্তি পাইতে থাকে, যে সকল বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী ও মনুষ্যগণে আমরা পরি-বেষ্টিত রহিয়াছি, চক্ষু উন্মীলিত হইলেই তাহা যেমন দেখিতে পাওয়া যায়; সেই রূপ স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর অপ্রতিহত শক্তি রূপে অপরিমেয় মহত্ত্ব রূপে অদৃষ্টিগোচর জ্যোতি রূপে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য রূপে অনির্ব্বচনীয় পূর্ণ রূপে সর্ব্বকাল সর্ব্বস্থানে বিরাজমান

২। এই আত্মজ্ঞান বেদান্ত দর্শনে "অহঙ্কার" শব্দে অভিহিত হয়। বৈদান্তিক মতে সেই অহঙ্কার ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত অভিমান মাত্র; প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে মনুষ্যের আত্মা ব্রহ্মাত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং ভিন্নতাসূচক যে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ই ভ্রান্তি। ন্যায় দর্শনের মত ইহার বিরুদ্ধ; নৈয়ায়িক মতে পর-মাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুতরাং "অহঙ্কার" ভ্রমাত্মক নহে। এ বিষয়ে ন্যায়দর্শনই যথার্থ দর্শন করিয়াছেন।

আছেন; জ্ঞানশক্তি, আত্মার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই তিনি সেই দৃষ্টিপথে অতিথি হন। উন্মীলিত চর্ম্মচক্ষু যে রূপ সহজে আলোক দর্শন করে, উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু সেই রূপ সহজেই ব্রহ্মদর্শন প্রাপ্ত হয়। যেমন আলোক চক্ষুর অপরিহার্য্য বিষয়, সেই রূপ ঈশ্বর আত্মার জ্ঞানচক্ষুর অপরিহার্য্য বিষয়। সভ্য হউন, আর অসভ্য হউন, মূর্খ হউন আর পণ্ডিত হউন, কেহই স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে জ্ঞান-চক্ষুর নিকট হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ নহেন [৩]। ঈশ্বর যেমন ইন্দ্রিয়গণের নিকটে এই জগৎ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রূপ আত্মার নিকটে আপনি প্রকাশিত হইয়া আছেন।

আত্মাতে যে জানিবার শক্তি আছে, বাহ্য জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর তাহার সহজ বিষয়। আত্মা ত্রিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই তিন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে; এই জ্ঞানই আত্মার সহজ জ্ঞান; জ্ঞানশক্তির অতি সহজ ক্রিয়াতেই এই ত্রিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরে আত্মা বিবিধ নৈপুণ্য সহকারে বিবিধ প্রক্রিয়া প্রকটিত করিয়া ঈশ্বরবিষয়ে আত্মবিষয়ে জড়প্রকৃতি বিষয়ে ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বিবিধ তত্ত্ব আবি-ষ্কার করিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে, স্বয়ং অসাধারণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় ও পৃথি-বীর মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতে থাকে। মনুষ্য সেই বিচিত্র জ্ঞানক্রিয়া সহকারে চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদায় পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নানা শাখা প্রশাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড পদার্থ বিদ্যা প্রস্তুত করিতেছে; আত্মার বিষয় আলোচনা করিয়া কত অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব অভ্যাস করিতেছে, এবং ঈশ্বররূপ মহা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া কত দুর্জ্ঞেয় রত্নের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছে।

৩। যেমন কোন কোন ব্যক্তি এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বে সংশয় করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের অস্তি-ত্বেও সংশয় করিয়া থাকেন। কিন্তু নাস্তিকতার মধ্য হইতেই ঈশ্বরজ্ঞানের আভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৃথিবীতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রথমে কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, এই বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, প্রথমে ঈশ্বরজ্ঞান না জন্মিলে তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না। এই বিষয়টি এদেশের নৈয়ায়িকগণ সুন্দর রূপে বুঝিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাদিগের বিচারপ্রণালী সাধারণের পক্ষে কঠিন হইবে, তথাপি চেষ্টা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে এই ভাবিয়া যত দূর সাধ্য সহজ করিয়া তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে—তাঁহারা বলেন, "যে বস্তু অলীক, সে বস্তুর অস্তিত্বও উপলব্ধ হয় না, নাস্তিত্বও উপলব্ধ হয় না, তাহা অস্তি ও নাস্তি উভয় প্রকার জ্ঞানেরই অবিষয়। যাহার অস্তিত্ব কখন অনুভূত হয় নাই, তাহার নাস্তিত্বও কখন অনুভূত হয় না। অতএব ঈশ্বর বিষয়ক নাস্তিত্ব জ্ঞানের অভ্যন্তরেই অস্তিত্ব জ্ঞান বিদ্যমান থাকে।"

দুর্গোৎসব।

কোথা হইতে দুর্গোৎসবের উৎপত্তি হইল? আমাদিগের আদি গ্রন্থ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যত দূর পাঠ করা গিয়াছে, তাহাতে দুর্গোৎসবের নাম গন্ধ নাই। যজু-র্ব্বেদসংহিতায় যে অম্বিকা দেবীর কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি ত্র্যম্বক দেবের ভগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কখনই বঙ্গ দেশের দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী নহেন। বে-দের যে রূপ প্রকৃতি, তাহাতে এক বারেই এই রূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দুর্গোৎসব বৈদিক ঋষিগণের কল্পনাতেও উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি দয়ানন্দ সর-স্বতী নামক এক জন বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী কাশী প্রভৃতি প্রদেশে আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতেছেন যে, বেদের মধ্যে প্রতিমা পূজার বিধি নাই; এই উপলক্ষে কাশি-রাজের সভাতে কাশীর অধিবাসী ও প্রবাসী নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু কেহই বেদ হইতে প্রতিমা

পূজার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আশ্বলায়ন প্রভৃতি মুনিগণ বিস্তীর্ণ বেদ হইতে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড সকল সংকলন পূর্ব্বক যে সমস্ত শ্রৌত সূত্র প্রণয়ন করেন, তাহাতে দুর্গোৎসবের কোন কথা নাই। যে সকল গৃহ্য সূত্রে বিবাহ প্রভৃতি যাবতীয় গৃহ কর্ম্মের পদ্ধতি বিধি বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না; সাময়াচারিক সূত্র নামক যে সমস্ত সূত্র গ্রন্থে, নানাবিধ আচার ব্যবহারের বিষয় নিয়মিত হইয়াছে, তাহাতেও উহার নাম গন্ধ নাই। শ্রাদ্ধ-কালে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজক বলিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি যে বিংশতি জন ঋষির নাম পাঠ করা হয়, তাঁহাদের বিংশতি খানি স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখ, তাহাতেও দুর্গোৎসবের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে কি এই সংশয় উৎপন্ন হয় না যে, যে বেদ ও স্মৃতি হইতে হোম যাগ তপস্যা অবধি মুখ প্রক্ষালন ও দন্ত-ধাবন পর্য্যন্ত যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে এমন প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার কোন কথা না থাকি-বার কারণ কি? বস্তুতঃ দুর্গোৎসব বেদমূলক অনুষ্ঠান নহে। যদি বেদমূলক হইত, তাহা হইলে যে সকল সূত্র ও স্মৃতি বেদমূলক, তাহাতে অবশ্যই উহার বিষয় উল্লিখিত থাকিত।

যে বিস্তীর্ণ ভারত বর্ষ হিন্দুস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার সকল দেশে এ উৎসব প্রচলিত নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গ দেশ অতিক্রম করিলে আর এ উৎসবের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে এই উৎসব বঙ্গ দেশ হইতেই অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন স্থানে সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই উৎসব যে কেবল বেদ ও স্মৃতির বহির্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এ রূপ নহে, আরও অধিক জানা যাইতেছে—দুর্গোৎসব হিন্দুজাতির পৈতৃক উৎসব নহে, এ উৎসব আর্য্য জাতির উদ্ভাবিত নহে। হিন্দু জাতির বীজ পুরুষ আর্য্যগণ যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হোম যাগ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সেই সেই দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দুর্গোৎসব যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে ভারত বর্ষের সর্ব্বত্রই অন্যান্য আর্য্য অনুষ্ঠানের ন্যায় অন্ততঃ ইহার চিহ্নও থাকিত।

বঙ্গদেশীয় হিন্দুধর্ম্মের ব্যাবস্থাপক বহু-শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথি-তত্ত্ব নামক গ্রন্থের যে স্থানে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা লইয়া বিচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি হোম দান প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা দিবার সময়ে যেমন শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা দান কালে সে রূপ শ্রুতি বা স্মৃতির বচন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল মার্কণ্ডেয় পুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ ও দেবী-পুরাণ প্রভৃতি কএক খানি তন্ত্রপ্রকৃতির পুরাণ হইতে "শারদীয়" মহোৎসবের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহা দ্বারা দুর্গোৎসবের প্রাচীনত্ব সংস্থাপন না হইয়া ঐ সকল পুরাণের আধুনিকতাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের "দেবীমাহাত্ম্য" নামক কএকটি অধ্যায়ে এই দুর্গাপূজার মূল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবগণ মহিষাসুরের নিকট পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলে

কোপপ্রভাবে তাঁহার শরীর হইতে তেজ উৎপন্ন হইল, তখন ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতেও সেই রূপ তেজ নির্গত ও সমুদায় দেবতেজ একত্রিত হইয়া স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সেই স্ত্রীই এই মহিষমর্দ্দিনী দেবতা। কিন্তু সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে দুর্গা মহাদেবের পত্নী। সে যাহা হউক, কোথা হইতে এই উপাখ্যান উৎপন্ন হইল? বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে দেবাসুরের যুদ্ধ বিষয়ক ভূরি ভূরি উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাতে উক্ত প্রকার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় না। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে সময়ে এখানে শক্তি দেবতার উপাসনা প্রচলিত হয়, সেই সময়ে ঐ রূপ উপাখ্যান সকল কল্পিত হইয়াছে এবং শক্তি প্রধান পুরাণ ও তন্ত্র সকল সেই সময় অবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে[১]। কিন্তু তাহার কোন স্থলেই এখনকার ন্যায় কার্ত্তিক গণেশ ও লক্ষ্মী সরস্বতী সমন্বিত সিংহবাহিনী দেবতার উল্লেখ নাই। এবং এক্ষণে সকল স্থানে এক রূপ প্রতিমাও দৃষ্টিগোচর হয় না—কোন স্থানে ছিন্ন মহিষ হইতে অর্দ্ধবিনিষ্ক্রান্ত ও কোন স্থানে সম্পূর্ণাঙ্গ অসুর মূর্ত্তি; আবার কোন স্থানের প্রতিমাতে কার্ত্তিক ও গণেশের প্রতিমা এক বারে থাকে না। শারদীয় উৎসবের বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রবল রূপে প্রচলিত যে একটি আখ্যায়িকা এবং পদ্ম পুরাণে দুর্গার উৎপত্তি বিষয়ে ঐ কিংবদন্তীর পোষক যে উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট রূপেই শারদীয় মহোৎসবের উৎপত্তির অন্যবিধ কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আখ্যায়িকা এই যে, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে ভগবতী জন্ম গ্রহণ করেন; কৈলাসশিখর-বাসী মহাদেবের সহিত সেই কন্যার বিবাহ হয়। ভগবতী সম্বৎসর মহাদেবের গৃহে থাকেন, কেবল বর্ষের মধ্যে তিন দিন পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। সেই তিন দিন উৎসব হইয়া থাকে। এই আখ্যায়িকার উপরেই বিশ্বাস করিয়া বঙ্গ দেশে বর্ষে বর্ষে দুর্গোৎসবের সময় "আগমনী" ও "বিজয়া" নামক এক প্রকার আনন্দসূচক ও শোকসূচক সঙ্গীত প্রস্তুত হয়। আবার এই উৎসবের উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি প্রবাদও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা এই যে, রামচন্দ্র রাবণ বধের সময়ে শরৎকালে ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি এই দুর্গা পূজার উৎসব শরৎকালেই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গা পূজার বোধনমন্ত্র হইতেও এই প্রবাদের পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে[২]।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শরৎকালে দুর্গা পূজার বিধি, "আগমনী" ও "বিজয়া" বিষয়ক আখ্যায়িকা এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক অকালে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বিষয়ক প্রবাদ ও তাহার অনুকূল বোধনমন্ত্র এই ত্রিবিধ উপকরণ হইতে দুর্গোৎসবের উৎপত্তি বিষয়ে এইমাত্র স্থির করা যাইতে পারে যে, যখন বেদ ও স্মৃতিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই; যখন বঙ্গবাসীদিগের সংস্রব ব্যতিরেকে ভারত বর্ষের আর কোন প্রদেশেই প্রচলিত হয় নাই, তখন ইহা যে হিন্দু জাতির পৈতৃক উৎসব নহে, তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। প্রত্যুতঃ যে জাতি স্বকীয় বা পরকীয় সকল দেবতা হইতেই অনিষ্টাশঙ্কায় আকুল হইয়া থাকেন, যে জাতি এখানকার

১ শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

২ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তূষি কৃতঃ পুরা। অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ সায়াহ্নে বোধয়াম্যতঃ।

আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী ও পঞ্চানন প্রভৃতি দেবগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, যে জাতি তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া মুসলমান-দিগের নিকট হইতে সত্য পীর, গাজী পীর পীর মামুদ ও সাফরিদ প্রভৃতির পূজা শিক্ষা করিয়াছেন, যে জাতি শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবতাগণকে, অধিক কি, মুসলমানদিগের সত্য পীরকে [৩] অকুণ্ঠিত হৃদয়ে আপনাদের দেবতা করিয়া নানাবিধ পুরাণ ও তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন[৪], সেই জাতি যে অন্য জাতির নিকট হইতে যুদ্ধানুরাগিণী শক্তি দেবতা গ্রহণ করিয়া নানাবিধ শাস্ত্র ও নানাবিধ উৎসব সৃষ্টি করিবেন, ইহাতে কিছুই অসম্ভাবনা নাই। যখন রাজপুত্র বঙ্গ পিতার আদেশে এই দেশে আসিয়া আধিপত্য সংস্থাপন করেন,[৫] সেই সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানগণ যখন এ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বদেশ হইতে শারদীয় দুর্গোৎসব সঙ্গে করিয়া আনেন নাই; তাঁহাদিগের সন্তানগণ এই দেশে আসিয়াই প্রথমে যে আকারে হউক, উহা শিক্ষা করেন; পশ্চাৎ উহাতে নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরোপ করিয়াছেন এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, বেদের দেবাসুর সংগ্রাম বিষয়ক উপাখ্যানজ্ঞ পুরাণকর্ত্তা এই দেশ হইতেই কোন প্রকার মূল পাইয়া আর্য্যজাতিসমুচিত অদ্ভুত কবিত্ব ও কল্পনা শক্তি সহকারে নূতন উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বাসন্তী দুর্গা পূজার সহিত শারদীয় দুর্গা পূজার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে; ঐ উভয় পূজার মূল স্থির করিবার জন্য একটি সুরথ রাজার সময়ে ও দ্বিতীয়টি রামচন্দ্রের সময়ে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকিবে। দুর্গার শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে; তাহার সহিত রণ-প্রবৃত্তা দুর্গাপ্রতিমার কিছুই মিল নাই। এবং উক্ত আখ্যায়িকা যে অধিক পুরাতন তাহাও বোধ হয় না।

যে সময়ে যে রূপ করিয়া এই দুর্গোৎসবের সৃষ্টি হউক; এক্ষণে ইহা বঙ্গ দেশীয় হিন্দুজাতির প্রধান ও প্রিয় উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যে কেবল ধর্ম্মের জন্য প্রাধান্য লাভ ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে, তাহা নহে; এই উৎসবের সময়ে সকল প্রকার ব্যক্তিই স্ব স্ব কামনা পূর্ণ করিবার অবকাশ পাইয়া থাকে। দেব দেবীর প্রতি যাঁহাদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, এই সময়ে তাঁহাদের প্রীতি ভক্তি যেমন উত্তেজিত হইবে, সেই রূপ এই সময়েই পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগের পাপস্পৃহা সমধিক চরিতার্থতা লাভ করিবে এবং সেই রূপ সকল শ্রেণীর লোকেই কোন না কোন বিষয়ে আপনাদিকে উপকৃত বোধ করিবে। এই উৎসবের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মেরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পৌত্তলিকগণ অনীশ্বরে ঈশ্বর-জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিশক্তির অবমাননা করিতেছেন, ব্রাহ্মদিগকে কখন সে রূপ দোষে পতিত হইতে না হয়, কেবল এই শিক্ষা নহে; আর একটি বহুমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে;—মনুষ্যের যেমন এক অংশ শরীর ও আর এক অংশ আত্মা, সেই রূপ ধর্ম্মের এক অংশ সার, আর এক অংশ বাহ্য আকার। কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোন্ ধর্ম্ম মিথ্যা এ স্থলে তাহার আলোচনা না করিয়া সাধারণতঃ সকল ধর্ম্ম লইয়া প-

৩ শব্দকল্পদ্রুমে সত্য নারায়ণ শব্দ দেখ।

৪ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাঁরা মুসলমান-দিগের মতে গুরু, ঈশ্বর নহেন, কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট দেবতা হইয়াআছেন।

রীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের সার ভাগ তিরোহিত হইয়া যায় এবং জনসমাজ কেবল তাহার বাহ্য আকারে বদ্ধ হইয়া পড়ে। সকল সম্প্রদায়েরই এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি বাহিরে হিন্দু শাস্ত্র, কোরাণ বা বাইবল অনুসারে সমুদায় ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ও তাঁহার আমোদগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, প্রতি পদনিক্ষেপে তাঁহার ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আদেশ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এক একটি উৎসব পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মের পক্ষেও ইহা অসম্ভাবিত নহে যে, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহার ক্রিয়া কাণ্ড হইতে পৌত্তলিকতা অপসারিত হইয়াছে, তিনি তীব্রতা সহকারে উপধর্ম্মের বিপক্ষে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য "পিশাচের" আদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহার আমোদগৃহ মূর্ত্তিমান্ পাপের বিলাসভূমি হইয়া আছে, তাঁহার বিষয় কর্ম্ম হইতে নীতি দেবী সুদূরে পলায়ন করিয়াছেন। যাহাতে জনসমাজে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা না করিয়া সকল সম্প্রদায়ই কেবল কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া লইয়া দল বন্ধন করিতে যান, ইহাই উক্তরূপ শোচনীয় অবস্থার অন্যতর কারণ। ঈশ্বর ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে রক্ষা করুন; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারপ্রণালী জনসমাজকে নূতন আলোক প্রদর্শন করুক।

উপদেশঃ।

বিদ্যাদ্ব্রহ্ম ভজেদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ প্রিয়মাচরেৎ।
বিদ্বান্ ভক্তশ্চ কর্ম্মী চ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
বিনা জ্ঞানং ভবেদন্ধো ভক্তিমান্ কর্ম্মবানপি।
অখল্পি বিনা চক্ষুর্গচ্ছন্ পততি দুস্তরে॥
বিফলা ভবতি প্রজ্ঞা যদি ভক্তিং বিনা কৃতা।
চক্ষুষ্মানপ্যচরণো ন গন্তুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
কিং জ্ঞানৈরথবা ভক্ত্যা নচেদস্তি চ তৎক্রিয়া।
বিফলং চরণং চক্ষুর্নাস্তি গমনমেব চেৎ॥
প্রজ্ঞানেন চ ভক্ত্যা চ কর্ম্মণা চ সুসংযতঃ।
উপাসীত পরং ব্রহ্ম সত্যসুন্দরমঙ্গলং॥
সত্যং গচ্ছতি প্রজ্ঞানং প্রীতিঃ সৌন্দর্য্যশায়িনী।
স এব সাধকো যস্য চেষ্টা চরতি মঙ্গলং॥
প্রমাণং পরমেশস্য কার্য্যভূতমিদঞ্জগৎ।
স্বাভাবিকী প্রতীতিশ্চ কিমনেকবিতণ্ডয়া॥
বৈশ্বানরঃ স্বতোজাতঃ পূর্ণং ব্রহ্মেতি প্রত্যয়ঃ।
আত্মদর্শনদক্ষাণামন্তঃ স্ফুরতি নিত্যশঃ॥
যো ভাত্যতীতা চাকাশমাকৃতের্ব্বিনিযামকং।
সাকৃতিং মন্যতে মূঢস্তং বিভুং শুদ্ধচিন্ময়ং॥
য আস্তেহতিগতঃ কালং পরিবৃত্তিনিয়ামকং।
অনাদ্যন্তো ধ্রুবোনিত্যঃ কথং স জন্মভাগ্ভবেৎ॥
স এষাং জগতাং স্রষ্টা পাতা ভর্ত্তা চ শাশ্বতঃ।
চরাচরাণি ভূতানি নালং তমতিবর্ত্তিতুং॥
ন কশ্চিৎ প্রভুরস্যাস্তি স এব জগতাং প্রভুঃ।
নিযন্তা সর্ব্বলোকানাং স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বশক্তিমান্॥
অতীন্দ্রিয়োহচিন্তনীয়ঃ শুদ্ধজ্ঞানময়োহি সঃ।
ন মেয়ো নোপমেয়শ্চ জ্ঞানমাত্রস্য গোচরঃ॥
কল্যাণসন্ততিং নিত্যমাতনোতি নিরন্তরাং।
নিরাকৃতবিকারোহয়ং সত্যসুন্দরমঙ্গলঃ॥
শান্তং দান্তমুপরতং কৃত্বাত্মানং সমাহিতং।
তিষ্ঠন্ননুগ্রহাপেক্ষী পশ্যন্ হৃদয়মন্দিরে।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বতো ব্যাপ্তং পূর্ণানন্দং সনাতনং।
সর্ব্বেষামন্তরাত্মানং শিবং শান্তিনিকেতনং।
পিতরং মাতরং বন্ধুং দাতারং সুখসম্পদাং।
ত্রাতারং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সহায়ং সাধুকর্ম্মণাং।
আস্পদং পরমপ্রেম্নাং সখায়ং নিত্যমাত্মনাং।
সর্ব্বেষাং জগতাং মূলং ফলদং সর্ব্বকর্ম্মণাং।
আশ্রয়ং সর্ব্বভূতানামতীতং দেশকালয়োঃ।
গোচরং জ্ঞাননেত্রানামবাঙ্মনসগোচরং।
পরাত্মানং নমেন্নিত্যং শ্রদ্ধাপ্রীতিসমন্বিতঃ।
স এব পরমোলোকঃ স এব পরমা গতিঃ॥

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অনেক দিন হইল উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মিত্র প্রকাশ। সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্র ও কবিরহস্য প্রথম ভাগ। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

২। সুবর্ণবণিক। শ্রীবলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক

সংকলিত। সুবর্ণ বণিক্ বিশুদ্ধ বৈশ্য জাতি ইহা এই পুস্তকে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৩। নব্য কাব্য। পানিহাটী নিবাসী শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

৪। কালীঘাট সর্ব্বার্থ সাধিনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিজ্ঞাপনী।

৫। আপত্তি নাশক ও হিন্দুধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধীকরণ। এ দুখানি খৃষ্টানী পুস্তক। যাঁহারা সর্ষপ প্রমাণ পরচ্ছিদ্র দেখিতে পান কিন্তু আত্মচ্ছিদ্র বিল্ব প্রমাণ হইলেও অন্ধ থাকেন, এই পুস্তক দুখানির রচয়িতা সেই দলের লোক।

৬। ভারত বর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে ঐ বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এখানি তাহার অনুবাদ।

৭। বঙ্গ বন্ধু। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

৮। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত। আলিগড়ের রাজকীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক শ্রী কালীপ্রাদ শাণ্ডিল্য কর্ত্তৃক সংকলিত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থখানি যথার্থ পাঠ্য।

৯। শাস্ত্র প্রকাশ ১ খণ্ড—কল্কি পুরাণ. শ্রী জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত এবং শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে অনুবাদ সমেত কল্কি পুরাণের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ উভয়েরই পাঠ্য।

১০। ব্রাহ্মদিগের পৌত্তলিক অপবাদ। এই চারি পৃষ্ঠার পুস্তিকা খানি দ্বার ভাঙ্গা হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টকে প্রধান গুরু বলিয়া গ্রহণ, বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনের ন্যায় কীর্ত্তন প্রণালী অবলম্বন ইত্যাদি কএকটি বিষয় পৌত্তলিকতারই পোষক বলিয়া এই খানিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ১৭৯২ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬৯৩ ।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	১৪৪ ৶৫
সমষ্টি	৮৩৭ ॥৵৫
ব্যয়	৭০০ ৸/১৫
স্থিত	১৩৬ ৸ ১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৮ ৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৬ ৸৶০
পুস্তকালয়	৪৪ ৸৵১০
যন্ত্রালয়	৪০৭ ৸/০
গচ্ছিত ...	১৫ ॥/১০
সমষ্টি	৬৯৩ ।৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৭ ৸ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৪৬ ।/ ০
পুস্তকালয়	৮৬ ॥/১০
যন্ত্রালয়	৫৯ ৸৶১০
গচ্ছিত	২০ ৶৫
সমষ্টি	৭০০ ৸/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" কামাক্ষাচরণ মুখোপাধ্যায় ...	৫
" বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	২
" যদুনাথ দে	২
" ঠাকুরদাস সেন	২
" নীলমাধব মিত্র	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" দানাধারে প্রাপ্ত	২৶০
সমষ্টি ...	২৮ ৶০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবে।

বিক্রেয় নূতন পুস্তক।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রায়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৶০

NOTICE.

Adi Brahma Samaj, its views and Principles to be had at the Adi Brahma Samaj Library. Price 2 ans.

বিজ্ঞাপন।

"রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ" প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই তাহা ইহাতে প্রকটিত আছে। মূল্য ৸০ আনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাস্থল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ আশ্বিন শুক্রবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩২৩ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৭৯২ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বাদশং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২২২

১৬। অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যোদিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ। ন সদেবা অতিক্রমে তং মর্ত্তাসো ন পশ্যথ বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৬। 'পন্থাঃ' সততগামী [illegible]ক্ষলোকং গচ্ছতামুপাসকানাং মার্গভূতঃ সূর্য্যদ্বারে[illegible] বিরজাঃ প্রযান্তীতি শ্রুতেঃ, এবম্ভূতঃ 'যঃ অসৌ' [illegible] 'দিবি' দুলোকে 'প্রবাচ্যং' প্রকর্ষেণ বচনং যথা ভবতি তথা 'কৃতঃ' নির্ম্মিতঃ যথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দ্দৃশ্যতে তথা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ, হে 'দেবাঃ' 'সঃ' অযমাদিত্যঃ যুষ্মাভিরপি 'ন অতিক্রমে' আক্রমিতুং ন শক্যঃ যুষ্মজ্জীবনস্য তদাযতনত্বাৎ সতি হি সূর্য্যে বসন্তাদযঃ কালাঃ নিষ্পাদ্যন্তে কালেষু চ যাগাঃ ক্রিযন্তে যাগেষু চ সৎসু ভবতাং জীবনং অতোযুষ্মাভিরপি নাসাবতিক্রমিতব্যঃ, এবঞ্চ সতি হে 'মর্ত্তাসঃ' পাপকৃতো মনুষ্যাঃ 'তং' মহানুভাবং সূর্য্যং 'ন পশ্যথ' সূর্য্যং ন জানীথ এতচ্চ কূপে পাতযিত্বা নির্গতাবেকতদ্বিতৌ প্রতি নিন্দনং, অহমেব মন্ত্রদ্রষ্টা তং সূর্য্যং জানামি পাপকৃতৌ যুবাং ন জানীথ ইতি।

১৬। সততগামী এই সূর্য্য সকল-প্রাণীর দৃশ্য রূপে দ্যুলোকে নির্ম্মিত হইয়াছে। হে দেবতা সকল! সেই সূর্য্য তোমারদিগের অতিক্রমণীয় নহে, হে মনুষ্য সকল! তোমরা সেই সূর্য্যকে জানিতেছ না। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২৩

১৭। ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে। তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৭। 'কূপেঽবহিতঃ' পাতিতঃ 'ত্রিতঃ' এতৎসংজ্ঞঃ ঋষিঃ 'ঊতযে' রক্ষণায 'দেবান্' 'হবতে' স্তুতিভিরাকারযতি যদেতৎ ত্রিতস্যাহ্বানং 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং মহতাং দেবানাং রক্ষকঃ এতৎসংজ্ঞোদেবঃ 'তৎ' আহ্বানং 'শুশ্রাব' শ্রুতবান্ কিং কুর্ব্বন্ 'অংহূরণাৎ' অংহসঃ পাপরূপাৎ অস্মাৎ কূপপাতাৎ উন্নীয 'উরু' বিস্তীর্ণং শোভনং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্।

১৭। কূপে পতিত ত্রিত ঋষি রক্ষার নিমিত্তে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। বৃহস্পতি দেব কূপ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক শোভিত করত সেই ত্রিতের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছেন। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২৪

১৮। অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি। উজ্জিহীতে নিচায্যা ত্বষ্টেব পৃষ্ঠ্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৮। 'অরুণঃ' অরুণবর্ণো লোহিতবর্ণঃ 'বৃকঃ' অরণ্যশ্বা 'সকৃৎ' একবারং'পথা যন্তং' মার্গেণ গচ্ছন্তং'মা' মাং 'দদর্শ হি' দৃষ্টবান হি পাদপূরণং 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা চ মাং জিঘৃক্ষুঃ সন্ 'উজ্জিহীতে' উদ্গচ্ছতি স্ম,তত্র দৃষ্টান্তঃ'ত্বষ্টেব পৃষ্ঠ্যাময়ী' যথা তক্ষণজনিতপৃষ্ঠক্লেশস্ত্বষ্টা বর্দ্ধকিস্তদপনয়নাযোর্দ্ধাভিমুখো ভবতি তদ্বৎ, হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মদীয়মিদং দুঃখং বিত্তং জানীতং। যদ্বা বৃকইতি বিবৃতজ্যোতিষ্কশ্চন্দ্রমা উচ্যতে অরুণ আরোচমানঃ কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রকাশকঃ মসিকৃৎ মাসার্দ্ধমাসর্ত্তয়নসংবৎসরাদীন্ কালবিশেষান্ কুর্ব্বন্ তিথিবিভাগজ্ঞানস্য চন্দ্রগত্যধীনত্বাৎ সচ চন্দ্রমাঃ আকাশমার্গে যন্তং গচ্ছন্তং নক্ষত্রগণং দদর্শ হিরবধারণে নক্ষত্রগণমেব দদর্শ ন কূপপতিতং মামিত্যনাদরো দ্যোত্যতে যদি মাং পশ্যেৎ উদ্ধরেৎ কূপাৎ নিচায্য নক্ষত্রগণং দৃষ্ট্বা চোজ্জিহীতে যেন নক্ষত্রেণ সংযুজ্যতে তেন সহ উদ্গচ্ছতি নমামভিগচ্ছতীত্যর্থঃ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥

১৮। পথে গমন্ কালে রক্তবর্ণ অরণ্য কুক্কুর আমাকে এক বার দেখিয়াছিল। এবং যেমন পৃষ্ঠ্য-রোগী ত্বষ্টা ঊর্দ্ধমুখ হয়, আমাকে দেখিয়া সেই রূপ ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২৫

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ।

১৯। এনাংগূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তোঽভিষ্যাম বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ২৩।

১৯। 'এনাং' এনান্ 'গূষেণ' আঘোষণযোগ্যেন স্তোত্রেণ হেতুভূতেন 'ইন্দ্রবন্তঃ' অনুগ্রাহকেনেন্দ্রেণ যুক্তাঃ 'সর্ব্ববীরাঃ' সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চোপেতাঃ সন্তঃ 'বয়ং' 'বৃজনে' সংগ্রামে 'অভিষ্যাম' শত্রূনভিভবেম, 'তৎ' ইদং অস্মদীয়ং বচনং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তু পালয়ন্তু ইত্যর্থঃ, উত শব্দো দেবতাসমুচ্চয়ে অত্র যাস্কঃ আগূষঃ স্তোম আঘোষঃ অনেন স্তোমেন বয়মিন্দ্রবন্ত ইতি। ১। ৭। ২৩।

১৯। স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্রবন্ত, ও পুত্র পৌত্রাদি বীর বিশিষ্ট হইয়া আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাভব করিব, আমারদিগের এই বাক্য মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ পালন করুন। ১। ৭। ২৩।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১২২

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে। অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ১

যোহি 'প্রশস্তানি' স্তুতিযোগ্যানি শুভানি কর্ম্মাণি 'নিষেবতে' করোতি 'নিন্দিতানি' পুনঃ 'ন সেবতে' যোঽপি 'অনাস্তিকঃ' নাস্তিক্যরহিতঃ 'শ্রদ্দধানঃ' শ্রদ্ধাবান্ তস্য 'এতৎ' 'পণ্ডিতলক্ষণম্'। ১

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,এবং গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ১

যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিলে হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং সৎকর্ম্মে স্পৃহা ও অসৎকর্ম্মে ঘৃণা, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া জ্ঞানবান্ হইবেক। ১

১২৩

একোধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা। বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা ॥ ২

'একঃ' 'ধর্ম্মঃ' এব 'পরং' 'শ্রেয়ঃ' কল্যাণসাধনং তথা 'একা' 'ক্ষমা' 'উত্তমা' 'শান্তিঃ' 'একা' 'বিদ্যা' 'পরমা তৃপ্তিঃ' উত্তমস্তৃপ্তিহেতুঃ। 'একা' 'অহিংসা' 'সুখাবহা' সুখমাবহতি। ২

ধর্ম্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ ॥ ২

ধর্ম্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেক। বিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক। ২

১২৪

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজাগতযোনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩

'শুভাশুভফলং' সুখদুঃখফলকং 'মনোবাগ্দেহসম্ভবং' মনোবাগ্দেহসম্ভূতং 'কর্ম্ম'। তথাহি 'নৃণাং' মনুষ্যাণাম্ 'উত্তমাধমমধ্যমাঃ' 'গতয়ঃ' 'কর্ম্মজাঃ' কর্ম্মজন্যাএব ভবন্তি। ৩

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম-জনিত গতি হয় ॥ ৩

[illegible]ন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার, বাক্যোচ্চারণ [illegible] দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল, এই তিন হইতে [illegible]ভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। মন দ্বারাই হউক, বাক্য দ্বারাই হউক, আর শরীর দ্বারাই হউক, মনুষ্য যাহা কিছু করিবে, তাহার এক বিন্দুও বিফল হইবে না; একটি চিন্তাও বিফল হয় না, একটি বাক্যোচ্চারণও বিফল হয় না, একটি কর্ম্মও বিফল হয় না; সকল হইতেই কিছু না কিছু শুভ বা অশুভ উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে প্রবেশ করে, [illegible]ম্মা তদনুসারে উত্তম বা মধ্যম বা অধম গতি[illegible] হয়। চিন্তাতে, বাক্যেতে বা কর্ম্মেতে যে পরিমাণে পুণ্যাচরণ করিবে, সেই পরিমাণে আত্মাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে এবং যে পরিমাণে পাপ করিবে, সেই পরিমাণে মলিনতা উৎপন্ন হইবে। অতএব কায়মনোবাক্যে শুভকর্ম্মপরায়ণ থাকিবেক। ৩

১২৫

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসাঽনিষ্টচিন্তনম্। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥ ৪

পরদ্রব্যেষু অভিধ্যানং' কথং পরধনমন্যায়েন গৃহ্ণামীত্যেবং সঙ্কল্পনং। 'মনসা অনিষ্টচিন্তনং' লোকানাং 'বিতথাভিনিবেশঃ চ' নাস্তি পরলোকোনাস্তি জগতোমূলমাত্মা এবন্মননং 'চ' সমুচ্চয়ার্থঃ। এতদুক্তং 'ত্রিবিধং' ত্রিপ্রকারং অশুভফলং 'মানসং' মনোভবং 'কর্ম্ম'। ৪

পর-দ্রব্যলাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পর কালেতে অবিশ্বাস; এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম ॥ ৪

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণের কল্পনা করে, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে এবং 'ঈশ্বর নাই' 'পরলোক নাই' 'ধর্ম্ম নাই' এইরূপ মনন করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মনে মনে পাপকর্ম্ম করে। মনে মনে পাপের সংকল্প ও আলোচনা করিলে তাহা মানসিক কুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেননা তাহা কার্য্যেতে প্রকাশিত না হইলেও আত্মাকে কলুষিত করিয়া থাকে। যিনি পাপের দণ্ড দাতা, তিনি বাহিরের কার্য্যও দেখেন, অন্তরের ভাবও দেখেন। ৪

১২৬

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥৫

'পারুষ্যম্' অপ্রিয়াভিধানম্ 'অনৃতম্' অসত্যভাষণং 'চ এব' 'পৈশুন্যং চ অপি' পরোক্ষে পরদূষণকথনঞ্চাপি। 'অসম্বদ্ধপ্রলাপঃ চ' নিষ্প্রয়োজনবাগ্বিন্যাসশ্চ। 'সর্ব্বশঃ' তদেতৎ সর্ব্বং 'চতুর্ব্বিধং' 'বাঙ্ময়ং' বাচিকম্ অশুভফলং কর্ম্ম 'স্যাৎ'। ৫

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম ॥৫

মানসিক দোষের ন্যায় বাক্যের দোষ হইতেও নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সেই অনিষ্ট মনুষ্যের আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। ৫

১২৭

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।

১২২৪

১৮। অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি। উজ্জিহীতে নিচায্যা ত্বষ্টেব পৃষ্ঠ্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৮। 'অরুণঃ' অরুণবর্ণো লোহিতবর্ণঃ 'বৃকঃ' অরণ্যশ্বা 'সকৃৎ' একবারং'পথা যন্তং' মার্গেণ গচ্ছন্তং'মা' মাং 'দদর্শ হি' দৃষ্টবান্ হি পাদপূরণং 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা চ মাং জিঘৃক্ষুঃ সন্ 'উজ্জিহীতে' উদ্গচ্ছতি স্ম,তত্র দৃষ্টান্তঃ'ত্বষ্টেব পৃষ্ঠ্যাময়ী' যথা তৎক্ষণজনিতপৃষ্ঠক্লেশস্ত্বষ্টা বর্দ্ধকিস্তদপনয়নায়োর্দ্ধাভিমুখো ভবতি তদ্বৎ, হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মদীয়মিদং দুঃখ[illegible]বিত্তং জানীতং। যদ্বা বৃকইতি বিবৃতজ্যোতিষ্কশ্চন্দ্রমা উচ্যতে অরুণ আরোচমানঃ কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রকাশকঃ মসিকৃৎ মাসার্দ্ধমাসর্ত্তয়নসংবৎসরাদীন্ কালবিশেষাম্ কুর্ব্বন্ তিথিবিভাগজ্ঞানস্য চন্দ্রগত্যধীনত্বাৎ সচ চন্দ্রমাঃ আকাশমার্গে যন্তং গচ্ছন্তং নক্ষত্রগণং দদর্শ হিরবধারণে নক্ষত্রগণমেব দদর্শ ন কূপপতিতং মামিত্যনাদরো দ্যোত্যতে যদি মাং পশ্যেৎ উদ্ধরেৎ কূপাৎ নিচায্য নক্ষত্রগণং দৃষ্ট্বা চোজ্জিহীতে যেন নক্ষত্রেণ সংযুজ্যতে তেন সহ উদ্গচ্ছতি নমামভিগচ্ছতীত্যর্থঃ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥

১৮। পথে গমন্ কালে রক্তবর্ণ অরণ্য কুক্কুর আমাকে এক বার দেখিয়াছিল। এবং যেমন পৃষ্ঠ্য-রোগী ত্বষ্টা ঊর্দ্ধমুখ হয়, আমাকে দেখিয়া সেই রূপ ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২৫

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ।

১৯। এনাংগূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তোঽভিষ্যাম বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ। তন্নোমিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ২৩।

১৯। 'এনাং' এনান্ 'গূষেণ' আঘোষণযোগ্যেন স্তোত্রেণ হেতুভূতেন 'ইন্দ্রবন্তঃ' অনুগ্রাহকেনেন্দ্রেণ যুক্তাঃ 'সর্ব্ববীরাঃ' সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চোপেতাঃ সন্তঃ 'বয়ং' 'বৃজনে' সংগ্রামে 'অভিষ্যাম' শত্রূনভিভবেম, 'তৎ' ইদং অস্মদীয়ং বচনং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তু পালয়ন্তু ইত্যর্থঃ, উত শব্দো দেবতাসমুচ্চয়ে অত্র যাস্কঃ আগূষঃ স্তোম আঘোষঃ অনেন স্তোমেন বয়মিন্দ্রবন্ত ইতি। ১। ৭। ২৩।

১৯। স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্রবন্ত, ও পুত্র পৌত্রাদি বীর বিশিষ্ট হইয়া আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাভব করিব, আমারদিগের এই বাক্য মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ পালন করুন। ১। ৭। ২৩।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১২২

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে। অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ১

যোহি 'প্রশস্তানি' স্তুতিযোগ্যানি শুভানি কর্ম্মাণি 'নিষেবতে' করোতি 'নিন্দিতানি' পুনঃ 'ন সেবতে' যোঽপি 'অনাস্তিকঃ' নাস্তিক্যরহিতঃ 'শ্রদ্দধানঃ' শ্রদ্ধাবান্ তস্য 'এতৎ' 'পণ্ডিতলক্ষণম্'। ১

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,এবং গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ১

যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিলে হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং সৎকর্ম্মে স্পৃহা ও অসৎকর্ম্মে ঘৃণা, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া জ্ঞানবান্ হইবেক। ১

১২৩

একোধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা। বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা ॥ ২

'একঃ' 'ধর্ম্মঃ' এব 'পরং' 'শ্রেয়ঃ' কল্যাণসাধনং তথা 'একা' 'ক্ষমা' 'উত্তমা' 'শান্তিঃ' 'একা' 'বিদ্যা' 'পরমা তৃপ্তিঃ' উত্তমতৃপ্তিহেতুঃ। 'একা' 'অহিংসা' 'সুখাবহা' সুখমাবহতি। ২

ধর্ম্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ ॥ ২

ধর্ম্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেক। বিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক। ২

১২৪

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজাগতয়োনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩

'শুভাশুভফলং' সুখদুঃখফলকং 'মনোবাগ্দেহসম্ভবং' মনোবাগ্দেহসম্ভূতং 'কর্ম্ম'। তথাহি 'নৃণাং' মনুষ্যাণাম্ 'উত্তমাধমমধ্যমাঃ' 'গতয়ঃ' 'কর্ম্মজাঃ' কর্ম্মজন্যাএব ভবন্তি। ৩

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম-জনিত গতি হয় ॥ ৩

[illegible]স্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার, বাক্যোচ্চারণ [illegible] দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল, এই তিন হইতে [illegible]ভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। মন দ্বারাই হউক, বাক্য দ্বারাই হউক, আর শরীর দ্বারাই হউক, মনুষ্য যাহা কিছু করিবে, তাহার এক বিন্দুও বিফল হইবে না; একটি চিন্তাও বিফল হয় না, একটি বাক্যোচ্চারণও বিফল হয় না, একটি কর্ম্মও বিফল হয় না; সকল হইতেই কিছু না কিছু শুভ[illegible] অশুভ উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে প্রবেশ করে, [illegible] তদনুসারে উত্তম বা মধ্যম বা অধম গতি [illegible] হয়। চিন্তাতে, বাক্যেতে বা কর্ম্মেতে যে পরিমাণে পুণ্যাচরণ করিবে, সেই পরিমাণে আত্মাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে এবং যে পরিমাণে পাপ করিবে, সেই পরিমাণে মলিনতা উৎপন্ন হইবে। অতএব কায়মনোবাক্যে শুভকর্ম্মপরায়ণ থাকিবেক। ৩

১২৫

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসাঽনিষ্টচিন্তনম্। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥ ৪

পরদ্রব্যেষু অভিধ্যানং' কথং পরধনমন্যায়েন গৃহ্নামীত্যেবং সঙ্কল্পনং। 'মনসা অনিষ্টচিন্তনং' লোকানাং 'বিতথাভিনিবেশঃ চ' নাস্তি পরলোকোনাস্তি জগতোমূলমাত্মা এবম্মননং 'চ' সমুচ্চয়ার্থঃ। এতদুক্তং 'ত্রিবিধং' ত্রিপ্রকারং অশুভফলং 'মানসং' মনোভবং 'কর্ম্ম'। ৪

পর-দ্রব্যলাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পর কালেতে অবিশ্বাস; এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম ॥ ৪

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণের কল্পনা করে, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে এবং 'ঈশ্বর নাই' 'পরলোক নাই' 'ধর্ম্ম নাই' এইরূপ মনন করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মনে মনে পাপকর্ম্ম করে। মনে মনে পাপের সংকল্প ও আলোচনা করিলে তাহা মানসিক কুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেননা তাহা কার্য্যেতে প্রকাশিত না হইলেও আত্মাকে কলুষিত করিয়া থাকে। যিনি পাপের দণ্ড দাতা, তিনি বাহিরের কার্য্যও দেখেন, অন্তরের ভাবও দেখেন। ৪

১২৬

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥৫

'পারুষ্যম্' অপ্রিয়াভিধানম্ 'অনৃতম্' অসত্যভাষণং 'চ এব' 'পৈশুন্যং চ অপি' পরোক্ষে পরদূষণকথনঞ্চাপি। 'অসম্বদ্ধপ্রলাপঃ চ' নিষ্প্রয়োজনবাগ্বিন্যাসশ্চ। 'সর্ব্বশঃ' তদেতৎ সর্ব্বং 'চতুর্ব্বিধং' 'বাঙ্ময়ং' বাচিকম্ অশুভফলং কর্ম্ম 'স্যাৎ'। ৫

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পর-নিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম ॥৫

মানসিক দোষের ন্যায় বাক্যের দোষ হইতেও নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সেই অনিষ্ট মনুষ্যের আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। ৫

১২৭

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ৬

'অদত্তানাম্ উপাদানম্' অন্যায়েন পরস্বগ্রহণং 'হিংসা এব' 'অবিধা তঃ' অবিধিনা। 'পরদারোপসেবা চ' পরপত্নীগমনঞ্চ ইত্যেবং 'ত্রিবিধং' 'শারীরং' শরীরভবম্ অশুভফলং কর্ম্ম 'স্মৃতং' ভূতম্। ৬

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার-সেবা; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম ॥ ৬

শারীরিক কুকর্ম্ম-সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপন্ন করে। মানসিক কুকর্ম্ম কেবল কুকর্ম্মীর যন্ত্রণার কারণ হয়, শারীরিক কুকর্ম্ম অন্যান্য ব্যক্তিরও ঘোরতর অপকার করিয়া থাকে। ৬

১২৮

ত্রিদণ্ডমেতন্নিঃক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি ॥ ৭

'এতৎ' 'ত্রিদণ্ডং' পূর্ব্বোক্তানামেতেষাং শরীরবাঙ্মনসাং দমনত্রয়ং 'মানবঃ' 'সর্ব্বভূতেষু' 'নিক্ষিপ্য' কৃত্বা আত্মনঃ 'কামক্রোধৌ তু সংযম্য'। 'ততঃ' তদনন্তরং 'সিদ্ধিং' মোক্ষপ্রাপ্তিলক্ষণং 'নিযচ্ছতি' লভতে। ৭

সকল প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭

মন হইতে দোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য মনকে দমন করিবেক। যে সকল চিন্তা, কল্পনা ও কামনা দ্বারা মন কলুষিত হয়, তাহা উদিত হইবামাত্রই ঈশ্বর-চিন্তা ও সাধু-সঙ্গ প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক উন্মূলিত করিবেক। বাক্যদোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবেক এবং হস্তপদাদি অঙ্গ সকলকে মানসিক অসদ্ভাবের অনুসরণ করিতে দিবেক না। ৭

১২৯

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥ ৮

পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমাহ। 'পাপং হি' 'কৃত্বা' অজ্ঞানবশাৎ মোহাদ্বা পশ্চাৎ 'সন্তপ্য' তৎকারণেন হেতুনা সন্তাপং কৃত্বা 'তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে'। 'ন এবং' 'পুনঃ' অহং 'কুর্য্যাং' করিষ্যামি 'ইতি নিবৃত্ত্যা' 'তু' 'সঃ' 'পূয়তে' পূতোভবতি। ৮

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয় ॥ ৮

মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ড ভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন; দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ড দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করেন। তখন মনুষ্য যদি আর পাপাচরণ না করিয়া সৎপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার আত্মাতে পবিত্রতা ও শান্তি বর্ষিত হইতে থাকে। অনুশোচনা ও পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন, প্রায়শ্চিত্তের এই দুই অঙ্গ। অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক। ৮

সাধুতা অভ্যাস।

"প্রাণোহ্যেষঃ"

ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ। সমুদায় সৃষ্টি সেই প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সূর্য্য তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আলোক দান করিতেছে। চন্দ্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেছে। অগ্নি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া উত্তাপ দিতেছে। তিনি সমুদায় প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই সমুদায় প্রাণী জীবিত আছে। সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই তরু লতার প্রাণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই প্রাণ হইতেই পশুপক্ষী সকল প্রাণ লাভ করিয়াছে। সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই মনুষ্য প্রাণ ধারণ করিতেছে। কেবল জল বায়ু আমাদের উপজীব্য নহে, কেবল অন্ন পান আমাদের জীবিকা নহে; সেই জগৎপ্রাণ পরমেশ্বরই প্রাণরূপে অবস্থান করিয়া সমুদায় প্রাণকে রক্ষা করিতেছেন। চক্ষু সেই প্রাণের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিতেছে, কর্ণ সেই প্রাণের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিতেছে, আমাদের প্রাণ সেই প্রাণের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিতেছে। সেই প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইলে সকলই বিনাশ পায়। সেই অনাদি অনন্ত প্রাণ এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্য্যন্ত সমুদায় জগতে অনুস্যূত হইয়া আছেন। এই ক্ষয়শীল পদার্থ সকল সেই অক্ষয় প্রাণসূত্রে গ্রথিত থাকিয়া ক্ষয় হইতে রক্ষা পাইতেছে। তিনিই আত্মার প্রাণ, আত্মার আত্মা। সেই প্রাণময় পুরুষই আত্মার আশ্রয়। হে আত্মন্! তুমি সেই প্রাণ হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং সেই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছ। তোমার জ্ঞান চিন্তা প্রেম ইচ্ছা সকলই সেই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আছে। যেমন প্রস্রবণ হইতে নদনদী নিঃসৃত হয়, সেই রূপ সেই প্রাণ হইতে তোমার জীবন ও সকলের জীবন নিঃসৃত হইতেছে এবং তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই রক্ষা পাইতেছে।

তিনি প্রাণ, মৃত্যুর বিপরীত বস্তু, জীবন্ত দেবতা। সেই প্রাণস্বরূপ দেবতা প্রাণহীন পদার্থের ন্যায় অচেতন নহেন। আমরা যাহা করিতেছি, তিনি তাহা দেখিতেছেন; আমরা যাহা বলিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন, আমরা যাহা ভাবিতেছি, তিনি তাহা জানিতেছেন। সেই প্রাণস্বরূপ পুরুষ মৃত শরীরের ন্যায় নিষ্ক্রিয় নহেন। হে আত্মন্! তুমি আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমার শরীর কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেও তুমি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পার না। সেই মহান্ আত্মাও জড়ের ন্যায় ক্রিয়াহীন নহেন। তোমার ইচ্ছা হইতে যেমন তোমার শরীরে নানা ক্রিয়া আবির্ভূত হয়, সেই রূপ জড় জগতের সমুদায় ঘটনা তাঁহারই ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীর; কিন্তু তিনি ইহা হইতেও বৃহৎ। সেই আত্মার ইচ্ছাতে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর চলিতেছে। তোমার যত টুকু কার্য্য তোমার স্বাধীনতা হইতে উৎপন্ন হয়, এই রূপ আর আর আত্মার যত টুকু কার্য্য তাঁহাদের স্বাধীনতা হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত আর সমুদায়ই তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য, আর সমুদায়ই তাঁহার কার্য্য। তুমি স্বাধীন ভাবে যে সকল কার্য্য করিতেছ, তাহা তোমার কার্য্য; কিন্তু তোমার স্বাধীনতা লাভ তোমা হইতে হয় নাই, তাহা সেই প্রাণস্বরূপের কার্য্য। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া শিক্ষা দিতেছেন, তাহা তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দিকে

ইচ্ছা দৃষ্টিপাত কর; সেই প্রাণময় জীবন্ত দেবতাই সর্ব্বত্র কার্য্যেতে ব্যস্ত হইয়া আছেন, দেখিতে পাইবে। তুমি যখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার কর, তখন কি কেবল তাহার শরীরকেই দেখ? তখন কি শরীরের সহিত তাহার জীবন্ত আত্মাকে দেখ না? তুমি এক্ষণে চারি দিকে যে সকল পদার্থ দেখিতেছ, সেই মহান্ পুরুষ এই সমুদায়েরই আত্মা; তুমি কি কেবল এই জড়রাশি দেখিবে, তাহার প্রাণস্বরূপ আত্মাকে দেখিবে না? সূর্য্য যে প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে, সূর্য্য ইহার কর্ত্তা নহে; যে প্রাণ স্বরূপ পরমাত্মা সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সেই জীবন্ত দেবতা ইহার কর্ত্তা, সূর্য্য তাঁহার যন্ত্র। এই যে বায়ু পৃথিবীর নানাবিধ কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আছে, বায়ু ইহার কর্ত্তা নহে; যে প্রাণ স্বরূপ পরমাত্মা বায়ুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সেই জীবন্ত দেবতা ইহার কর্ত্তা, বায়ু তাঁহার যন্ত্র। ওষধি বনস্পতি সকল যে বর্ষে বর্ষে ফল পুষ্প প্রদান করিয়া সংসারের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে, ওষধি ও বনস্পতি ইহার কর্ত্তা নহে; যে প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা ওষধি ও বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন, সেই জীবন্ত দেবতা ইহার কর্ত্তা; ওষধি ও বনস্পতি তাঁহার যন্ত্র। এই চতুঃপার্শ্বে অনবরত কর্ম্মশীল প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাই প্রতি আত্মার অন্তরে জীবন্ত রূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রতি আত্মাতেই সেই জীবন্ত দেবতার অলৌকিক বিলাস বিলসিত হইতেছে। তুমি আপনাতে সেই প্রাণস্বরূপের হস্ত দর্শন কর। কোথা হইতে তোমার জীবন উৎপন্ন হইল এবং কাহার হস্তে তাহা প্রতিপালিত হইতেছে? তুমি যখন পাপাচরণে ধাবমান হও, তখন কোন্ হস্তের আঘাতে তোমার মনে ভয় লজ্জা ও গ্লানি উৎপন্ন হয়? তুমি যখন সাধুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তখন কে তোমাকে উৎসাহ ও আনন্দ বিতরণ করেন? রোগ শোক বিপদের সময়ে তিনিই সান্ত্বনা করেন। তিনিই পাপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন; তিনিই পুণ্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেন। তিনিই বন্ধুর ন্যায় সকল সময়ে আত্মাকে মন্ত্রণা দান করেন। যখন কার্য্যসংকটে পতিত হইয়া আত্মা আকুল হয়, তখন তিনিই সহসা প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আত্মাকে চমৎকৃত করেন। আত্মা যখন হতবুদ্ধি হইয়া বিষ পান করিয়া জর্জ্জরীভূত হয়, তখন তিনিই অমৃত প্রেরণ করিয়া তাহাকে মুক্তি দান করেন। তাঁহার সহিত আত্মার কথোপকথন হয়, প্রেমের আদান প্রদান হয়, বন্ধুতার বিনিময় হয়। আত্মাতে সেই জীবন্ত দেবতাকে প্রত্যক্ষ কর। তাঁহাকেই প্রাণ বলিয়া দেখ, সেই প্রাণকেই মুক্ত ভাবে অবলম্বন কর, তবে মৃত্যু ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

হে প্রাণস্বরূপ! হে অমৃতস্বরূপ! হে জীবন্ত দেবতা! তুমিই সত্য, তুমিই সার, তুমিই চরাচরের প্রাণ। সকলই তোমার অমৃত ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে, তুমি সকল বস্তুতেই প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছ। তুমিই এক মাত্র অমৃত, আর সকলই মৃত। তুমি এক মাত্র প্রাণ, আর সকলই মৃত্যু, তুমি চতুর্দ্দিকেই জীবন্ত রূপে অবস্থান করিতেছ। এই সমুদায় পদার্থই জড়, তুমিই একমাত্র কর্ম্মশীল। তুমি আত্মাতে প্রাণরূপে বিরাজমান আছে। আত্মা তোমারই প্রসাদে প্রাণ লাভ করিয়াছে, তোমারই প্রসাদে মুক্ত ভাব লাভ করিয়া তোমাকে প্রীতি দান করিতেছে। হে প্রাণ স্বরূপ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে জীবনের পথে লইয়া যাও।

আত্ম দর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মাতে আর একটি শক্তি আছে, তাহা হইতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব উৎপন্ন হয়—আমরা আপনাকে যে সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া জানিতেছি, তৎসমুদায় ঐ শক্তির কার্য্য। এই শক্তি দ্বারা আত্মা আপনাকে বিষয় বিশেষে প্রবৃত্ত করিতে পারে ও বিষয় বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। আমরা যে স্বাধীন ভাবে গমন করিতেছি, দর্শন করিতেছি, চিন্তা করিতেছি, ঐ শক্তিই তাহার মূল। উহার প্রভাবে আত্মা সর্ব্বদাই সকর্ম্মক হইয়া অবস্থান করে। শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আত্মাকে আর সাহায্য করিতে পারে না, আত্মা তখনও চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াতে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থাতেও আত্মা একবারে নিষ্ক্রিয় হয় না, তখনও স্বপ্নের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার জ্ঞানশক্তির যে রূপ সম্বন্ধ, শরীরের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার এই [illegible]শক্তির সেই রূপ যোগ। শরীরে [illegible] জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দুই [illegible]র ইন্দ্রিয় আছে, সেই রূপ জানিবার শক্তি ও কর্ম্ম করিবার শক্তি এই দুইটি শক্তিকে আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। আত্মার সমুদায় "জ্ঞানক্রিয়া" ও "বলক্রিয়া" এই দুই শক্তির কার্য্য। আত্মা যত দিন এই শরীরে অবস্থিত থাকে, তত দিন এই চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকারে নানাবিধ জ্ঞান উপার্জ্জন এবং হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে নানাবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে; ইহা দ্বারা যেমন এই পৃথিবীতে ভূরি ভূরি শুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে, সেই রূপ আত্মার জ্ঞানশক্তি ও কর্ত্তৃত্বশক্তি দিন দিন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া লোকান্তরে কত শুভ ফল উৎপন্ন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে এই চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকেও আত্মাকে অনেক জ্ঞাতব্য জানিতে হইবে এবং এই হস্ত পদ ব্যতিরেকেও অনেক কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে; ঐ উভয় শক্তির প্রকৃতি তাহার আভাস প্রদর্শন করিতেছে। এই ইন্দ্রিয় সকল বিগলিত হইয়া যাইবে, আত্মার উভয় ইন্দ্রিয় অনন্ত কাল থাকিবে।

আত্মার কর্ত্তৃত্বশক্তি দ্বারা শরীরের কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে ক্রিয়া সকল উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহাতে ভৌতিক নিয়মের যথেষ্ট সহকারিতা আছে। যে প্রণালীতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য তাহার বিপরীত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য বাহির হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে আত্মাকে জ্ঞান দান করে; আর আত্মা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরে প্রকটিত হয়। মনে কর, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইবে; আত্মা গম্য স্থান লক্ষ্য করিয়া পদচালনা করিবার নিমিত্ত আপনাকে নিয়োগ করে; সেই নিয়োগ অনুসারে মস্তিষ্কে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং তদনুসারে শিরা ও মাংসপেসী প্রভৃতি পরিচালিত হওয়াতে পদ হইতে গমনক্রিয়া প্রকটিত হইতে থাকে। একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেও এত গুলি প্রক্রিয়া আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে আত্মা ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল গুণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল মস্তিষ্ককে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিচালনা করে, আর সমুদায় ব্যাপার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন পরীক্ষা করিয়া দেখ; অঙ্গুলির অস্থি

মাংসপেশী হইতে বেগ প্রাপ্ত হইয়া পরিচালিত হইতেছে, মাংসপেশী আবার শিরা হইতে বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, শিরা আবার মস্তিষ্কের বেগে বেগযুক্ত হইতেছে; কিন্তু মস্তিষ্ক আবার কোথা হইতে বেগ প্রাপ্ত হয়? আত্মার ক্রিয়া হইতে মস্তিষ্ক বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই বেগ ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন রূপে বাহিরে প্রকটিত হইতেছে। আত্মা যে সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা, কেবল সেই সকল ক্রিয়াই এই রূপে উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য শারীরিক ক্রিয়াতে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বহির্ব্বিষয় সংযোগে মস্তিষ্কে যে সকল অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়, তাহাতে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যেমন সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে, যেমন বায়ুর আঘাতে বৃক্ষ সকল কম্পিত হইতেছে, সেই রূপ ভৌতিক নিয়মানুসারে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্য দ্বারা মস্তিষ্কেও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; এবং ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তদ্দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতেও নানাবিধ ক্রিয়া প্রকটিত হয়; কিন্তু আত্মা বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব সহকারে মস্তিষ্কের অনেক বেগ সংবরণ করিতে পারে বলিয়াই আমরা পশুর ন্যায় কেবল বহির্ব্বিষয়ের দাস হইয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হই না। তথাপি শরীর হইতে এমন অনেক ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে যে, তাহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয় না। সহসা কোন বিকট মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে মস্তিষ্কে এরূপ অবস্থান্তর উৎপন্ন হয় যে, আত্মা ইচ্ছা না করিলেও শরীর আপনা হইতে সংকুচিত হইয়া যায়; সহসা তীব্রতর বজ্রধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইলে শরীর যে চমকিয়া উঠে, তাহাও এই রূপ। কুক্ষির মধ্যে আঘাতবিশেষ (কাতুকুতু) প্রদান করিলে আপনা হইতেই হাস্য উৎপন্ন হয়। আর এক জনের ক্রন্দন দেখিলে তাহার অর্থ না বুঝিলেও আপনা হইতে ক্রন্দন উৎপন্ন হয়। এই সকল শারীরিক ক্রিয়ারউৎপাদন বিষয়ে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। তথাপি এই শরীরের উপর তাহার এমন প্রভাব আছে যে, অনেক সময় শরীর মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে; কেবল আত্মার বলে যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ঘোরতর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। এমন কত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, শরীর এক বারে অবসন্ন হইয়াছিল, কোন উপস্থিত কারণে আত্মার উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে শরীর যেন নূতন বল লাভ করিয়া কত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। এক বার এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনার শেষ ইচ্ছা জানাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলাম; তাঁহার বাক্‌শক্তির এ রূপ ক্ষীণতা ও জড়তা হইয়াছিল যে, আমরা কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপর্য্যুপরি কএক বার চেষ্টা করিয়াও যখন বুঝাইতে পারিলেন না, তখন এই রূপ চীৎকার করিয়া শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, দুই একটি শব্দ ভিন্ন আর সমুদায়ই অতি স্পষ্ট রূপে গৃহস্থিত সমুদায় ব্যক্তিরই কর্ণ গোচর হইল। তৎপরে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

জড়ময় শরীর অবলম্বন করিয়া আত্মা এই পৃথিবীর উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে কি রূপ পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে মনুষ্য তাহাকে কি রূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আত্মার কর্ম্ম করিবার শক্তি কি অদ্ভুত বলিয়া প্রতী[illegible]মান হয়! অরণ্যের পরিবর্ত্তে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইল, অনাবৃত প্রান্তরে মহোচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল; সমুদ্রগামিনী নদীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল; ভীষণ মহাসমুদ্রে রাজপথ প্রস্তুত হইল; এক মাসের পথ এক দিনের গম্য হইল; দুর্দ্দান্ত নদী দাসী হইয়া যন্ত্র পরিচালনে নিযুক্ত হইল; আকাশের বিদ্যুৎ দূত হইয়া রহিল! আত্মার শক্তি বিষয়ে আর কি সাক্ষ্য চাই! ভবিষ্যতে আত্মার শক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইবে, এই সমুদায় তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ।

জড় পদার্থের অনেক কার্য্যে এই রূপ কর্ত্তৃত্ব শক্তির আভাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আদিম অবস্থার মনুষ্যগণ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সকলকে কর্ত্তৃত্ব শক্তি সম্পন্ন মনে করিয়া আরাধনা করিতেন। লজ্জাবতী নামে এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে, স্পর্শ করিলেই তাহার পত্র সকল কুণ্ঠিত হইয়া যায়। আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে, নিকটে গিয়া করতালী প্রদান করিলেই তাহার পত্র সকল অবনত হইয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গণের শ্বাসক্রিয়া, উপযুক্ত রূপে রস আকর্ষণ প্রভৃতি গূঢ় ব্যাপার সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব সহকারে সেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুর কার্য্যে প্রায় মনুষ্যের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব শক্তির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আর কোন পদার্থেই নাই। [illegible] সমুদায় সৃষ্টিই যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, আর [illegible] এক মাত্র ঈশ্বরই সেই সমুদায় যন্ত্রের যন্ত্রী—আর সমুদায় সৃষ্টিই তাঁহার ভৌতিক নিয়মরূপ শৃঙ্খলে অত্যন্ত বদ্ধ, কেবল মনুষ্যের [illegible] আত্মাই স্বাধীন।

আত্মা আপনার উপর যে কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাতেই ইহার সমধিক মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। আত্মা কত দিকে কত প্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সময়ে সময়ে আত্মা সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া আর এক দিকে ধাবমান হয়। আত্মা এই সংসারে কত শোক সন্তাপে পতিত হইতেছে, কত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই এক বারে আত্মাকে অভিভূত করিতে পারে না। আত্মা সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া আবার উৎসাহের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যে সকল প্রবৃত্তি পশুগণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, আত্মা অদ্ভুত বলে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের উপর জয় লাভ করিয়া থাকে। আত্মা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার কর্ত্তৃত্বশক্তির প্রভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যখন সেই অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ধন জন মান ও সুখ সম্ভোগ প্রভৃতি এখানকার লোভনীয় সমুদায় স্বার্থ ও অবস্থাবিশেষে অতি প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার এই কর্ত্তৃত্বশক্তি দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়। যখন দেখি, পুত্র ও কন্যা আপনাদের সুখভোগবাসনা সম্বরণ করিয়া মাতাপিতার সেবাতে নিযুক্ত হইয়া আছেন, যখন দেখি, পরহিতৈষী দয়ালু পরদুঃখ বিমোচনের জন্য স্বয়ং সহস্র দুঃখের সহিত আলিঙ্গন করিতেছেন, যখন দেখি ভক্তিমান্ সাধক পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ করিয়া সেই প্রেমাস্পদের "প্রেমমুখ" দর্শন করিবার জন্য গলদশ্রুলোচনে প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন আত্মার প্রভাব কেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে।

প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে জীবের গত্যন্তর নাই। ৯

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

সাধুতা অভ্যাস।

"যো নঃ পিতা"

ঈশ্বর আমাদের পিতা। তিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন এবং স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। সেই পিতাই পৃথিবীরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; সেই পিতাই ইহাকে নানাবিধ সুখে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; সেই পিতাই ইহাকে বিবিধ সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়াছেন। তিনিই বিবিধ সুখ আহরণ করিয়া দিতেছেন, তিনিই অমৃতরস পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহার স্নেহেই জীবনের আরম্ভ; তাঁহার স্নেহই জীবনের অবলম্বন; তাঁহার স্নেহই জীবনের গতি। সেই স্নেহই সুখের মূল; সেই স্নেহই দুঃখের সান্ত্বনা। সেই স্নেহই সম্পদের হেতু; সেই স্নেহই বিপদের শান্তি। তাঁহার স্নেহ অসীম ও অটল। কখনই সে স্নেহ অবসন্ন হয় না। যখন তাঁহার অনুগত হইয়া চলি, তখন সেই স্নেহই আত্মাতে প্রসাদ ও প্রফুল্লতা আনয়ন করে; যখন অপথে পদার্পণ করি, তখন সেই স্নেহই তাহা হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করে, সেই আকর্ষণেই গ্লানি ও যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি পিতৃস্নেহের এই অদ্ভুত কার্য্য বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পিতাকে জানিয়াছে। কুত্রাপি সেই স্নেহের ইতর বিশেষ হয় না। সেই স্নেহই রাজমুকুটে আশীর্ব্বাদ, সেই স্নেহই পর্ণকুটীরের অলঙ্কার। সেই স্নেহই ভাগ্যবানের ভাগ্য, সেই স্নেহই অকিঞ্চনের পরম ধন। মর্ত্ত্য লোকের সমুদায় স্নেহ সেই পিতৃস্নেহের ছায়া। যদি এখানকার সমুদায় স্নেহই শুষ্ক হইয়া উঠে, তথাপি সেই দিব্য স্নেহে নির্ভর করিয়া সমুদায়ই সহ্য করা যায়। কিন্তু যদি সেই স্নেহের উপর দৃষ্টিপাত না হয়, তবে আর আশা ভরসা কিছুই থাকে না। সেই পিতার ক্রোড়ই একমাত্র শান্তিনিকেতন, একমাত্র আরামস্থান, একমাত্র নিরাপদ্ আশ্রয়। এই পৃথিবীতে সেই পিতার স্নেহই একমাত্র ভরসা, স্বর্গলোকে সেই পিতার স্নেহই একমাত্র আশা। তিনি চিরকালের পিতা; তিনি ইহ কালের পিতা, তিনি পর কালের পিতা; তিনি অনন্ত কালের পিতা। তিনি সকলেরই পিতা; তিনি পুণ্যবানের পিতা, তিনি পাপী তাপীর পিতা। তিনি বিদ্বানের পিতা, তিনি মূর্খেরও পিতা। তিনি ধনবানের পিতা, তিনি দরিদ্রেরও পিতা। তিনি সকলের উপরেই সমভাবে স্নেহ বর্ষণ করিতেছেন। পৃথিবী যাহা পাপের ভার সহ্য করিতে পারে না; তিনি তাহাকেও স্নেহের সহিত আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। মনুষ্য যাহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে, তিনি তাহাকেও স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করেন। এখানে যে দুঃখের সান্ত্বনা নাই, পিতাই তাহার সান্ত্বনা। এখানে যে রোগের ঔষধ নাই, পিতাই তাহার ঔষধ। এখানে যাহার আশ্রয় নাই, পিতাই তাহার আশ্রয়। এখানে যাহার গতি নাই, পিতাই তাহার গতি। পিতার স্নেহেই দিবারাত্র অতিবাহিত হইতেছে। আমাদের সমস্ত জীবন সেই পিতারই আশীর্ব্বাদ বহন করিতেছে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগ ও সুস্থতায় সেই পিতৃস্নেহেই প্রতিপালিত হইতেছি; অনন্ত কাল সকল অবস্থাতে সেই পিতার ক্রোড়েই অবস্থান করিব। যে ব্যক্তি সেই পিতৃস্নেহ অনুভব করিতে না

পারে তাহার পক্ষে এই পৃথিবী কি যন্ত্রণার স্থান হয়! যে ব্যক্তি সেই পিতৃস্নেহ দেখিতেছে, সে ব্যক্তি এখানে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে।

হে আত্মন্! সেই পিতার স্নেহ অনুভব কর। তাঁহারই স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির নিম্নে তুমি অবস্থান করিতেছ। তাঁহারই স্নেহময় আলিঙ্গনে—তাঁহারই স্নিগ্ধ ক্রোড়ে তোমার নিবাস। পিতা তোমাকে এত স্নেহ করেন যে, তাহার সীমা করা যায় না। তুমি সেই পিতার স্নেহ কত বার ভুলিয়া যাও, কিন্তু তিনি এক নিমেষও তোমার প্রতি স্নেহশূন্য হন না। তুমি শোকতাপে মুহ্যমান হইয়া বিলাপ করিতে থাক, পিতা তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার অশ্রু মার্জ্জনা করেন। তুমি মোহান্ধ হইয়া পাপমলায় মলিন হইতেছ, পিতা স্বহস্তে তোমাকে মার্জ্জনা করিয়া পবিত্র করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছ, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তুমি যে অবস্থায় থাক, সেই স্নেহামৃত পান করিয়া আপ্যায়িত হও। সেই স্নেহই তোমার স্বর্গ, সেই স্নেহই তোমার মুক্তি। হে আত্মন্! তুমি কি আশায় ও কি ভরসায় এই সংসারের অনিত্য সম্বন্ধে আপনাকে মগ্ন করিয়া রাখ; পিতা ব্যতিরেকে তোমার আপনার বলিতে কে আছে? আর সমুদায়ই মৃত্যুর কালকবলে কবলিত হইতেছে; আর কে তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না, তোমার আর গতি নাই। এখানে শোক দুঃখে ও পাপ তাপে কাতর হইলে কে আর তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে? তুমি ইহার উপর নির্ভর করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিতেছ? কে তোমার সহায়, কে তোমার রক্ষক, কে তোমার তত্ত্বাবধায়ক? কে তোমাকে জননীজঠরে রক্ষা করিলেন, কে তোমার জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ আনিয়া দিলেন, কে তোমার মাতাপিতার মনে স্নেহ প্রদান করিলেন, কে চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ সুখ তোমার মুখে তুলিয়া দিতেছেন, কে তোমাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করিয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া দেখ। পিতার ক্রোড় ব্যতিরেকে পুত্রের নিরাপদ্ আশ্রয় আর কি আছে? তুমি এখন পিতাকে এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করিও না, পরিত্যাগ করিলে তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। তুমি অহোরাত্র চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া যাইবে, অথচ তুমি এক দিনের জন্যও নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইতে পারিবে না; কিন্তু এক বার পিতার উপর নির্ভর করিয়া দেখ, তোমার সমুদায় চিন্তার ভার পিতার হস্তে সমর্পণ কর, দেখিবে তোমার কেমন আরাম হইবে। তুমি পিতার অবাধ্য হইও না, তুমি পিতার অনুগত হইয়া চল, তোমার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি প্রদান করিবেন। পিতা কি পুত্রের দুঃখ দেখিলে উদাসীন থাকেন? কেন না বুঝিয়া উদ্বেগের ভারে নিপীড়িত হইতেছ। এত দিন তোমাকে কে প্রতিপালন করিলেন? কাহার প্রসাদ তুমি প্রতিদিন উপভোগ করিতেছ? ইহার এক বিন্দুও কি তোমার চিন্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? তুমি কি আপনার বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে এক তিল সুখের সৃষ্টি করিতে পার? সকলই পিতার প্রসাদে প্রাপ্ত হইতেছ। তাঁহারই অনুগ্রহার্থী হইয়া অবস্থান কর। সম্পদে বিপদে পিতারই আশ্রিত হইয়া থাক, সুখে দুঃখে তাঁহারই অনুগত হইয়া চল। সকল অবস্থাতে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তাহা

হইলে রোগের সময়েও আরাম থাকিবে, দুঃখের সময়েও সান্ত্বনা থাকিবে, বিপদের সময়েও উপায় থাকিবে, মৃত্যুর সময়েও অমৃত পান করিবে।

হে পিতা! তোমার সুমধুর স্নেহরসই আমাদের অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। তোমার স্নেহই আমাদের সর্ব্বস্ব, তোমার স্নেহই আমাদের সকল রোগের ঔষধ, তোমার স্নেহই আমাদের সকল উন্নতির হেতু, তোমার স্নেহই আমাদের সকল দুঃখের সান্ত্বনা। পিতা! প্রণত হৃদয়ে তোমার আশীর্ব্বাদের প্রার্থী হইয়া আছি।

আত্ম দর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্মাতে এইরূপ একটি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার আছে যে, আত্মা যাহা ভাল বলিয়া জানিতে পারে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং যাহা মন্দ বলিয়া বোধ করে, তাহার প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়া থাকে। এই রূপ মঙ্গলের প্রতি অনুরাগ ও অমঙ্গলের প্রতি বিরাগ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের কার্য্য। আত্মা এরূপ স্বাধীন যে তাহাকে কেহ বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে নিযুক্ত বা বলপূর্ব্বক কোন বিষয় হইতে বিযুক্ত করিতে পারে না; কিন্তু যাহা মঙ্গল বলিয়া জানিতে পারে, যাহা ভাল বোধ করে, আপনিই তাহার অনুসরণ করে; যাহা অমঙ্গল বলিয়া জানিতে পারে—যাহা মন্দ বোধ করে, আপনিই তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়। মুক্তস্বভাব ঈশ্বর আত্মার স্বাধীনতা এমনি ভালবাসেন যে, তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে নিযুক্ত করেন না; কিন্তু পাছে নিরঙ্কুশ আত্মার অকল্যাণ হয়, এই জন্য তাহাকে উক্তরূপ সংস্কার প্রদান করিয়া স্বাধীনতার অপব্যবহারজনিত মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন। আত্মা চিরকাল উক্ত স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের বশম্বদ হইয়া, যখন যাহা মঙ্গল বলিয়া বুঝিতেছে তাহার অনুসরণ করিয়া, এবং যখন যাহা মন্দ বলিয়া জানিতেছে তাহা পরিহার করিয়া ক্রমাগত সেই পূর্ণ মঙ্গলের সন্নিহিত হইতেছে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যেমন আমরা অখণ্ড কালকে বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া দণ্ড মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করি, সেই রূপ অখণ্ড মঙ্গল ভাবকে আত্মাতে ধারণ করিতে না পারিয়া পবিত্রতা, ভদ্রতা, ন্যায়, দয়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুগত্যা যেমন দণ্ড মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি এক মাত্র মহাকালের অন্তর্গত, যেমন ঘটাকাশ ও পটাকাশ একমাত্র মহাকালের অন্তর্গত, যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এক মাত্র আকারের অন্তর্গত, সেই রূপ উক্ত সমস্ত গুণ এক মাত্র অখণ্ড মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূত পদার্থ। আমরা কেবল বাহ্য ভাগ দর্শন করিয়া পবিত্রতা হইতে ভদ্রতা, ভদ্রতা হইতে ন্যায়, ন্যায় হইতে দয়া, দয়া হইতে প্রেম ও প্রেম হইতে স্নেহ পৃথক্ করিয়া থাকি, কিন্তু অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইবে, পবিত্রতার মধ্যেই ন্যায়, ন্যায়ের মধ্যেই দয়া, দয়ার মধ্যেই প্রেম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছে। যদি কেহ ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিয়াও মনে করেন, পবিত্র হইয়া আছি, যদি কেহ দয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও মনে করেন ন্যায় রক্ষা করিয়াছি, যদি কেহ স্নেহশূন্য হইয়াও মনে করেন প্রেম করিতেছি, তবে সে তাঁহাদের ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মর্ত্ত্য লোকে যে সকল ধার্ম্মিকাভি-

ব্যক্তি এক দিকে ন্যায়পথ
অন্য দিকে ভূরি ভূরি পুণ্য
করিতেছেন, যে সকল
নারী পরস্পরকে ধ্বংস
দিগকে প্রেমিক বলিয়া অ-
ন, যে সকল রাজা অপরা-
ধীকে
য়াও আপনাদিগকে ন্যায়-
ণ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের
য়া বিচার করিতে বসিলে অত্যন্ত
ভ্রম উৎপন্ন হইবে; কেন না, তাঁহাদিগের
ধর্ম্মপ্রণালী, প্রেমপ্রণালী ও বিচারপ্রণালী
অসম্পূর্ণ ও জঘন্য। তাহাই যথার্থ প্রেম,
প্রমাস্পদকে কল্যাণ হইতে বিচ্ছিন্ন না
তাহাই যথার্থ ন্যায় যাহার কার্য্যে
বৃত্তি ক্ষুব্ধ হইয়া না থাকে, তাহাই যথার্থ
বিত্রতা যাহাতে সমুদায় সাধুগুণ একীভূত
হইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ পবি-
তা ন্যায় দয়া প্রেম স্নেহ স্বরূপতঃ বিভিন্ন
দার্থ নহে; এক মাত্র অখণ্ড মঙ্গল ভাব
াকাশের ন্যায় উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন
য়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ঘট পট মঠ
ফল ভগ্ন করিয়া দেখ, সমুদায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র
াকাশ এক মহাকাশে সংযুক্ত হইয়া থা-
পবে, মনুষ্যের সীমাবিশিষ্ট কার্য্য হইতে
চ্ছিন্ন করিয়া দেখ, পবিত্রতা ভদ্রতা সাধুতা
য় দয়া স্নেহ প্রেম এক অখণ্ড মঙ্গল ভাবে
ীন হইয়া যাইবে।

এই মঙ্গলের প্রতি আত্মাকে অনুরক্ত ও ইহার বিপরীত ভাব হইতে তাহাকে করা পূর্ব্বোক্ত স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের । ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধু ভাব সকল অব- করিয়া আত্মা অখণ্ড মঙ্গলভাবরূপ মুদ্রে সন্তরণ করিবে, ইহাই ঈশ্বরের উ- । কিন্তু মঙ্গল ও অমঙ্গল পৃথক্ করা স্কারের কার্য্য নহে; তাহা আত্মার ক্তির কার্য্য। যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইবে, তাহা বস্তুতঃ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আত্মা তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং যাহা মন্দ বলিয়া বোধ হইবে, তাহা বস্তুতঃ ভাল হইলেও আত্মা তাহা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হইবে। আত্মা অমঙ্গল বোধে প্রকৃত মঙ্গল পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং মঙ্গল বোধে বাস্তবিক অমঙ্গলের অনুসরণ করিতে পারে। বস্তুতঃ আত্মা যদি মোহবশতঃ সুন্দরকে কুৎসিত বলিয়া ও কুৎসিতকে সুন্দর বলিয়া দেখে, যদি পবিত্রকে অপবিত্র ও অপবিত্রকে পবিত্র বলিয়া বোধ করে, যদি পুণ্যকে পাপ ও পাপকে পুণ্য বলিয়া অবগত হয়, যদি ন্যায়কে অন্যায় বলিয়া ও অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া দর্শন করে, তাহা হইলে তখন অবশ্যই কুৎসিত অপবিত্র পাপ ও অন্যায়ই আত্মাকে আকর্ষণ করিবে। এ সমুদায় আত্মার জ্ঞান শক্তির দোষ, উক্ত সংস্কারের দোষ নহে। যে পরিমাণে আত্মার জ্ঞানশক্তি বিস্তৃত ও পরিশুদ্ধ হইবে, সেই পরিমাণে মঙ্গলের স্বরূপ প্রকটিত হইতে থাকিবে—ততই সুন্দর বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও কুৎসিত বিষয়ের মলিনতা অনুভূত হইতে থাকিবে, ততই ন্যায় গুণের মধুরতা ও অন্যায়ের বিস্বাদুতা উপলব্ধ হইতে থাকিবে, ততই মঙ্গলের সৌরভ ও অমঙ্গলের দুর্গন্ধ আঘ্রাত হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি পুণ্যের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কাহার সাধ্য তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে? পাপের বিস্বাদুতা যাহার অনুভূত হয় নাই, পাপের প্রতি কেহই তাহার ঘৃণা উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। পুণ্য পাপের ফলাফল দর্শন করিয়া লোভ ও ভয় প্রযুক্ত কেহ কেহ সাধু হইতে পারেন; কিন্তু পুণ্যের সৌন্দর্য্য ও পাপের মলিনতা যত ক্ষণ না অনুভূত হইবে—যত ক্ষণ না আত্মার দৃষ্টি-

পথে নিপতিত হইবে, তত ক্ষণ পুণ্যের প্রতি আসক্তি ও পাপের প্রতি বৈরাগ্য প্রকৃত রূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা যাহা মঙ্গল বলিয়া অবধারিত হইবে, নিস্বার্থ ভাবে তাহার প্রতি আসক্ত করা উক্ত সংস্কারের কার্য্য।

কি জন্য আত্মা সর্ব্বদা ভাল ও মন্দ পৃথক্ করিতে পারে না, তাহা অনুসন্ধান করিলে এই কএকটি কারণ প্রতীয়মান হয়।

প্রথম। আত্মার জ্ঞানশক্তি স্বভাবতঃ পরিমিত, এই জন্য আত্মা সমুদায় দর্শন করিতে সমর্থ নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা এক বারেই আত্মার চক্ষুর নিকট প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আত্মা যত উন্নতি লাভ করিবে, ততই অবগত হইতে পারিবে। ভৌতিক বিষয়ক জ্ঞানও যেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতেছে, অধ্যাত্মবিষয়ক জ্ঞানও সেই রূপ ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধ হয়। যে জ্ঞানশক্তি এ রূপ উন্নতিশীল, তাহা যে পদে পদে মোহাচ্ছন্ন হয় ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইতেছে। তাদৃশ মোহ আমাদের প্রকৃতির মধ্যে জড়িত হইয়া আছে. তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সময় আবশ্যক। মনুষ্য জাতি প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত মোহের সহিত সংগ্রাম করিয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং বহু উন্নতি এখনও অবশিষ্ট আছে।

দ্বিতীয়। আমাদের জ্ঞান দুই প্রকার, সাক্ষাৎ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান। যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মিল, যাহা অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া জানিলাম, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই পরোক্ষ। ভৌতিক জগতে পরোক্ষ জ্ঞানের অনেক উপযোগিতা থাকিতে পারে, অধ্যাত্ম জগতে পরোক্ষ জ্ঞানের উপযোগিতা অতীব অল্প। কোন্‌টি পবিত্রতা, কোন্‌টি অপবিত্রতা, কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি পুণ্য কোন্‌টি পাপ, কি মঙ্গল কি অমঙ্গল ইহা আত্মা স্বয়ং অনুভব না করিলে অসংকোচে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, তাহাতে বিশ্বাস করাও আত্মার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। মনু বা মুসা, বুদ্ধ বা ইসা, মহম্মদ বা নানক ইহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া কোন আত্মা তাহা উৎকৃষ্ট ভাবিতে পারে না, যদি তাঁহাদের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারে যে, ইহা সম্ভব; কিন্তু এ রূপ বলিতেও সংকুচিত হয় না যে, তাঁহাদের কুসংস্কারও হইতে পারে; কেন না আত্মা স্বয়ং দর্শন করিতে না পারিলে তাহার অস্তিত্বই তাহার নিকট বৃথা। মনুষ্য অনেক সময় কেবল পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া ভাল মন্দ পৃথক্ করিতে যায়, সুতরাং তাদৃশ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে না।

তৃতীয়। মনুষ্য কেবল আত্মা নহেন, বিচিত্র-প্রকৃতি শরীর ও কতকগুলি পশুভাব তাঁহার এক অংশ। ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম প্রভৃতি কতকগুলি পশুভাবে মনুষ্য আক্রান্ত হইয়া আছে। একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঈশ্বর কেবল এই পৃথিবীর জন্য তৎ সমুদায় প্রদান করিয়াছেন। সেই সমস্ত প্রবৃত্তি যে পরিমাণে স্ব স্ব সীমা উল্লঙ্ঘন করে, আত্মার হিতাহিত অনুভব করিবার শক্তি সেই পরিমাণে সংকুচিত হইয়া যায়। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ব্যভিচার যে অপকর্ম্ম ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য রূপে পৃথিবীতে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি-সেই সমস্ত পশুভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন অনেকে ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের মালিন্য অনুভব করিতে পারে না।

এই সকল কারণে আত্মা সর্ব্বদা মঙ্গল ও অমঙ্গল পৃথক্ করিতে পারে না। তথাপি ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে যে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বশম্বদ হইয়া যখন যাহা ভাল বোধ করিতেছে, তখন তাহার অনুসরণ করিয়া এবং যখন যাহা মন্দ বোধ হইতেছে, তখন তাহা পরিহার করিয়া দিন দিন পূর্ণ মঙ্গলের সন্নিহিত হইতেছে। মোহবশতঃ মধ্যে মধ্যে তাহার পতন হইতেছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের শিক্ষা দান কৌশলে পুনরায় সমুত্থিত হইতেছে। মনুষ্য যদি অকপটে আপনার জ্ঞানের অনুসরণ করেন অবশ্যই তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন।

খৃষ্টীয় দর্শন শাস্ত্র ও ঈশ্বরের শাসন প্রণালী।

খৃষ্টীয় দর্শনকারেরা ন্যায় ও দয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবিয়া মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনুষ্যকৃত অসম্পন্ন শাসনপ্রণালী ব্যতীত আর এক সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শাসনপ্রণালীর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের উক্ত ভ্রমের কারণ। এখানে যখন কোন রাজা অপরাধীর বিচার করিতে বসেন, তখন জনসমাজের শৃঙ্খলা ও আপনার রাজোচিত স্বার্থের উপর যত দৃষ্টি করেন, প্রকৃত ন্যায় ও দয়ার [illegible] করেন না, এই জন্য অপরা- [illegible] উপর তত দৃষ্টি ক[illegible] রেও তাদৃশ মনো- [illegible] ধীর নিজের হিতের উ[illegible] দণ্ড প্রণয়ন করিলে যোগ হয় না। কি রূপ দ[illegible] বে, জনসমাজ ভীত হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা ক[illegible] তিনি ইহাই লক্ষ্য করিয়া দণ্ড প্রণয়[illegible] করেন; কি রূপ দণ্ড প্রকৃত রূপে ন্যায়ানুগ[illegible] বে, তদ্বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ দৃষ্টি থা[illegible] না। তিনি একই অপরাধে অবস্থা বিশে[illegible] গুরুতর ও অবস্থা বিশেষে লঘুতর করিয়া দণ্ডবিধি প্রস্তুত করেন। তিনি শান্তির সময়ে এক রূপ দণ্ড প্রণয়ন করেন, এবং বিদ্রোহের সময়ে অন্য রূপ দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। কখন চৌর্য্যাপরাধেও প্রাণদণ্ড করেন, কখন হত্যাপরাধেও ক্ষমা করিয়া থাকেন। তথাপি দণ্ড দানের এই রূপ অব্যবস্থা সকল পরিত্যাগ করিয়া আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ন্যায্য রূপে দণ্ড দান করিলেই অপরাধীর প্রতি দয়া করা হয়, কেন না দণ্ড দ্বারা অপরাধী শিক্ষা লাভ করে। এরূপ স্থলে দণ্ড না করিলে সে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আরও অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং জনসমাজের ন্যায় নিজেরও অত্যন্ত অনিষ্টকারী হয়। এক্ষণে দণ্ড দান দ্বারা সর্ব্বত্র এই রূপ শুভ ফল হয় কি না এবং বিচারপতিরা অপরাধীকে হিত কামনায় দণ্ড দান করেন কি না, তাহার কথা হইতেছে না। যদি এরূপ না হয়, তাহা শাসন প্রণালীর দোষ, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন হইবে, তখন সেই সঙ্গে দণ্ড বিধিও উৎকৃষ্ট হইবে। যেমন শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় হইতেছে, সেই রূপ কারাগার মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনেক হিতৈষী ব্যক্তি কারাগারের অবস্থা সংশোধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া এই শুভ দিন আনয়নের উপক্রম করিতেছেন। এরূপ হইলে ন্যায়ের কার্য্য ও দয়ার কার্য্য একই হইয়া যাইবে। ইহা যত দিন না হইতেছে, তাবৎও মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলে দণ্ড দান দ্বারাই অপরাধীর মঙ্গল হইতেছে; দণ্ড দান না করিলে অপরাধীর আরও অনিষ্ট হইত। এই জঘন্য অবস্থাতেও দণ্ড দানে অপরাধীর

বৃত্তি দ্বারা মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তিনি সে প্রকার নহেন, তিনি যেমন চক্ষু কর্ণ ও তর্ক বিতর্ক ব্যতিরেকেও সমুদায় জানিতেছেন, যেমন শিরা পেশী প্রভৃতি বলক্রিয়ার উপকরণ ব্যতিরেকেও শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, সেই রূপ ন্যায় দয়া প্রভৃতি বৃত্তি সকল ব্যতিরেকেও যাহা মঙ্গল তিনি কেবল তাহাই বিধান করিতেছেন। মনুষ্য সেই অখণ্ড মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না বলিয়া কখন দয়াময় কখন ন্যায়বান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে কিন্তু ন্যায় দয়া ক্ষমা এ সমুদায় মানবীয় ভাব, পূর্ণ মঙ্গল ঈশ্বর ইহার বহু দূর উচ্চে অবস্থিত আছেন। তিনি যাহা কিছু নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কেবল মঙ্গলই তাহার উদ্দেশ্য। তিনি মঙ্গলের জন্যই আত্মা সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মঙ্গলের জন্যই তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, মঙ্গলের জন্যই পুরস্কার ও মঙ্গলের জন্যই দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। যখন পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের এই পরাৎপর প্রকৃতি অনুভূত হয়, তখন সেই দিব্য শাসনপ্রণালীর ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। স্বর্গ তাঁহার সুস্থাত্মা সন্তানগণের শান্তিনিকেতন, নরক তাঁহার পাপরুগ্ন সন্তানগণের চিকিৎসালয়। মনে করিও না যে, তিনি পাপীকেও দয়া করেন বলিয়া পাপের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইতেছে; চিকিৎসক সদয় হৃদয়ে রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেছেন বলিয়া কি রোগের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইতেছে? রোগের যন্ত্রণাও ভয়ানক, পাপের যন্ত্রণাও নিদারুণ; কিন্তু যাহারা যন্ত্রণা ব্যতিরেকে কল্যাণের পথ চিনিতে পারিল না, যন্ত্রণাই তাহাদিগকে চৈতন্য দান করিবে এবং যখন শুভ পথ অবলম্বন করিবে, তখন তাহার জন্য স্বর্গ দ্বার অবশ্যই উদ্ঘাটিত হইবে।

নূতন পুস্তক।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত আদি ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানিতে চারিটি বিষয় আছে। প্রথম—বিশ্বাস ও জ্ঞান। এই প্রস্তাবে উভয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশ্বাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি বিশ্বাস জ্ঞানের অতীত আর কতকগুলি জ্ঞানমূলক। কোন্ কোন্ বিশ্বাস জ্ঞানের অতীত আর কোন্ কোন্ বিশ্বাস জ্ঞানমূলক, তাহারও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভক্তি। এই প্রস্তাবটি যদিও অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, তথাপি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। তৃতীয় সাধু পুরুষ। এই প্রস্তাবটি কিছু বিস্তার করিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে সাধুপুরুষ কোন অলৌকিক পদার্থ নহেন। এইটি বুঝাইবার নিমিত্ত খৃষ্ট মহম্মদ ও চৈতন্যের কিছু কিছু ইতিহাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে লিখিতেছেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বতন সাধুগণের উপদেশ শিক্ষা করিয়াই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বাইবেলের যে সকল উৎকৃষ্ট উপদেশ খৃষ্টের বাক্য বলিয়া প্রচলিত আছে তাহা বস্তুতঃ খৃষ্টের বাক্য নহে, পূর্ব্বাবধি সেই সকল উপদেশ ইহুদি জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট যে বাক্য যেখান হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহার একটি তালিকাও দিয়াছেন, সেইটি উদ্ধৃত হইতেছে—

"লোকের নিকট যে রূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা কর তাহাদের প্রতি […] কর।" টবিট ও টালমাড গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

"দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিলে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেও।" জেরিমায়ার শোক ৩ অ, ৩০ পং।

"শত্রুকে প্রেম কর, ঘৃণাকারীর মঙ্গল কর ইত্যাদি।"—টাল[…]মাড। রেনান-৮৬ পৃষ্ঠা।

"বিচার […] করিও না ইত্যাদি। ঐ ঐ

"ক্ষমা […] কর তবে তুমি ক্ষমার যোগ্য হইবে।" হিতোপদেশ ২০ অ, ২২ পং, লিভিটিকাস ১৯অ, […]

১৮। ইক্লিজিয়াষ্টিক ২৮ অ, পং।"

তিনি আর এক স্থলে লিখি[…]ছেন—

"তিনি ক্রুশ হইতে যে সর্ব্বোচ্চ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন কথিত আছে, তাহাও তাঁহার বাক্য নহে তাহা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেরান টকনিট্জ্ নামক জনৈক পণ্ডিত কতকগুলি পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে একখানি নূতন টেষ্টমেন্ট প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্রাইষ্ট পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি তৎকালে উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু তৎকালবর্ত্তী লেখকেরা উহা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছে। ঐ পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে তিনি ঐ বাক্য ঐ[…]াই। যথা "পিতা উহাদিগকে ক্ষমা কর, যেহেতু উহারা কি করিতেছে জা[…]না।"—লুক ২৩ অধ্যায় ৩৪ পং।

[…]শত্রুকে প্রেমকর, অভিসম্পাৎকারীকে আ[…]াদ কর, ঘৃণাকারীদিগের উপকার কর, এবং উৎপীড়ন ও অত্যাচারকারীদের জন্য প্রার্থনা কর।"—মথি ৫ অ, ৪৪ পং।"

এই প্রস্তাবের আর কএকটি স্থান এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"এরূপ স্থলে ক্রাইষ্টের অনুকরণ কর, কি চৈতন্যকে আদর্শ কর একথা আর বলিবার উপায় নাই। আমরা সত্য পাইতেছি, কিন্তু কে তাহার প্রচারক, অবগত হইতে পারিতেছি না, সুতরাং পুরাকালের "গ্রেটম্যান" অনেক সময়ে কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কেহ কেহ বলেন […]দর্শ অর্থাৎ কল্পনাজাত গ্রেটম্যানই […]র অনুকরণীয়। যদি আপনিই কল্পনা করিয়া সকল মহদ্গুণ কোন আধারে অর্পণ করিলাম, তবে সে আধারের প্রয়োজন কি? অবাস্তবিক আধারে প্রয়োজন কি, যখন সর্ব্বগুণের মূলাধার পরমেশ্বর সর্ব্বোপরি বিদ্যমান রহিয়াছেন। অতএব ঐতিহাসিক মহল্লোকে [বি]শ্বাস করা আর না করা উভয়ই সমান। এক জন প্রাচীন ধার্ম্মিকের জীবন ও উপদেশকে […]ক পরম্পরাক্রমে নানা প্রকার অলঙ্কার দ্বারা […]ভূষিত করিয়া থাকে; এবং সেই মহাজন যাহা […] চিন্তাও করেন নাই, অধুনাতন সুবিজ্ঞকালের ভাবুকেরা সেই সমস্ত উন্নত ভাব দ্বারা তাঁহার বাক্যকে মহৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহা সচরাচর একটি "গ্রেটম্যান" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা শত শত গ্রেটম্যানের গুণ-ফলস্বরূপ।"

"গ্রেটম্যানেরা গড্‌ম্যান, বা ঈশ্বর তুল্য মনুষ্য, অথবা ঈশ্বর মনুষ্য জড়িত কোন জীব, ইহা কোন রূপে বলা যাইতে পারে না। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরতুল্য বা ঐশ্বরী প্রকৃতি সম্পন্ন বলা মহা পাপ সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য ভ্রম! মনুষ্য এমন কি মহৎ হইতে পারে যে ঈশ্বর তুল্য হইবে? ঈশ্বরের এক কণা মাত্র জানিয়া এত অহঙ্কার যে তাঁহার সদৃশ হইবে? তাঁহার একটি তৃণপত্র রচনার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারি না, সেই অনন্ত জ্ঞান-শক্তি—পবিত্রতা সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্রও অবগত হইতে পারি না, কোথায় তিনি, কি তিনি, আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথা যাইব, কিছুই নিশ্চয় বলিতে পারি না, তাঁহার এক পলকের সৃষ্টি এই জগতের অর্থ অনন্ত কালে বুঝিতে পারিব কি না জানি না, তাঁহার সহিত তুলনা! যাঁহার দয়ায় পরিত্রাণ পাইব তাঁহার সহিত একীভাব! এ রূপ অহঙ্কার এবং সাধুতার গর্ব্ব! অভিমানরূপ শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন দ্বারা এই কালকূট গরলরূপ মত উত্থিত হইয়াছে।"

এই প্রস্তাবে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের "গ্রেট মেন" বিষয়ক বক্তৃতাতে কি কি ভ্রম আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

চতুর্থ—উদারতা ও উন্নতি। এই প্রস্তাবে গ্রন্থকার আপনার মানসিক উন্নতির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কিরূপ উন্নতির মুখে দণ্ডায়মান আছে, এই প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত প্রাচীন সত্য গ্রহণ করিবে; কিন্তু কেবল কতকগুলি সঙ্কলিত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিছু নূতন সত্য জগৎকে দান করিতে হইবে। সুতরাং পুরাতন কিছুই আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। ভূত বর্ত্তমানের অঙ্গীভূত হইয়াছে, এবংবর্ত্তমান ভূতকে

অতিক্রম করিয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্ম ক্রাইষ্ট বা বেদকে পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন তাহা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। বর্ত্তমান সময়ের আদর্শ ক্রাইষ্ট ও বেদের আদর্শাপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

CALCUTTA CHISTIAN ADVOCATE.

November 1870.

এই পত্রিকা খানি কলিকাতা "ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি" হইতে বর্ষে চারি বার প্রকাশিত হয়। আমরা কেবল ইহার সপ্তম সংখ্যক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্তোত্রং।

ত্বমাদিদেব স্তুমনাদিদেব
স্তুমমাদিসত্যং ত্বমনাদিসত্যং।
ত্বমাদিবীজং ত্বমনাদিবীজং
নমোনমোস্তেঽস্তু নমোনমস্তে ॥ ১
ত্বং সৃষ্টবান্ সর্ব্বমিদং পুরস্তাৎ
ত্বমেব নাথশ্চ বিভর্ষি সর্ব্বং।
ত্বং সর্ব্বতঃ সর্ব্বমপি ত্বয়ীদম্
ত্বমেব যন্ত্রী জগতীহ যন্ত্রে ॥ ২
ত্বদিচ্ছয়া ধাবতি ভিন্নরশ্মিঃ
প্রকাশয়ন্ বিশ্বমিদং সমন্তাৎ।
নিয়ন্তৃরূপেণ ত্বমত্র গূঢ়ো
ন ভাসি চক্ষুর্ব্বিষয়ে কদাপি ॥ ৩
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং যুগপন্নিগূঢ়ং
ন বেত্তি তত্ত্বং তব কোঽপি নাম।
যদাহ বিদ্বান্ তব তত্ত্বকল্পে
সর্ব্বং নিরস্তং দৃঢ়চিন্তয়া তৎ ॥ ৪
আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপোঽখিল জন্তবশ্চ।
অনাদিমধ্যান্তমহো ত্বদীয়ং
প্রকাশয়ন্তে মহিমানমেব ॥ ৫
পিতা চ মাতা চ শরীরভাজাং
ধাতাসি কল্যাণপরম্পরাণাং।
প্রভুশ্চ রাজা চ গুরুশ্চ মিত্রং
কো বেত্তি বিদ্বান্ তব গূঢ়ভাবং ॥ ৬

আবেদন।

কৈ দেব! কোথা দেব! অনাথশরণ!
কোথা এ সময় তুমি পতিতপাবন!
বিফল হইল বুঝি এত আয়োজন!
পথেই আমার হায়! হইল পতন! ১
চলিতে না পারি আর এ ভার বহিয়া
দাড়াঁতে না পারি আর এ কষ্ট সহিয়া।
ইহার উপরে পুনঃ রিপুর প্রহার
সত্য কি মরণ ছাড়া গতি নাই আর! ২
না ছিল সম্বল শুধু ও মুখ চাহিয়া
এত দূর আসিয়াছি সাহস করিয়া।
এখন ও পদে যদি আশ্রয় না পাই
দীননাথ ত্রিসংসারে আর গতি নাই। ৩
ডাকিলে কিঙ্কর বলি মধুর আহ্বানে
বেণুরব চেয়ে মিষ্ট লাগিল এ কানে।
দিয়া সুধা এক বার করিলে বিহ্বল
দিও না গরল আর দিও না গরল। ৪
জয়িবে তোমারি ইচ্ছা নিশ্চয় তা জানি
ফলিবে সুন্দর ফল তাও মনে মানি।
তথাপি আকুল হই আঁধারে পড়িয়া
ভবের নিবিড় বনে পথ না পাইয়া। ৫
বাষ্পেতে রুধিছে কণ্ঠ আর শক্তি নাই
মনোজ্ঞ! মনের ভাব ইঙ্গিতে জানাই।
চলিতে না পারি যদি জীবন হারাই
এই করো পুনরায় যাতে প্রাণ পাই। ৬

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবে।

NOTICE.

A discourse on "The Educated Hindoo as the agent of social and moral reformation of India" will be delivered by Baboo Taruk nath Dutt at the Adi Brahma Samaj Library Hall on Saturday the 10th Dcember, (26th Agrahayana) at 7 P. M.

বিক্রেয় নূতন পুস্তক।

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ ৸৹

JUST PUBLISHED.

Adi Brahma Samaj,
its views and principles..... 2 ans.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৪১। ১ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৭৯২ শক

৩২৮ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

একচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার একচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯২ শক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ব্রহ্ম-সংগীত।

রাগিণী শারঙ্গ—তাল চৌতাল।

ওহে, আত্মার রতনহার, তুমি হে অমৃতাধার।
রাখিয়ে তোমার ক্রোড়ে, শঙ্কট নিবারো হে।
প্রভাবে পাতকী তার, তুমি এক কর্ণধার;
এসেছি তোমার দ্বার, আমারে উদ্ধারো হে।
নির্জ্জীবে প্রাণ সঞ্চারো, হর পাপ দুঃখ ভার;
হৃদয়ে সদা বিহারো, কাতরে নেহারো হে;
সকলি ভবে অসার, তুমি বিনা অন্ধকার;
আমারে কৃপা বিতর, সেবক হই তোমার হে।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়া।

জ্যোতির জ্যোতি হে জীবনের জীবন।
হৃদয় সুখী হয়, তব সহবাসে, প্রেমরস-পান-সন্তোষে হে।

সাধুতা অভ্যাস।

"তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার স্নেহের ধন;"

ব্যাখ্যান ১।৭

স্নেহের আকর পরমেশ্বর কেবল আমাদের পিতা নহেন; তিনি সুকোমল মাতৃভাবে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের নিকটে অবস্থান ও আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। পিতৃভাব ও মাতৃভাব তাঁহাতে একীভূত হইয়া আছে। সেই মাতার ক্রোড়ে থাকিয়াই আত্মা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহারই স্নেহরস পান করিয়া দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। তিনি মাতার হৃদয়ে স্নেহ ও স্তনে দুগ্ধ দিয়া বাহিরে আপনার যে মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তদপেক্ষা অধিকতররূপে সকলের অগোচরে গূঢ়তর মাতৃভাবে আত্মার ঘনিষ্ট হইয়া আছেন। এক নিমিষও তিনি তাঁহার মাতৃভাব ও আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। যখন আমরা সকলে নিদ্রিত হই, তিনি জাগরিত থাকিয়া সেই অসহায় অবস্থাতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যখন পীড়িত হই, নিকটে থাকিয়া মাতার ন্যায় সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তাঁহারই হস্তে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল ও রোগের ঔষধ। তাঁহারই হস্তে আমাদের সুখ ও সন্তোষ। তাঁহারই হস্তে আমাদের গতি ও মুক্তি। আমরা কিপ্রকারে সুখ ও সন্তোষে অবস্থান করিব, তিনি তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। আমাদের বিষাদ ও সন্তাপ দূর করিবার জন্য কতই কৌশল করিতেছেন। তিনি আমাদের মলিন মুখ দেখিতে পারেন না; যাহাতে আমাদের কষ্ট হয়, তিনি তাহা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিতে চান। আমাদের শরীর সুস্থ থাকুক, আমাদের মন সন্তুষ্ট থাকুক, আমাদের আত্মা প্রসন্ন থাকুক, এই তাঁহার ইচ্ছা। আমরা রোগে পড়িয়া কাতর হই, শোকে পড়িয়া আকুল হই, অথবা পাপে পড়িয়া মলিন হই, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। রোগ শোক ও পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি আমাদের নিকটে কত উপায় বিস্তার করিতেছেন। অপথে পতিত হইবার উপক্রম দেখিলে তিনি প্রথমে আত্মাতে সুমধুর উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে নিবারণ করেন। পতিত হইলেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মধুর ভাবে আহ্বান করিতে থাকেন। পতনের যন্ত্রণাতে আকুলিত দেখিলে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাহায্য করিতে আসেন। কখন তাঁহার প্রসন্ন বদন বিকৃত হয় না; আমাদের সহস্র অপরাধেও কখন স্নেহ করিতে পরাঙ্মুখ হন না। আমরা আপনার দোষে পথভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ পাই, তিনি আপনার গুণে আমাদিগকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। সেই মাতার প্রতিপালনগুণে আমরা চিরঞ্জীব হইব। তিনি সকল রোগ, সকল যন্ত্রণা ও সকল ভয় হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে নিরুদ্বেগ করিবেন। তিনি আমাদের জন্য কত স্থানে কত সুখের সজ্জা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন যে স্থানে থাকিলে আমরা উপযুক্ত রূপে প্রতিপালিত হইব, তিনি তখন সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। যখন যে অবস্থায় থাকিলে আমাদের কল্যাণ হইবে, তিনি তখন আমাদিগকে সেই অবস্থাতে রাখিবেন।

অতএব শিশুর ন্যায় তাঁহার প্রতি নির্ভর কর; শিশুর ন্যায় তাঁহার নিকট সমুদায় মনের কথা ব্যক্ত কর; যাহা আবশ্যক হইবে, শিশুর ন্যায় দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। তুমি মূর্খের নিকট পণ্ডিত ও দুর্ব্বলের নিকট বলবান্; কিন্তু তাঁহার নিকট যার পর নাই অজ্ঞ ও দুর্ব্বল। অতএব পাণ্ডিত্য ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনীত বেশে মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হও। তিনি যাহা প্রদান করিবেন, নির্ব্বিচার চিত্তে তাহা গ্রহণ কর। নিশ্চয় জানিবে, মাতা পুত্রের মুখে কখন বিষ প্রদান করেন না। যদি আপনাকে বালক বলিয়া বোধ থাকে, তবে তাঁহার নিকট বালকের ন্যায়ই অবস্থান কর অথবা যদি আপনাকে সমর্থ বলিয়া জানিয়া থাক, তবে মাতার পদ সেবা কর। যখন তুমি সেই সুমধুর মাতৃভাবসমন্বিত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবে তখন ঔদ্ধত্য ও অবিনয়ের জন্য তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। তুমি আপনার অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, এমন মলিন হইয়া সেই পবিত্র ক্রোড়ে কি প্রকারে আরোহণ করিবে! আর কত কাল বাল্যখেলায় মত্ত হইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। মাতার বশীভূত হইয়া চল, এই অসহায় অবস্থায় তোমার কল্যাণই হইবে।

হে অখিলমাতা! অবনত হৃদয়ে তোমাকে প্রণাম করি। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমাদিগকে পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার ক্রোড়ে স্থান দান কর।

আত্মদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাহ্য ও আন্তরিক নানাবিধ কারণে আত্মাতে পর্য্যায়ক্রমে দুইটি ভাবের উদয় হইয়া থাকে, একটি সুখ ও আর একটি দুঃখ। বিষয়-ভেদে এই দুইটি ভাবের আকার ও পরিমাণ যতই ভিন্ন ভিন্ন হউক, প্রকারে সর্ব্বত্রই সমান। শারীরিক সুস্থতার ন্যায় সুখই আত্মার প্রকৃতি, ও রোগের ন্যায় দুঃখ তাহা হইতে বিচ্যুতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সুখ ও দুঃখের মধ্যে একটি ভাব ও আর একটি অভাব পদার্থ। আত্মাতে যে জ্ঞানশক্তি আছে, তদ্দ্বারা আত্মা সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভব করিতে পারে, অথবা সূক্ষ্ম রূপে বলিতে হইলে এই রূপ বলা যায় যে, আত্মা সুখই অনুভব করে; যখন তাহার সুখ অনুভব হয় না, আমরা তখনই বলি, আত্মা দুঃখ অনুভব করিতেছে। আমরা আলোকও দেখিতে পাই, অন্ধকারও দেখিতে পাই, অথবা আলোকই দেখিতে পাই, যখন আলোক দেখিতে না পাই, তখনই বলি অন্ধকার দেখিতেছি। এইরূপ, জড় পদার্থই প্রত্যক্ষের বিষয়, আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কিন্তু আমাদের বোধ হয় যেন আকাশকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহার অর্থ এই যে, সেই সেই স্থানে কোন বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এই রূপে আত্মা যেমন বাহিরের ভাব ও অভাব উভয়ই জানিতে পারে, সেই রূপ আন্তরিক ভাব ও অভাব উভয়ই অবগত হইয়া থাকে। আত্মা যখন সুখী হয়, তখন সেই সুখ এবং যখন তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, তখন সেই বিচ্যুতিরূপ দুঃখ অনুভব করিতে পারে।

আত্মার এমন কোন অবস্থা নাই যে, তাহা সুখ বা দুঃখ কিছুই নহে। আপনাকে দেখিলেই বোধ হইবে, হয় সুখ ভোগ করিতেছি, নয় দুঃখ ভোগ করিতেছি। কখন কখন একবিষয়ক সুখ ও অন্যবিষয়ক দুঃখ একত্রই অবস্থান করে; হয় তো আত্মা শারীরিক দুঃখে নিপীড়িত হইতেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সুখ ভোগ করিতেছে। কখন এক প্রকার সুখ প্রবল হওয়াতে অন্য প্রকার দুঃখ তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, কখন একবিষয়ক দুঃখের আতিশয্য নিবন্ধন অন্যবিষয়ক সুখ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। কখন ভবিষ্যৎ সুখের গণনাতে বর্ত্তমান দুঃখ লঘু হইয়া যাইতেছে;

কখন ভবিষ্যৎ দুঃখের গণনাতে বর্ত্তমান সুখ অন্তর্হিত হইতেছে। কখন বা অতীত সুখ ও দুঃখের স্মরণে বর্ত্তমান দুঃখ ও সুখ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই রূপে আত্মা প্রতিনিয়তই হয় সুখ নয় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে আত্মার জ্ঞানশক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে; এই জন্য তখন সুখ ও দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না। কখন বা অভ্যাস বশতঃ অথবা বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ নিবন্ধন জাগ্রদবস্থাতেও সামান্য সুখ ও দুঃখ সবিশেষরূপে অনুভব করা যায় না।

যাহার সংস্রবে আত্মা সুখী হয়, তাহারই প্রতি অভিমুখ হইয়া থাকে এবং যাহার সংস্রবে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আত্মা বিমুখ হইতে চায়; আত্মার পরস্পর বিরোধী এই দুইটি ক্রিয়াই অনুরাগ ও বিরাগ। যে সমস্ত পদার্থ আত্মার প্রীতি আকর্ষণ করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, তৎসমুদায়ের সংস্রবে আত্মা আধিভৌতিক অথবা আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগ করিতেছে। যাহা হইতে কোন প্রকার সুখ প্রাপ্ত হইতেছে না, আত্মা কোন প্রকারেই তাহার প্রতি প্রীতি করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার সংস্রবে কোন দুঃখ উৎপন্ন হয় না তাহা কখনই আত্মার বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে না। আত্মা যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এক মাত্র সুখ সম্ভোগই যে তাহার চরম লক্ষ্য তাহা নহে; আত্মার লক্ষ্য যাহাই হউক, সুখ যে তাহার প্রীতিকে উৎপাদন করে এবং দুঃখ যে সেই প্রীতির গতি রোধ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু আত্মার লক্ষ্য হউক, যখন তদ্বিষয়ক জ্ঞান ধ্যান আশা কল্পনা আত্মাকে সুখী করে, তখনই আত্মা প্রীতির সহিত তাহার অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে—আত্মা যে সুখের কামনাতেই তাহার প্রতি ধাবমান হয় তাহা নহে, সে নিষ্কাম হইয়াও লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারে কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সেই নিষ্কাম অবস্থাতেই অতি পবিত্র ও অতি মহৎ সুখ সম্ভোগ হইতেছে বলিয়াই সেই লক্ষ্য সাধনে তাহার অনুরাগ জন্মিতেছে। কামনা নাই থাকুক, নিষ্কাম অবস্থাতেও যে সুখ থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। আত্মা সকামই হউক আর নিষ্কামই হউক, যে অবস্থাতে সুখ নাই আত্মা কখনই যে অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারে না। সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়া ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া আত্মা সুখী হইতে পারে, কিন্তু সুখ না থাকিলে কখনই থাকিতে পারেনা। বস্তুতঃ কামনা থাকুক আর নাই থাকুক, যাহাতে সুখ পায়, আত্মা তাহাতেই প্রীতি করিতে পারে, এবং যাহাতে দুঃখ পায়, তাহাতেই আত্মার বিরাগ উৎপন্ন হয়, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ হইতে পারে যে, অনেক সময়ে আত্মা উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়াই সুখী হয় এবং উপস্থিত দুঃখ আলিঙ্গন করিয়াই পবিত্র আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে থাকে। কিন্তু কখন এরূপ দেখা যাইবে না যে, আত্মা কিছুই সুখ পাইতেছে না, অথচ তাহার প্রতি প্রীতি করিতেছে।

ঈশ্বর-প্রসাদে আত্মা অসংখ্য সুখের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যত উন্নতি লাভ করিবে, ততই উন্নততর সুখরস পান করিতে থাকিবে। ভবিষ্যতে যে কি অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিবে, এখানে তাহার কল্পনা করাও যায় না। "কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" আত্মা যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, যে শক্তি দ্বারা

কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছে এবং যে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার আত্মাকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তৎসমুদায়ই অপরিশোষ্য সুখনদের প্রস্রবণস্বরূপ। আত্মা যত জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, যত কর্ম্মশীল হইবে, যত মঙ্গলভাব সঞ্চয় করিতে পারিবে, ততই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখামৃত পান করিতে থাকিবে। আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর আত্মাকে আনন্দে রাখিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার হস্ত আনন্দ ব্যতিরেকে কদাপি দুঃখ প্রদান করে না। তিনি সুখরূপ আলোকের সূর্য্য স্বরূপ, দুঃখরূপ অন্ধকার তাঁহার বিপরীত পথে অবস্থান করিতেছে। যেমন সূর্য্য হইতে আলোকই উৎপন্ন হয়, কদাপি অন্ধকার উৎপন্ন হয় না, সেই রূপ সেই প্রেমসূর্য্য হইতে নিরন্তর আনন্দকিরণই বিনির্গত হয়, কদাপি দুঃখান্ধকার বিনিঃসৃত হয় না। তিনি যাহার ভাগ্যরূপ ক্ষেত্র হইতে অন্তর্মিত হন, তাহাকেই দুঃখান্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়। আত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই প্রগাঢ় প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিতে যায়। ফলাফলের গণনা করিয়া কাহাকেও প্রকৃতরূপে প্রীতি করা যায় না; আত্মা ঈশ্বরের নিকটে যার পর নাই আনন্দ পায়, এই জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াও তাঁহার সঙ্গী হইতে চায়। তাঁহার সহবাসে অবশ্যই মঙ্গল লাভ হইবে ইহা জানিয়াও আত্মা তাঁহাতে অনুরক্ত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন মাত্রেই যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার প্রধান হেতু।

আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিষয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, তাহা হইতেও আত্মা অহোরাত্র বিবিধ সুখ আহরণ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমস্ত সুখ আত্মাকে অতি অল্প ক্ষণই সুখী রাখিতে পারে। শরীর প্রাণ মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে সমস্ত ভৌতিক প্রকৃতিতে জড়িত হইয়া আত্মা মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিতেছে, এখানকার বিষয়সুখ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই প্রকৃতিকেই পরিতৃপ্ত করে, আত্মা তাহার সহিত জড়িত আছে বলিয়াই তাহার অংশভাগী হইতেছে। যদি সেই সমস্ত ভৌতিক প্রকৃতি আত্মার অধীন হইয়া বিষয়সুখ উপার্জ্জন না করে, তাহা হইলে তদুপার্জ্জিত সমস্ত সুখে আত্মা পরিপুষ্ট না হইয়া দিন দিন ক্ষীণতাই প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই জন্য আধিভৌতিক সমুদায় সুখ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। এখানকার অনেক সুখ ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং অনেক দুঃখ ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়। যেমন আমাদের ভৌতিক প্রকৃতি স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইলে আত্মাতে সুখ উৎপাদন করে, সেই রূপ তাহার ব্যতিক্রম হইলে যথেষ্ট দুঃখও প্রদান করিয়া থাকে। সেই সমস্ত আধিভৌতিক দুঃখে আত্মা অনেক সময়ে যথার্থই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু এমন অনেক দুঃখও আছে যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখের বীজই নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই জন্য যে সমস্ত মর্ত্ত্য পদার্থের সংস্রবে আত্মা আপাততঃ সুখ লাভ করে, তাহাতেই আসক্ত হওয়া ও যাহার সংসর্গে আপাততঃ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। এরূপ স্থলে সুখ বিসর্জ্জন করাতেই আত্মা সুখী হয়, এবং দুঃখ আলিঙ্গন করাতেই আত্মা সন্তোষ লাভ করে। এই বিষয় সুখ লক্ষ্য করিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে, "সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েণাপরাজিতা।"

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন অথবা বাহ্য উপাসনা।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে, যত ক্ষণ ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান না হইবেন, তত ক্ষণ তাঁহার উপাসনা-কার্য্য অঙ্গহীন হইয়া থাকিবে। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা—অন্তরে তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে এবং বাহিরে তাঁহার সেবক হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার উপাসনা। পাঠ বক্তৃতা সঙ্গীত প্রভৃতি বাহ্য প্রণালী সকল সেই প্রকৃত উপাসনা শিক্ষা করিবার উপায়মাত্র। নদী যেমন সমুদ্রের জলে মিশ্রিত ও পুনরায় বিশুদ্ধ মেঘরূপ নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর উপর নিপতিত হয়, সেই রূপ আমাদের প্রীতিনদী ঈশ্বরের প্রেমসমুদ্রে মিশ্রিত ও বিশুদ্ধ হইয়া সমস্ত সংসারে বর্ষিত হইতে থাকিবে, ইহাই উপাসনার এক অঙ্গ; এবং আমরা সমুদায় শক্তির সহিত তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সম্পাদন করিতে থাকিব; ইহাই উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। এই রূপ উপাসকমণ্ডলী প্রস্তুত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই দুই অঙ্গ পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছে যে, একটিতে কোন প্রকার বৈকল্য ঘটিলে আর একটিও বিকল হইয়া থাকে। ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন ব্যতিরেকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন এবং প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে তাঁহাতে প্রীতি কেবল বাক্য মাত্র। অধিক কি, প্রীতিহীন কার্য্য আত্মম্ভরিতার ও কার্য্যহীন প্রীতি আলস্যের রূপান্তর মাত্র। ঈশ্বর অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় হইয়াও এরূপ ভাবে মনুষ্যের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন যে মনুষ্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পায় ও প্রীতির সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস পান করিতে পারে এবং সমুদায় "ভৌতিক পদার্থে ও মনুষ্যের মানসপটে" আপনার মধুময় উপদেশ সকল এরূপ জ্বলদক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, মনুষ্য অতি সামান্য আয়াসেই তাহা পাঠ করিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সমস্ত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, ঈশ্বরকে এই রূপ সাক্ষাৎ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতি করিতে এবং ভৌতিক জগৎ ও মনুষ্যের আত্মার মধ্য দিয়া তিনি যে সমস্ত আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারই উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সত্য উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছেন যে, ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কোন সীমাবদ্ধ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া নাই—কোন অনির্দ্দেশ্য স্বর্গ লোকে বদ্ধ হইয়া নাই এবং ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতিবিশেষের নিকট কোন অনৈসর্গিক উপায়ে দৈববাণী সহকারে আপনার আদেশ বিজ্ঞাপন করেন না। তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সমভাবে বিদ্যমান আছেন; যিনি সেই পূর্ণ পুরুষকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং তিনি প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ ও প্রত্যেক আত্মার মধ্য দিয়া যে অমৃতায়মান আদেশ সকল অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি তাহা অবগত হইয়া প্রতিপালন করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার প্রকৃত সেবক বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

আন্তরিক উপাসনা প্রীতি; বাহ্য উপাসনা প্রিয় কার্য্য সাধন। এক মাত্র ঈশ্বর আন্তরিক উপাসনার সাক্ষী; পৃথিবী বাহ্য উপাসনা দর্শন করিয়া উপাসকগণের চরিত্র পরীক্ষা করিতে চায়; কেবল পরীক্ষা করিতে

নহে, তদ্দ্বারা আপ্যায়িত হইতে চায়। ঈশ্বরের এই এক পরম সুন্দর কৌশল যে, মনুষ্যের আত্মা যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিবে, পৃথিবীর মুখশ্রী সেই পরিমাণে সমুজ্জ্বল হইবে। মন্দির মস্‌জিদ্ গিরিজা পিরামিড্ সেই সাক্ষ্য দিতেছে; বাষ্পীয় পোত বাষ্পীয় শকট তাড়িত তন্ত্রী ব্যোমযান গ্রাম নগর প্রভৃতি সমুদায় কৃত্রিম শোভা সেই সাক্ষ্য দিতেছে, জনসমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সেই সাক্ষ্য দিতেছে। সেই রূপ ব্রাহ্মগণ অন্তরে যে উন্নতি লাভ করিবেন, এই পৃথিবী তাহার সাক্ষ্য দান করিবে—তাঁহারা সকলের অগোচরে হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে যে প্রীতির উপাসনা সম্পাদন করিবেন, পৃথিবী প্রকাশ্যরূপে উচ্চৈঃস্বরে চিরকাল তাহার পরিমাণ কীর্ত্তন করিতে থাকিবে। এক জন ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং" সন্তান যশ ও প্রতিষ্ঠিত সরোবর জলে মনুষ্যগণের পুণ্য প্রকাশ পায়; আমরা তাহা সংশোধন করিয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য জাতির আভ্যন্তরিক পুণ্যের লক্ষণ সমস্ত সংসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে; ঈশ্বর অন্তরের সহিত বাহিরের এই রূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে ব্রাহ্মগণের আন্তরিক উপাসনার অপ্রতীয় চিহ্ন বাহিরেও প্রকটিত হইবে—তাঁহারা প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে কি রূপ প্রীতি করেন, তাহা তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হইবে, এবং ধূলিময় পৃথিবীও তাহার চিহ্ন বহন করিতে থাকিবে।

আমরা কহিলাম, বাহ্য উপাসনা—প্রিয় কার্য্য সাধন; ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মগণ কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতা পরিহার মাত্র ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি; হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ঐ সকল কার্য্য যতই বীরকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হউক, কএক পুরুষ পরেই উহা সাধারণ হইয়া পড়িবে। আমরা কহিতেছি, ঈশ্বর আমাদের আত্মা মন শরীরের মধ্য দিয়া যে সমস্ত আদেশ প্রদান করিতেছেন, তৎসমুদায় প্রতিপালন করাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন—তাহাই তাঁহার উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক, সংসারের যাবতীয় হিতকর কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। কার্য্য যত সামান্য হউক, তাঁহার আদেশ কদাপি সামান্য বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। রাজনীতি কৃষি বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য ও আচার ব্যবহারের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি সামাজিক কার্য্য, প্রতিপালন ও শিক্ষা দান প্রভৃতি দ্বারা পরিবারবর্গের মঙ্গল সম্পাদন ও আপনার শরীর মন আত্মাকে প্রতিপালন প্রভৃতি আত্মীয় কর্ম্ম এই সমুদায় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। তাঁহার এই সমস্ত আজ্ঞা পালনে অবহেলা ব্যতীত পাপ কর্ম্ম আর কিছুই নহে।

যাঁহারা এই সমস্ত প্রিয় কার্য্য সাধনে উদাসীন হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবের পুষ্টি সম্পাদনে ও উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টান্বিত হন, তাঁহারা অত্যল্পই কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্র আত্মাকে যে সমুদায় অসামান্য গুণে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, যে অত্যুচ্চ মহত্ত্বের বীজ তাহার অন্তরে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার পোষণ ও উৎকর্ষণ তাঁহার কার্য্যের অনুষ্ঠানের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া আছে। তদ্ব্যতিরেকে সেই সমস্ত মহোচ্চ বৃত্তির পরিচালনা আর কোথায় হইতে পারে? নিভৃত ভাবে

শান্তিসরোবর আনন্দময় ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দ সমুদ্ভূত হয়, এবং তদ্দ্বারা আত্মার যে অতুচ্চ ভোগস্পৃহা পরিশুদ্ধরূপে চরিতার্থ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহাই আমাদের সমস্ত ভোগের সার। বর্ত্তমান অবস্থাতে কর্ম্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিবার সময় প্রায়ই যে তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তাহাও অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম শয্যা আশ্রয় করিলে, উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সরোবরে অবগাহন করিলে, কিছু কাল বিচ্ছেদের পর প্রিয় বন্ধুর সমাগম হইলে যে রূপ দ্বিগুণতর সুখ অনুভূত হয়, সেই রূপ তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কিছু কাল কষ্ট সহ্য করিবার পর তাঁহার সহিত সমাগমে আত্মা অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তিরসে আপ্লুত হইতে থাকে। যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া তাঁহার সহবাসজনিত ভূমানন্দ ভোগ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরা সন্দেহ করি, তাঁহাদের আশা পরিপূর্ণ হয় কি না। আমরা কেবল অবস্থাবিশেষে কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের সহবাস হইতে বিচ্যুতির কথা উল্লিখিত করিলাম; বস্তুতঃ আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কি সমাজ-গৃহে, কি পরিবার মধ্যে কি কোলাহল পূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতে সকল কার্য্যে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিব। ইহা অযথার্থ নহে যে, যদি জিগীষাবৃত্তির চরিতার্থতা, বা লোভ প্রভৃতি আন্তরিক রিপুগণের উত্তেজনা অথবা আর কোন দুরভিসন্ধি সংসাধনের জন্য ছদ্মবেশে কর্ম্মক্ষেত্রে ঘূর্ণমাণ হই, তাহা হইলে কেবল ঈশ্বরের সহবাস-সুখ হইতে নহে, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া এক বারে তাঁহা হইতেই বিচ্যুতি উপস্থিত হইবে। যদি সেই প্রেমাস্পদের প্রীতিই আমাদের লক্ষ্য হয়, যদি সেই মহান্ প্রভুর আজ্ঞাই আমাদের শিরোধার্য্য হয়, যদি ন্যায় দয়া প্রীতি প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রতিনিধি সকলই আমাদের পথপ্রদর্শক হন, তাহা হইলে বিচ্যুতির কথা কি, কর্ম্মশীল ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রেই সমধিক বন্ধুতা সমুৎপন্ন হইবে—জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত জীবনের কার্য্যেই সমধিক সম্মেলন হইবে। এই দুর্ব্বল অবস্থাতে আপাতবন্ধুর কর্ম্মভূমি আরোহণ করিয়া যদিই বা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বিস্মৃত হইতে হয়, তথাপি এক বার বলিতে অধিকার দাও যে, বহু অনর্থের হেতুভূত আলস্যপিশাচের সেবা অপেক্ষা তাহাও বহুগুণে শ্রেয়স্কর। ইহা স্বীকার করিতেছি যে, লোকে সচরাচর যে সমস্ত অনৈসর্গিক ভাবকে আধ্যাত্মিক ভাব, প্রেমগদ্গদ ভাব ও তদ্গতচিত্ততা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তৎসমুদায় অবশ্যই তিরোহিত হইবে: কিন্তু যে ভক্তি যে প্রীতি যে ন্যায় যে দয়া যে জ্ঞান যে নৈপুণ্য আধ্যাত্মিক ভাবের সার, আত্মার সম্পদ্ ও চির কালের সম্বল তাহা গাঢ়তা ও পরিপক্বতাই প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

এই স্থলে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভারত সংস্কারিণী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাততঃ যদিও ইহার অঙ্কুরাবস্থা মাত্র, তথাপি ইহা দ্বারা আমরা অনেক শুভ ফলের প্রত্যাশা করিতেছি। বঙ্গ দেশের স্বাভাবিক অধ্যবসায়বিরহ ও অসার আড়ম্বরপ্রিয়তা যদি ইহাকে আক্রমণ না করে, প্রত্যাশা অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের

উন্নতি সাধন, সুলভ মূল্যে সাহিত্য প্রচার, ব্যবসায় ও জ্ঞান শিক্ষা প্রদান, সুরাপান নিবারণ ও দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচন, উক্ত সভা আপাততঃ এই পাঁচটি কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছে। কেশব বাবু আশঙ্কা করিয়াছেন যে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আমরা কহিতেছি, যাঁহারা শ্রবণ মনন ধ্যান ধারণা প্রার্থনা ও সাধুসহবাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া ঘূর্ণমান হন, তাঁহাদিগেরই উক্তরূপ নীরস ভাব উপস্থিত হয়। অগ্রে তাহার প্রতিকার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে আর সেরূপ আশঙ্কার অবকাশ থাকিবে না। এই প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ বাহ্য উপাসনাতে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণ পৃথিবীর পক্ষে স্পৃহণীয় রত্ন-স্বরূপ হইবেন।

ভারতবর্ষে লেখার সৃষ্টি।

৩২৬ সংখ্যক পত্রিকার ১১৩ পৃষ্ঠার পর।

অতপরঃ মোক্ষ মূলর, সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ পাণিনীরও লিপি জ্ঞান ছিল না এই বিষয় প্রমাণ করিতেছেন।

তিনি বলেন, যদি পাণিনির লিপি জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃস্থ উষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ণন করিয়াছেন, সেই রূপ অবশ্যই সমস্ত অক্ষরের আকৃতি কোন না কোন প্রকার প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণে এমন একটি শব্দ নাই যে, তদ্দ্বারা লেখার অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। অক্ষর সমূহের সাধারণ নাম বর্ণ। কিন্তু শ্বেত পীত লোহিত প্রভৃতি কোন প্রকার বর্ণ দ্বারা অক্ষর লক্ষ্য করিয়া বর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়; কণ্ঠোচ্চারিত স্বরের বর্ণনা অনুসারে ক খ প্রভৃতির নাম "বর্ণ" হইয়াছে। "অক্ষর" শব্দ দ্বারাও লেখার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না; কেন না উহার অর্থ এই যে, যাহার ক্ষয় নাই, যাহা আদি ও মূল। দাঁড়ি প্রভৃতি ছেদসূচক চিহ্ন দ্বারা লেখার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণে সে রূপ চিহ্নের কথা কিছুই নাই, কেবল "বিরাম" শব্দ আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ স্বরের বিচ্ছেদ বুঝায়; লেখার বিচ্ছেদ বুঝায় না। সেমেটিক জাতি যেমন অক্ষরের আকৃতি অনুসারে "আল্‌ফা" "বিটা" "গামা" প্রভৃতি নাম সকল সৃষ্টি করিয়াছে, ভারত বর্ষে সে রূপ আকৃতি ধরিয়া অক্ষরের নামকরণ হয় নাই, উচ্চারণ ধরিয়া ক খ গ প্রভৃতি নাম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারাও লেখার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। পাণিনিতে একমাত্র "রেফ" শব্দ আছে, কাত্যায়ন "রেফ" শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া উহা রকারের প্রতিপাদক বলিয়া গিয়াছেন এবং প্রাতিশাখ্য গ্রন্থেও রেফ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা যে অক্ষরের আকৃতি অনুসারে কল্পিত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। বেদের ত্রিবিধ উচ্চারণের নাম উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ। ইহা দ্বারাও লেখার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

অধস্তন বৈয়াকরণ বোপদেব স্বকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে, লেখার সৃষ্টি না হইলে কখনই সে রূপ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। বোপদেব (ং) অনুস্বারকে বিন্দু, (ঃ) বিসর্গকে দ্বিবিন্দু বলিয়া আকৃতি অনুসারে নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণে ও প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে যে দুইটি, উচ্চারণ অনুসারে জিহ্বামূলীয় ও উধ্মানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বোপদেব তাহা বজ্রাকৃতি ও গজকুম্ভাকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

গিয়াছেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ওঁ, চন্দ্রবিন্দু শব্দও এই শ্রেণির মধ্যে পরিগণিত হয়। অধস্তন ব্যাকরণে যখন এই সকল শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন পাণিনির ব্যাকরণে ও প্রাতিশাখ্যে কি জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না? স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বোপদেবের সময়ে লেখা প্রচলিত ছিল, অক্ষরের আকৃতি ধরিয়া নামকরণ হইয়াছে; পাণিনির সময়ে তাহা প্রচলিত ছিল না বলিয়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন শব্দ দ্বারাও লিখিত পুস্তকের পাঠ ও পাঠনা বুঝায় না। পূর্ব্বকালের বাচনিক গ্রন্থের পাঠ ও পাঠনা ব্যতীত উহা আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষে দুই প্রকার পাঠ প্রচলিত ছিল, গ্রহণাধ্যয়ন ও ধারণাধ্যয়ন গুরু মুখ হইতে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে পাঠ, তাহা গ্রহণাধ্যয়ন ও মনে রাখিবার নিমিত্ত যে আপনাআপনি পাঠ, তাহা ধারণাধ্যয়ন ও স্বাধ্যায়। ইহা দ্বারা লেখা প্রচলিত থাকা সপ্রমাণ না হইয়া প্রচলিত না থাকাই সপ্রমাণ হইতেছে।

আধুনিক গ্রন্থকার কুমারিল ভট্ট যেখানে বেদের অনাদিসিদ্ধতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তর্ক করিয়াছেন, সেখানে তিনি বেদকে পুস্তকাকার বলিয়া এক বারও মনে করেন নাই; প্রত্যুত মনুষ্যের হৃদয়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। লিখিত গ্রন্থ প্রচলিত থাকিলে, কদাপি সে রূপ তর্ক উদ্ভাবিত হয় না। যখন নানকের ধর্ম্ম বিস্তারিত হয়, তখন শিখদিগের নিকটে গ্রন্থবিশেষই নূতন ধর্ম্মের পত্তনভূমি বলিয়া বিবেচিত হইত। যখন তাহাদিগের সভা হয়, তখন তাহারা আদি গ্রন্থ ও দশম পাদশাক গ্রন্থ সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া "বা গুরুকী খালসা বা গুরুকী শ্রদ্ধা" এই বলিয়া প্রণাম করে এবং রাশীকৃত গোধুমপিষ্টক বস্ত্রাবৃত করিয়া গ্রন্থের সম্মুখে রাখে। শিখেরা নানকের আজ্ঞা স্মরণার্থে ঐ পিষ্টক আহার ও পরস্পর দান করে। পরে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে নমস্কার করে এবং আকালীগণ উচ্চৈঃস্বরে উপাসনা ও বাদকগণ বাদ্য করিতে থাকে। অনন্তর সকলে উপবেশন করিয়া, যে জাতিভেদ অনত্র্য রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা এখানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সমস্ত পিষ্টক আহার করে এবং পরস্পর এই বলিয়া শপথ করে যে "এই পবিত্র গ্রন্থ মধ্যে রাখিয়া শপথ করিতেছি যে, আমরা সমুদায় বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া একীভুত হইব। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এরূপ ভাব অসম্ভাবিত ছিল। তাঁহারা কখন পুস্তকের উল্লেখ করিতেন না। তাঁহারা বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, ব্রাহ্মণ, প্রবচন, শাস্ত্র, দর্শন এই সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন; পুস্তক অথবা পত্রাঙ্ক কখন ব্যবহার করেন নাই।

এক্ষণে লেখা বা লেখনসামগ্রীর যে সকল নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা কোন পুরাতন গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। আধুনিক সংস্কৃত ভাষাতে পুস্ত ও পুস্তক শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই; অন্য জাতীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। হিতোপদেশ বা তাদৃশ অন্য কোন আধুনিক গ্রন্থে পুস্তক শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দেখ, হিতোপদেশ গ্রন্থ আপনাকে লিখিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছে [1]।

লেখা ও লিপি লিখ্ ও লিপ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লিখ্ ধাতুর অর্থ প্রস্তর বা পত্রে রেখা উৎপন্ন করা এবং লিপ্ ধাতুর অর্থ লেপন করা। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে দৃষ্ট হয়, সখীরা শকুন্তলাকে

১ পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্‌গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।

"মদন-লেখা" প্রস্তুত করিতে কহিলেন, এবং তিনি যখন লেখার উপকরণ নাই বলিয়া জানাইলেন, তখন সখীরা পদ্মপত্রে সেই লিপি লিখিতে অনুরোধ করেন। ইহা স্পষ্ট রূপেই অক্ষর লেখন বলিয়া বোধ হইতেছে। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে, উর্ব্বশী সহসা পুরুরবার সমক্ষে উপস্থিত হইতে না পারিয়া, ভূর্জপত্রে লিপি লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা, ইহা "ভূর্জগত অক্ষরবিন্যাস" এই বলিয়া পাঠ করিলেন ও বয়স্যকে শ্রবণ করাইলেন এবং তাহা রাজ্ঞীও পাঠ করিয়াছিলেন। যখন ঐ দুই খানি নাটক প্রণীত হইয়াছিল, তখন কেবল পুরুষগণ নহেন, স্ত্রী লোক পর্য্যন্ত লিখিতে শিখিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুক্রমণিকাতেও লেখার কথা উল্লিখিত আছে। যদি প্রাচীন কালেও লেখা চলিত থাকিত, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থেও ঐ রূপ বাক্য কেন প্রাপ্ত হওয়া যায় না?

মনুসংহিতাতে আছে, বল পূর্ব্বক গৃহীত বস্তু দান করা বা বল পূর্ব্বক অন্যের ভূম্যাদি ভোগ করা কিম্বা বল পূর্ব্বক কোন লেখ্যপত্র লেখাইয়া লওয়া, ইত্যাদি বলকৃত যাহা কিছু, সমুদায়ই অকৃত, মনু বলিয়াছেন [2]। এখানেও আমরা স্পষ্ট রূপে লেখার কথা প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই শ্লোকবদ্ধ মনুসংহিতা বৈদিক সময়ের অনেক পরে প্রণীত হইয়াছে, উহা তাহারই আর একটি প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে [3] লিখিত প্রমাণ পত্রের বিষয় উল্লিখিত আছে এবং তাহার টীকাতেও নারদ প্রভৃতির বচন বলিয়া প্রমাণপত্রে স্বাক্ষর ও অলিপিজ্ঞ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে শ্লোক সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন ধর্ম্মসূত্র গ্রন্থে লিখিত প্রমাণপত্রের বিষয়ে কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মসী, কালী, মেল, গোলা ও কলম এই সকল শব্দ আধুনিক এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে যে লিপিকর কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হয়, তাহাও এত আধুনিক যে মনুসংহিতার মধ্যেও কায়স্থ জাতির কোন কথা উল্লিখিত নাই।

এক এক গ্রন্থের অবান্তর বিভাগ বুঝাইবার নিমিত্ত অধ্যায়, প্রশ্ন, মণ্ডল, অষ্টক, কণ্ডিকা ও প্রপাঠক প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা যে লিপিবদ্ধ গ্রন্থের বিভাগ ইহা সপ্রমাণ হয় না, প্রত্যুত বাচনিক গ্রন্থেরই বিভাগ সূচক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ পরীক্ষিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারত বর্ষে সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রস্তুত হইবার প্রথমাবস্থায় লেখার রীতি প্রচলিত থাকিবার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এমন কি, যে সময়ে লেখা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া সচরাচর সকলে মনে করিয়া থাকেন, সে সময়েও লিপির সদ্ভাব অপেক্ষা অসদ্ভাবের চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে সময়ে আলেক্‌জাণ্ডর ভারত বর্ষ জয় করেন [4], তাহার পূর্ব্বে লেখার রীতি চলিত হইয়াছিল। এবং যদিও তখন শাস্ত্র

[illegible] বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্‌যচ্চাপি লেখিতং।
[illegible] বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ।
মনুসংহিতা ৮ অধ্যায় ১৬৮ শ্লোক।

[illegible] প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতং। এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে।
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২ অধ্যায় ২২ শ্লো।
[illegible] পত্র, ভোগ ও সাক্ষীগণ, এই তিনটী প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইহার কোন একটীর অভাব হইলে শপথ করিয়া বলাও প্রমাণরূপে উক্ত হয়।

৪ খৃষ্টের ৩২৭ পূর্ব্বে আলেক্‌জাণ্ডর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

পর্ব্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করা তাঁহার ব্রত। তাঁহার যেমন উৎসাহ, তেমনি উদ্যম। যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন, তাহাই তিনি অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূর দেশ তাঁহার নিকট দূর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি প্রণয়সূত্রে এত সাধু লোককে বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে আমি এই অনুনয় পূর্ব্বক বলিতেছি যে তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন, এসিয়া ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী খৃষ্টকে না করেন। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে খৃষ্ট ব্যবধান না হয়। আমরা কত প্রকার অবতার অতিক্রম করিয়া ১১ মাঘে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; অতএব আমরা কোন প্রকার অবতারের নাম গন্ধও সহ্য করিতে পারি না। অবতারেরা ক্রমে ক্রমে হৃদয় মন সকলই কাড়িয়া লয়। অতএব সাবধান হইতে হইবে। যদিচ ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে কোন পুত্তলিকা আক্রমণ করিতে পারে নাই, তথাপি তাহার বাহিরে খৃষ্ট-বিভীষিকা সকলকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। কত ব্রাহ্ম এখানে আসিতে পারিত, যদি খৃষ্ট-বিভীষিকা না থাকিত। কোন প্রকার ভয় না থাকে, কোন প্রকার উদ্বেজনা না থাকে, এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। তাঁর বক্তৃতায় তাঁর একাগ্রতায় সকলই সম্ভব পায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টের ছায়া আসিতেছে, এই জন্য আমাদের হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হইতেছে। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাঁর ত্রিসীমায় যেন কোন অবতার দণ্ডায়মান না থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম—স্বাধীন ধর্ম্ম, স্বাধীনতা রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন হইবে না। খৃষ্ট যেখানে, সেখান হইতে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের নামেতে বিগত বিবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভাব সমুত্থিত হইয়াছে। দেখ পূর্ব্ব ভাব মনে করিয়া দেখ, যখন একমাত্র ব্রহ্মই সকল ব্রাহ্মের মধ্য বিন্দু হইয়াছিলেন, তার ইতস্ততঃ কোন পুত্তলিকার নামও ছিল না, তখন কেমন সকল ব্রাহ্মেরা এক স্বরে এক হৃদয়ে স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া ব্রহ্ম নাম ঘোষণা করিতেন, খৃষ্টনাম আসিবা মাত্র কি যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কেহই জানে না যে, তাহা কি প্রকারে নির্ব্বাণ হইবে। খৃষ্ট নাম সমুদায় ইউরোপকে রক্ত প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছে, সেই খৃষ্ট নাম আবার এখানে প্রচলিত হইলে বঙ্গ ভূমির দুর্ব্বল সন্তানগণের অস্থি চর্ম্ম চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। খৃষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে পুরাতন ধর্ম্ম পোপের ধর্ম্ম, বহু রক্ত প্লাবনের পর প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম তাহা হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু যতটুকু তাহাদের খৃষ্টের সঙ্গে যোগ, ততটুকু তাহাদের পরাধীনতা রহিয়াছে। ধর্ম্ম বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত ইউরোপের কোন দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেখানে খৃষ্টের নাম গিয়াছে, সেই খানেই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয় ছে। আমরা ধর্ম্মের নামে বিদ্বেষানল সহ্য করিতে পারি না। এই জন্য কেশবচন্দ্রকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের নাম ঘোষণা না করেন। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে তেত্রিশ কোটি দেবতা পরাভূত হইয়াছে, সে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কেবল এক ঈশ্বর।

হে পরব্রহ্ম তোমার নিকট জোড় করে প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব সকল অপসারিত কর। তুমি যেমন ভূমা মহান্, তেমনই আমাদের একই নেতা হইয়া আমাদের হৃদয়ে মহৎ ভাব সকল প্রেরণ কর। আমরা যেন ক্ষুদ্র পদার্থে মোহিত না হই, ক্ষুদ্রের দাস না

হই; মহান্ যে তুমি তোমারই দাস হইয়া জীবন যাপন করি। তোমার অনন্ত ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দাও। আমাদের সকলই যাউক, কেবল তোমাকে না হারাই। যদি সকল দিয়া তোমাকে পাই, তাহাতেও তোমার মূল্য হয় না। হে পরমেশ্বর! তুমি দণ্ড দাও বা তুমি ক্রোড়ে লও, যা কর তুমি নিজে কর; তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষং তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারং। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গগনমে থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকা মণ্ডলা জন কোমেরতী, ধূপ মলযানো পবন চমরো করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি। কএসি আরতী হোবে ভব খণ্ডনা তেরী আরতী অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী। হৃদয় কমল মকরন্দলোভিত মনোহনুদিনো-মে আবে পিয়াস। কৃপা-জল দে নানক সারঙ্গ কো জাতে হোবে তেরে নাম বাসা।

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব অক্ষত রিপুর প্রহারে।

তব করুণা-তরি করি অবলম্বন যাব ভবার্ণব পারে॥

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু নির্ভয় হইব সখাহে।

মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে সহজে ত্যজিব এই দেহে॥

একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯২ শক।

প্রাতঃকাল।

উদ্বোধন।

সেই প্রেমময় আনন্দনয়ের সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের প্রসন্ন বদন দেখিয়া এই উৎসব ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। এই উৎসব পবিত্রতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পবিত্র স্বরূপের নিকট যে যত পবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁর প্রসন্ন বদন দেখিয়া এই উৎসবে তাঁহার ততই আনন্দ লাভ হইবে। অদ্য আমাদের বাহ্য বিষয়ের আমোদ নহে—অদ্য পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগানন্দ—অদ্য সেই প্রেমময়ের সহিত প্রেমের সম্মেলনে প্রেমানন্দ—অদ্য ব্রহ্মানন্দের উৎসব। অদ্য সকলের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হউক, অদ্য সকলের সংশয় অন্ধকার তিরোহিত হউক। অদ্যকার প্রাতঃকালের পবিত্র সমীরণের মধ্যে পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র স্বরূপের চরণে মস্তক নত করি—ভক্তি চন্দন চর্চ্চিত প্রেম কুসুম হার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া এস তাঁহার উপসনাতে সকলে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

মর্ত্ত্যে আজ্ এ কি মনোহর দৃশ্য! কি আশ্চর্য্য দেব-স্পৃহণীয় ব্যাপার নয়ন-মন-আত্মাকে চরিতার্থ করিতেছে! যেখানকার জীব-জন্তু কেবল আহার নিদ্রা লইয়াই বিব্রত, যেখানকার লোক-সমাজমধ্যে কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা কৃতঘ্নতার নিদর্শনই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, প্রীতি অপেক্ষা অসদ্ভাবই অধিকতর-রূপে নয়ন গোচর হয়, একতা অপেক্ষা অনৈক্য চিহ্নই সমধিক লক্ষিত হইয়া থাকে, ঈশ্বর সেবা ঈশ্বর আরাধনা হইতে যেখানে মনুষ্য সেবা, বিষয়-অর্চ্চনারই বাহুল্য দৃষ্ট হয়, আজ্ সেই অধোলোকে—মর্ত্ত্য-লোকে, এই প্রীতির উৎসব, প্রণয়ের ক্ষেত্র কে বিস্তার করিল? কে আজ্ এই অধঃস্থায়ী মানব মণ্ডলীকে পশুভাব হইতে মুক্ত করিয়া দেব-ভাবে উন্নত করিল? এই লোকারণ্যের মধ্যে কে আজ্ বিশুদ্ধ কৃত-

জ্ঞতা-কলিকা-গুচ্ছ বিকশিত করিয়া দিগ্-বিদিক্ আমোদিত করিল? কে এই সংসার পাতাল হইতে মানব-আত্মাকে অমৃত সোপানে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মানন্দের অশেষ উৎস এখানে প্রমুক্ত করিয়া দিল? কোন্ জিজ্ঞাসু না এই পরম-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে? কোন দেশ বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সামাজিক উন্নতি, বৈষয়িক উৎফর্ষ-সাধনের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিবার জন্য যখন মনুষ্যেরা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন যারপর নাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের ঈদৃশ অসম্ভাবিত শ্রীবৃদ্ধি অবলোকন করত বিস্মিত চমৎকৃত হইয়া কোন্ সচেতন পুরুষ না ইহার মূল-কারণ জানিবার জন্য সমুৎসুক হইবে? কোন পার্থিব-উপাদান এই উন্নতি-সাধনের একমাত্র কারণ নহে, দোষ গুণ-মিশ্রিত কোন মর্ত্ত্য জীবও এই স্বর্গীয়-উৎকর্ষ সম্পাদনের নিয়ামক নহে।

কিছুই ছিল না, যিনি আপন মহীয়সী-শক্তি-প্রভাবে এই অসীম চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি ত্রিভুবন প্রদীপ স্বরূপ প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল সংরচিত করিয়াছেন; যিনি মেদিনী মেখলা স্বরূপ মহা সিন্ধু রচনা করিয়াছেন; যিনি গগন প্রাঙ্গনের মনোহর চন্দ্রাতপ মেঘ মালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যিনি দুর্গন্ধময় পঙ্কিল সরোবর মধ্য হইতে শোভাসৌরভ-পরিপূর্ণ কমল রাজিকে ঊর্দ্ধে প্রস্ফুটিত করিয়া উদ্যান কানন আমোদিত করিতেছেন, তিনিই এই মানব আত্মাকে সংসার পাতাল হইতে উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত করত মর্ত্ত্য লোকে শোভার উপর শোভা বিস্তার করিয়াছেন। তিনিই মানব আত্মাকে উন্নত লোকের উপযুক্ত করিবার নিমিত্তই প্রীতি পবিত্রতাতে অলঙ্কৃত করিয়া ইহ লোকে এই দেব-স্পৃহণীয় ব্যাপারের সূত্রপাত করিতেছেন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে এই অতুলন ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অমৃত সোপান প্রদর্শন করিতেছেন—ক্ষণ স্থায়ী বিষয় সুখের অভ্যন্তরে ব্রহ্মানন্দের অশেষ উৎস প্রমুক্ত করিয়া দিয়া আত্মাতে জীবন জ্যোতি বল বীর্য্য প্রদান করিতেছেন, এই উৎসব-ক্ষেত্রে আসীন হইয়া সকলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি কর। এখানকার আনন্দ সমীরণের অভ্যন্তরে, অন্তরে বাহিরে সেই জগজ্জীবন আদি-দেব ভুবননাথের মঙ্গল-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কৃতপুণ্য হও।

ঈশ্বরের উদ্ভিদ্ রাজ্যের সূক্ষ্মতর শৈবাল সূত্র হইতে বৃহত্তম বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া অবিশ্রান্ত রস রৌদ্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু তন্মধ্য হইতে যাহা সার, যাহা প্রাণদ, যাহা প্রয়োজন, তাহাই আত্মসাৎ করিয়া অসার ও নিষ্প্রয়োজন ভাগ পরিত্যাগ ও বিকীর্ণ করিয়া যেমন শাখা পল্লবে—পুষ্প ফলে বর্দ্ধিত হওত মর্ত্ত্যের সুখ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনি মানব আত্মাকেও সেই করুণা-পূর্ণ পুরুষ এমনি অপূর্ব্ব গুণে বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন যে, সে সংসারে সুখ দুঃখে অহর্নিশ পরিবেষ্টিত থাকিয়াও যাহা তাহার আত্মোন্নতির অনুকূল, যাহা তাহার প্রকৃত পথ্য ও সেবনীয় তাহাই সম্ভোগ করিতেছে, অবশিষ্ট অবৈধ বিষয় ও ইন্দ্রিয় সুখ অম্লান-বদনে পরিত্যাগ করত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, সত্যের প্রতাপ বিস্তার করিয়া আপনি উন্নত হওত পৃথিবীরও মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া আসিতেছে।

ঈশ্বর, প্রাণী-রাজ্য পরিপোষণের জন্য এই বিশাল ধরাধামকে অপরিমেয় ধন ধান্যে, তৃণ শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, পশু পক্ষী সকল তাঁহারই কৌশল প্রভাবে তন্মধ্য হইতে যেমন অখাদ্য অস্পৃশ্য পদার্থ সকল পরিত্যাগ করত যাহা

পথ্য—যাহা উপাদেয়—যাহা সেবনীয়, তাহাই গ্রহণ করত জীবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আনন্দ

তুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে, জীব-শ্রেষ্ঠ অহোরাত্র বায়ু-সাগরে নিমগ্ন রহিয়া যেমন প্রাণ ধারণ ও সুখ সাধনের জন্য যত দূর প্রয়োজন নিশ্বাস সহকারে তত দূর তাহা আকর্ষণ করিতেছে, যাহা নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন ঈশ্বরেরই কৌশল গুণে তাহা প্রশ্বাস যোগে পরিত্যাগ করত প্রাণ রক্ষা করিয়া বাহ্য জগতের শ্রী সৌন্দর্য্য সুসম্পাদন করিতেছে। মনুষ্যের স্বাধীন আত্মা এই দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া মর্ত্ত্য লোকের রাশি রাশি অচির অস্থায়ী বিষয় সমূহের অভ্যন্তর হইতে তেমনি কেবলই অক্ষয় সম্বল, চিরন্তন উপজীবিকা—সত্য-জ্ঞান অমৃত ধন নির্ব্বাচন করত আত্মসাৎ করিয়া ক্রমিকই পরিপুষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের উন্নতি সাধনে তৎপর রহিয়াছে। করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর ভৌতিক রাজ্যকে যেমন আশ্চর্য্য কৌশলে নিয়মিত করিয়া কালেতে এই মর্ত্ত্য সুলভ সুখ সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত করত মনুষ্যের অধিবাস যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি তিনি মানব আত্মাকে উন্নতিশীল বিচিত্র প্রকৃতি প্রদান করিয়া কালক্রমে সমুন্নত করত আপনার প্রিয় আবাস স্থান করিয়া লইয়াছেন। মনুষ্যের যত দূর জড়ের সঙ্গে, অন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, পশুভাবের সঙ্গে যোগ, তত দূর যথা সাধ্য ঈশ্বরেরই করুণা বলে—তাঁহারই প্রসাদ গুণে সুরক্ষিত হইয়া বাহ্য জগতে জীবন যৌবন, শোভা সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। মানব আত্মার ধর্ম্মের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে যে প্রকার সম্বন্ধ, সে তদনুসারে নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বহুবিধ ধর্ম্ম বিপ্লবে জয় লাভ করিয়া সেই অজর অমর অপ্রতিম পরমেশ্বরকে লাভ করত মর্ত্ত্যেই এই আনন্দ উৎসবের সূত্রপাত করিয়া ব্রহ্ম নামের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পরমেশ্বর যে মানব আত্মাকে উন্নতির জন্যই উন্নতিশীল প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার মহান ভাব উপলব্ধি করিবার জন্যই মহত্তর অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার সত্য ভাব ধারণ করিবার উদ্দেশেই স্বাধীনতা দ্বারা বিভূষিত করিয়া আপনি যে তাহার প্রাণ রূপে অধিপতি রূপে তাহাতে বিরাজ করিতেছেন, মনুষ্য তাহা কালক্রমে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া অসাধারণ ধর্ম্ম-কীর্ত্তি স্তম্ভ-স্বরূপ এই ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া মুক্ত হৃদয়ে উচ্চরবে ধর্ম্মেরই জয়, সত্যেরই জয় ঘোষণা করিতেছে।

যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা মর্ত্ত্য-জীব হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় তুল্য রূপে সেই মহান্ আদিদেবের উপাসনায় অধিকারী হইয়াছি, যে ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে আমরা ঈশ্বরের পিতৃভাব, মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিয়া জগতে ঐক্য, সদ্ভাবের—প্রীতি, মঙ্গলের আশা করিতেছি, আজ সেই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম দিন। আজ সেই সুপবিত্র মাঘের একাদশ দিবস। সেই জন্যই আজ বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম-নামের মঙ্গলধ্বনি গগন-স্পর্শ করিতেছে। ব্রহ্মানন্দে সকল হৃদয় পূর্ণ হইতেছে। ব্রহ্ম পূজার মহোৎসবে এই মাহানগর আনন্দময়—উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। দেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণের সমবেত ব্রহ্ম পূজায় মর্ত্ত্যে এই মনোহর দৃশ্য, দেব-স্পৃহণীয় ব্যাপার, সকল আত্মাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছে।

কোন মনুষ্যই এই ব্রাহ্মসমাজের নেতা নয়, কোন ব্যক্তি-বিশেষও ইহার নিয়ন্তা নহে। যিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" তিনিই ইহার প্রাণ, তিনিই ইহার আদর্শ, তিনিই ইহার

সর্ব্বস্ব। পৃথিবী যত পুরাতন হইতে থাকিবে, জ্ঞান প্রেম প্রাচুর্য্য বশতঃ লোক সমাজ যত চাপল্য ভাব পরিত্যাগ করিবে, মানব-আত্মা নিহিত সত্যরাজি যত প্রস্ফুটিত হইবে, ততই সেই শান্ত গম্ভীর জ্ঞান সমুদ্র পরমেশ্বর তাহাতে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইবেন। ততই ধর্ম্মের বিরোধ সকল অন্তরিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকেই ব্রাহ্মসমাজ রূপে পরিণত করিয়া মর্ত্ত্যে এক অচিন্ত্য পূর্ব্ব দেব-দুর্লভ দৃশ্য বিস্তার করিবে। তখন পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই "একমেবাদ্বিতীয়ং, সত্যমেব জয়তে" এই সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হইতে থাকিবে।

হে আদিদেব ভুবননাথ! মর্ত্ত্য লোক সেই শুভ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে; ইহার সম্মুখ হইতে মোহ আবরণ অন্তরিত করিয়া আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ কর, সকলকে তোমার পূজায় প্রবৃত্ত কর, কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের

উপদেশ।

সত্যের কি মধুময় ভাব! সত্য কেমন সকলেরই প্রিয়! মনুষ্য দুর্ব্বল হইয়াও কি কঠোর হৃদয়ে প্রিয় সত্যকে রক্ষা করে। পরমেশ্বর—তিনি নিজেই সত্য। তিনি ধ্রুব সত্য সনাতন। সত্যই মঙ্গল—সত্যই ... সত্যই আমাদের পুণ্য। পর- ... সত্য ধাম—পরমেশ্বরই সত্যের ...রতন। তিনি সত্যের প্রাণ। যে ব্যক্তি হৃদয়ে সত্যকে ধারাণ করিয়াছে, সে সেই সত্যের প্রসাদে সকল ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার ফলাফলের বিবেচনা নাই—ফল ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া তিনি তাঁহার কেবল আদেশই পালন করিতে থাকেন। সত্য দুর্ব্বলের বল—সত্য নির্ব্বীর্য্যের বীর্য্য—সত্য বৃদ্ধের যৌবন—সত্য কুৎসিতের অলঙ্কার। সেই এক সত্য স্বরূপ শঙ্কুকে অবলম্বন করিয়া নিত্য কাল এই জগৎ সংসার চলিতেছে—সেই সত্য-সমুদ্র হইতে সকলেই আনন্দ, প্রেম ও জীবন প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সত্য হইতেই বৃক্ষেরা জীবন পাইয়াছে—পশু পক্ষীরা আনন্দে সঞ্চরণ করিতেছে; সত্যেরই প্রভাবে মনুষ্য উন্নত হইতেছে। সেই সত্যই আমাদের নেতা। যিনি সত্যকে রক্ষা করেন, সত্য তাঁহাকে রক্ষা করেন। যে ঈশ্বরকে ডাকে, ঈশ্বর কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না? যে তাঁকে চায়, তিনি তাকে দেখিবেন না? যে তাঁর জন্যে সকলই দিতে প্রস্তুত, তিনি কি তাঁর হৃদয় পূর্ণ করিবেন না। তিনি প্রেমের সাগর স্নেহের আকর করুণার প্রস্রবণ. তিনি কি তাঁহার ভক্তকে পরিত্যাগ করিবেন?

হে জগজ্জীবন পরমেশ্বর। তোমার আনন্দ-অমৃত সলিলে আমাকে প্লাবিত করিলে ও আমার বাক্য মন নিরস্ত হইল। আর আমি বাক্যেতে তোমাকে বলিতে পারি না, পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

উদ্বোধন।

কিসের জন্য এই মঙ্গলাচরণ, কিসের জন্য চতুর্দ্দিক মঙ্গল সাজে সজ্জীভূত হইয়াছে, কিজন্যই বা আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে উৎসব নিনাদ উত্থিত হইতেছে—আজ এখানে সেই মঙ্গল স্বরূপ আদি দেব ভুবননাথের পূজা হইবে, ইহার জন্য

অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত আয়োজন। সমু-...জাগণ ...ন যাহাঁর জন্য ব্যাকুলিত, সকল ...লোক ...যাঁর জন্য তৃষিত হইয়া রহিয়াছে, সেই মঙ্গ... দাতা "বিদ্যা সম্পদ্ বুদ্ধি বিধাতা ... রমেশ্বর এখানকার এই পরিমিত আকা... ...ধ্য—আত্মার নিভৃত নিলয়ে এখনই প্র... পাইতেছেন। তাঁরই সেই সত্য-জ্যোতি, মঙ্গল জ্যোতিতে এই লোকারণ্য শোভাময় আনন্দ-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্র ...মাতার প্রসন্ন বদন অবলোকন করিলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়, আমারদের পিপাসিত আত্মা সেই রূপ সেই পরম পিতা স্নেহময়ী মাতাকে অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান সন্দর্শন করত আনন্দ রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। এই উৎসব আমারদিগের বাহ্যিক উৎসব নহে, ইহা আমারদিগের আত্মার মহোৎসব। এই সুরম্য নিকেতনের পরিমিত আকাশের মধ্যে যে উৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহা কেবল এই পরিবারের আনন্দ উৎসব নয়, ইহা সমুদায় বঙ্গ ভুমি—ভারত-ভুমির—সমগ্র পৃথিবীর মহোৎসব। মাঘের এই পবিত্র একাদশ দিবসে এই ক্ষীণ হীন মলিন পরাধীন বঙ্গ ভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতি নিপতিত হইয়া ইহার মৃতদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর সমুদায় আত্মাকেই সত্যের দিকে, ভূমা মহান্ পরমেশ্বরের অভিমুখে যাইবার সুন্দর সরল সোপান প্রদর্শন করে—ঐহিক পারত্রিক উভয় বিধ শান্তিলাভের কল্যাণ পথ নির্দ্দেশ করে, এই জন্যই এই মাঘোৎসব সমুদায় পৃথিবীর মহোৎসব। এই জন্যই মাঘের একাদশ দিবস স্মরণ হইলে ঈশ্বর-প্রেমে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি আপনা হইতেই সেই অধম-তারণ জগজ্জীবন পরমেশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়।

সকলে একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে জীবনের কি মহত্তর লক্ষ্য সাধনের জন্যই এই উৎসব-ক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, কাহাকে প্রীতি কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিতেই বা এখানে উপস্থিত হইয়াছি? যিনি ...বাধিদেব ত্রিভুবনের রাজা, আমরা মর্ত্ত্যজীব ...ঁহার দর্শন লাভের জন্য এখানে সমাসীন হইয়াছি। তিনিও প্রসন্ন ভাবে আমারদের প্রীতি পূজা গ্রহণের জন্য হস্ত বিস্তার করিতেছেন, ইহা স্মরণ হইলে—প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিলে কোন্ হৃদয়-কাননে না প্রীতি-কুসুম স্বতই প্রস্ফুটিত হয়, কাহার মস্তক না আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁর চরণে অবনত হইয়া পড়ে। এই অন্ধকার সংসারে থাকিয়াও যখন সৌভাগ্য ক্রমে এই মহত্তর কল্যাণতর অধিকার লাভ করিয়াছি, তখন আর ইহার প্রতি কেহ অবহেলা করিও না। এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে আনন্দ মনে আইস সকলে মিলে ব্রহ্ম পূজায় প্রবৃত্ত হই, হৃদয় মন আত্মা সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া জীবনের স্বার্থক্য সম্পাদন করি।

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির

বক্তৃতা।

"সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা, তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমৃতোভবতি।"

প্রেম স্বরূপ পরমেশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিলেন। প্রথমে আমরা জড়প্রায় ছিলাম, ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল বিকসিত হইতে লাগিল, সৃষ্টির শোভা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সুচারু চাঁদের আলো দর্শন করিয়া কত

বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যান।

সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং ত্বমেকঞ্জগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং॥ ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণম্ভীষণানাং গতিঃ প্রণিনাম্পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পাদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামোবয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ। সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি-গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক দিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ, আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্ব-রহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময় আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

শ্রুতিপাঠ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

উপসংহার।

ওঁ যএকোঽবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান

পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ষোড়শেঽনুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রৈষ্টুভংছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২৩৩

১। যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ। আ বোঽর্ব্বাচী সুমতির্ব্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাঽসৎ।

১। অস্মদীয়ঃ 'যজ্ঞঃ' 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'সুম্নং' সুখং 'প্রত্যেতি' প্রাপ্নোতু, অপি চ হে 'আদিত্যাসঃ' আদিত্যাঃ 'মৃড়য়ন্তঃ' অস্মান্ সুখয়ন্তঃ 'ভবতা' ভবত, তথা 'বঃ' যুষ্মাকং 'সুমতিঃ' শোভনা মতিঃ ভক্তানুগ্রহপরা বুদ্ধিঃ 'অর্ব্বাচী' অস্মদভিমুখী 'ববৃত্যাৎ' আবর্ত্ততাং, 'যা' মতিঃ 'অংহোশ্চিৎ' দারিদ্র্যং প্রাপ্তস্যাপি পুরুষস্য 'বরিবোবিত্তরা' বরিবইতি ধননাম অতিশয়েন ধনস্য লম্ভয়িত্রী 'অসৎ' ভবেৎ, সৈষা মতিরস্মানুক্ষিতুং বর্ত্ততামিত্যর্থঃ।

১। যজ্ঞ দেবতাদিগের সুখ প্রাপ্ত হউক, হে আদিত্য সকল! তোমরা আমারদিগের সুখজনক হও, এবং তোমারদিগের যে শোভন অন্তঃকরণ দরিদ্রকে ধন দান করে, তাহা আমারদিগের অভিমুখ হউক।

১২৩৪

২। উপনো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ। ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্ম্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম্ম যংসৎ।

২। 'দেবাঃ' দানাদিগুণযুক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'অবসা' রক্ষণেন অস্মভ্যং দাতব্যেনান্নেন বা যুক্তাঃ 'নঃ' অস্মান্ স্তোতৄন্ 'উপ-গমন্তু' উপগচ্ছন্তু প্রাপ্নুবন্তু, কথম্ভূতাঃ 'অঙ্গিরসাং' এতৎসংজ্ঞকানামৃষীণাং সম্বন্ধিভিঃ 'সামভিঃ' প্রগীতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ 'স্তূয়মানাঃ', অপিচ 'ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ' ধননামৈতৎ স্বসম্বন্ধিভিঃ অস্মভ্যং দাতব্যৈর্ধনৈঃ সহ অস্মানাগচ্ছতু, তথা 'মরুতঃ' সপ্তগণরূপাঃ একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চেত্যেবমাদিনামানো দেবাঃ 'মরুদ্ভিঃ' স্বাবয়বভূতৈঃ প্রাণাপানাদিরূপেণ বর্ত্তমানৈর্ব্বায়ুভিঃ সহাস্মানাগচ্ছন্তু, তথা 'অদিতিঃ' অখণ্ডনীয়া অদীনা বা দেবমাতা 'আদিত্যৈঃ' স্বকীয়ৈঃ পুত্রৈঃ সহ 'নঃ' অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যংসৎ' যচ্ছতু।

২। অঙ্গিরা ঋষি সম্বন্ধীয় সামগান দ্বারা স্তূয়মান দেবতারা রক্ষার নিমিত্ত ধনের সহিত আমারদিগের নিকট আগমন করুন, ও মরুদ্গণ প্রাণাদি বায়ুর সহিত আমারদিগের নিকট আগমন করুন, এবং অদিতি স্বীয় পুত্রগণের সহিত আমারদিগকে সুখ প্রদান করুন।

১২৩৫

৩। তন্ন ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্য্যমা তৎসবিতা চনোধাৎ। তন্নোমিত্রোবরুণোমামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ২৫।

৩। যদস্মাভিঃ প্রার্থ্যমানমন্নমস্তি চন ইত্যন্ননাম 'তৎ' তাদৃশং 'চনঃ' অন্নং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ইন্দ্রঃ' 'অধাৎ' দধাতু এবং তদ্বরুণ ইত্যাদাবপি যোজ্যং 'তৎ' ইদামিন্দ্রাদিভির্দ্দত্তমস্মদীয়মন্নং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তু পালয়ন্ত্বিত্যর্থঃ। ১। ৭। ২৫।

৩। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্যমা ও সূর্য্য আমারদিগের সেই অন্ন বিধান করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী, ও স্বর্গ আমারদিগের এই বাক্য পালন করুন। ১। ৭। ২৫।

উপদেশ।

১ মাঘ শুক্রবার ১৭৯২ শক।

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ"

আনন্দ হইতেই উৎসবের উৎপত্তি, আনন্দই উৎসবের জীবন, আনন্দই উৎসবের ভোগ্য। যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে উৎসবের প্রসঙ্গও নাই। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, নির্জ্জীব লোকের উৎসব কোথা? মনুষ্যের আত্মা স্বভাবত আনন্দশীল। যদি শরীর রোগ হীন থাকে, যদি মন শোক হীন থাকে, যদি আত্মা গ্লানি শূন্য থাকে, তবে আনন্দোৎসব আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হয়। জননীর ক্রোড়ে যে শিশু শয়ন করিয়া আছে, যাহাকে মলিনতা এখনও মলিন করিতে পারে নাই, সংসারের দুর্ভাবনা এখনও যাহার চক্ষুর জ্যোতি হরণ করিতে পারে নাই, কুটিল কামনা এখনও যাহার গণ্ডস্থলে কুৎসিত ভঙ্গী প্রকটিত করিতে পারে নাই, সেই শিশুর উৎসাহ সহকারে হস্ত পদ সঞ্চালন ও সহাস্য বদন দর্শন কর, তাহার অমৃতায়মান কলরব শ্রবণ কর; দেখিবে, সেই অক্রবাণ আত্মা তৎকালোচিত উৎসব রসে মত্ত হইয়া আছে। তাহার অনতিস্ফুট প্রকৃতি হইতেই উৎসবধ্বনি পরিস্ফুটিত হইতেছে। যে কোন আত্মা যখনই সেই রূপ নিরুদ্বেগ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহার উৎসব স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্য যখন সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার বাল্যকাল সুলভ নিরুদ্বেগ অবস্থা তিরোহিত হইয়া যায়; সংসাররূপ শিক্ষালয়ের কঠোর যে শাসনে তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত হইতে হয়। অবস্থাআত্মা অতি শৈশব কালে নিতান্ত দুর্ব্বল আনন্দোক্তেও নিঃশঙ্ক হইয়া আনন্দ পরম্পরায় লিত হইত, সেই আত্মা এক্ষণে বল বীর্য্য লাভ করিয়াও সেরূপ নিঃশঙ্কতা লাভ করিতে পারে না; কেন না, তাহার শিক্ষা কাল উপস্থিত হওয়াতে কল্যাণদর্শী পরমেশ্বর তাহাকে আর এক অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে সুশিক্ষিত করিয়া আর এক স্থানে লইয়া যাইবেন। যে রূপ শিক্ষা তাঁহার অভিপ্রেত, সংসার রূপ শিক্ষালয়ে তাহাই সম্পাদিত হইতেছে। মঙ্গলের জন্যই তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ সন্তানগণকে কিছু কঠোর শাসনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহারই জন্য মনুষ্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শৈশব কালে তাহার যে নিরঙ্কুশ আনন্দশীলতা প্রকটিত হইতে ছিল, এক্ষণে তাহা যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ললাট দেশে নানা দুর্ভাবনার চিহ্ন সকল প্রকাশমান হইতেছে; তাহার সুকোমল কপোলদেশ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; তাহার বিস্ফারিত নেত্র যুগল উদ্বেগ ভরে সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে; আর আত্মা সে মাধুর্য্যরস-পূরিত নিরীহ রূপ প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। কখনও রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিচেষ্টিত হইতেছে, কখন শোকানলে দহ্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, কখন উদরান্ন সংগ্রহের জন্য লালায়িত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কখন নানা ভারে আক্রান্ত হইয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতেছে, কখন বিবিধ চিন্তার নিপীড়নে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে; কখন বিষাদ, কখন ভয়; কখন নৈরাশ্য, কখন উৎকণ্ঠা তাহার স্ফূর্ত্তি সকল অপহরণ করিয়া লইতেছে। ইহার উপরে আবার কখন ভ্রম, কখন প্রমাদ, কখন মোহ আসিয়া তাহাকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া ফেলিতেছে—আত্মা আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতেছে, আপনার পথ ভুলিয়া যাইতেছে, আপনার প্রকৃতি ভুলিয়া যাইতেছে, কখন

অমৃত বোধে কালকূট পান করিতেছে, কখন মণিভ্রমে জ্বলদঙ্গারে হস্তক্ষেপ করিতেছে, কখন জল ভ্রমে মরীচিকায় প্রতারিত হইতেছে, কখন জীবনের জন্য মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতেছে এবং পদে পদে সেই পরম গুরুর দণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে। এই সকল কারণে আর সেই অমায়িক আনন্দ প্রকাশ করিবার অবকাশ নাই, আর সেই মধুর মূর্ত্তি প্রকটিত করিবার সময় নাই, আর সে মধুময় মোহন হাস্য সমুদ্ভূত হয় না, আর সে অমৃতায়মান কলধ্বনি বিনির্গত হয় না, আর সে অঙ্গযষ্টি নৃত্য করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে পারে না, আর সে স্বতঃ প্রবৃত্ত উৎসব আবির্ভূত হয় না।

কিন্তু ইহা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আত্মার সেই প্রকৃতি চির কালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর এক বার যে অলঙ্কারে আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা আর অপহরণ করিবেন না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কঠোর শাসনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, শৈশবের সৌন্দর্য্য যৌবনের সৌন্দর্য্যে পরিণত করিতেছেন, বাল্য কালের অসার উৎসব হইতে সারবান্ উৎসবের দিকে লইয়া যাইতেছেন, শূন্যগর্ভ পুষ্প হইতে রস পরিপূর্ণ ফল উৎপন্ন করিতেছেন, ক্ষণবিধ্বংসী আনন্দ হইতে অক্ষয় আনন্দে উপনীত করিতেছেন। সময়ে আত্মার সেই আনন্দশীলতা—সেই উৎসবশীলতা, সহস্র গুণে প্রস্ফুটিত হইবে, এক্ষণে তাহারই উপকরণ সকল সংগৃহীত হইতেছে।

তথাপি আত্মা কি এক্ষণে এক বারে উৎসব সম্পর্ক শূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে? সকল প্রকার মনুষ্য সমাজের প্রতি নেত্র পাত করিয়া দেখ, মর্ত্ত্যলোক নানাবিধ ভারে এত যে আক্রান্ত হইয়াছে, রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যে এত যে নিপীড়িত হইতেছে, পাপ তাপে এত যে আকুল হইয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ এত যে রক্তধারায় পরিপ্লাবিত হইতেছে, এ সমস্ত ভেদ করিয়া আত্মার সেই আনন্দের প্রকৃতি সময়ে সময়ে অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে; সময়ে সময়ে মনুষ্য সমাজের আনন্দ কোলাহল আকাশ ভেদ করিয়া যাইতেছে; উৎসব ছটায় পৃথিবী পরিশোভিত হইতেছে। আত্মা এখানে যতই বিব্রত হইয়া থাকুক, অবসর পাইলেই তাহার মুখ মণ্ডলে মধুর হাস্য বিলসিত হইতেছে, অবসর পাইলেই ক্রীড়াতে কৌতুকেতে কবিতাতে গানেতে আপনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, অবসর পাইলেই সমাজের মধ্যে, বন্ধুগণের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে আনন্দধ্বনি সমুত্থিত করিতেছে। রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র, বিদ্বান্ ও মূর্খ, স্ত্রী ও পুরুষ, সকলেই সময়ে সময়ে আপনার আপনার অন্তঃকরণের পরিমাণ অনুসারে আনন্দ রস পান করিতেছে ও উৎসব স্পৃহা চরিতার্থ করিতেছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিশ্চিত রূপে প্রতীয়মান হইবে যে, সংসারপ্রবিষ্ট মানবগণের আনন্দোৎসব মাতৃক্রোড় শায়ী অক্রবাণ শিশুগণের আনন্দ অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ ও অনেক গুণে সারবান্। শিশুরা যেমন সহজেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সেই রূপ সে আনন্দের গাম্ভীর্য্য ও সারবত্তা কিছুই নাই; বয়ঃ প্রাপ্ত পুরুষ এই সংসারে নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও সারবান্। তিনি বিদ্যারস আস্বাদন করিয়া, স্ত্রী পুত্রে পরিবৃত হইয়া, ধন সম্পদ্ উপার্জ্জন করিয়া, খ্যাতিপ্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া, মানসম্ভ্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে আনন্দ

উপভোগ করিতে থাকেন, তাহার নিকটে শৈশব-সুলভ আনন্দের কোন মুল্যই নাই। দেখ ঈশ্বরের কেমন মঙ্গলময় বিচার—শিশুগণের জীবনে তেমন কোন অশান্তিকর ব্যাপার উপস্থিত হইতে দেন না, সুতরাং সেই পরিমিত তরল আনন্দেই তাহারা পরিপুষ্ট হইতেছে। সংসারী ব্যক্তিকে নানা-বিধ অশান্তিকর কার্য্যে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইতে হয় বলিয়া তিনি তাহাকে অপেক্ষাকৃত গাঢ়তর আনন্দ প্রদান করিয়া সেই ক্ষতি পরিপূর্ণ করিতেছেন—শিশুগণের জন্য স্তন দুগ্ধ প্রেরণ করিতেছেন ও যুবার জন্য অন্যবিধ অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন।

কিন্তু যখন মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য মূর্ত্তি স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন এ পৃথিবীর সমুদায় আনন্দ—সমুদায় উৎসবই নীরস হইয়া পড়ে। যখন মনে হয়, পৃথিবী পান্থশালার ন্যায় দুদিনের জন্য, স্ত্রী পুত্রের আলিঙ্গন দুদিনের জন্য, বন্ধু বান্ধবের সমাগম দুদিনের জন্য, ধন সম্পদ্ উপভোগ দুদিনের জন্য, মান সম্ভ্রমে উৎফুল্লতা দুদিনের জন্য; তখন পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ আনন্দ উৎসব সকলই বিস্বাদু হইয়া যায়।

"কোথায় ধন জন যৌবন মান কোথা রবে
অভিমান, যখন পড়িবে কৃতান্তের গ্রাসে।"

যখন দেখি, রোরুদ্যমান জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া মৃত্যু ক্রীড়া করিতে লাগিল, আশা পূর্ণ যুবকের বক্ষঃস্থল হইতে প্রেমময় পুত্তলিকা কাড়িয়া লইল, পতিব্রতাকে অনাথা করিল, সুখোচিত সন্তানগণকে পথের বিখারী করিল, উৎসব পূর্ণ অট্টালিকাও শ্মশান ভূমি করিল; একটি প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত পরিজন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, মৃত্যু তাহাদের অশ্রুধারা উপেক্ষা করিল; তখন কোন্ সাহসে হে মানব! তখন কোন্ সাহসে পৃথিবীর উৎসবে আশা বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার? সেই সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু কোন্ ক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, কোন্ দিন্ শেষ দিন হইবে, কোন্ স্থানে মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, যে দিনে স্থিরতা হইবে, সেই দিনই শেষ দিন। সেই দিন পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ শেষ হইবে, এখানকার ভোগ সুখের শেষ হইবে এবং সকলের সহিত সেই দিন শেষ দেখা হইবে; ইহা যখন মনে হয়, তখন সাংসারিক সুখের আর কি আস্বাদন থাকে, সাংসারিক উৎসবে আর কি মাধুর্য্য থাকে, কোন্ উৎসব আর তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে?

যখন পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দোৎসবে এই প্রকার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়; তখন যুবা যেমন বালকের ধূলিক্রীড়ায় বীতরাগ হন, বৃদ্ধ যেমন যুবজনের যৌবনোচিত বিলাস-সুখে স্পৃহাহীন হন, সেই রূপ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের মনে সমুদায় সাংসারিক বিষয়ে এই রূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতা তাঁহার নিকটে আর এক উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেন, তখন পরলোকের দিব্যালোক তাঁহার চক্ষুতে নিপতিত হয়, এবং অনন্ত জীবনের মধুময় প্রবাহ তাঁহাকে উল্লসিত করিতে থাকে। যে আনন্দোৎসব সেই দিব্য ধামে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার সমুদায় চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং তিনি মানসরসনায় তাহারই রস আস্বাদন করিতে থাকেন। তিনি তখন যে উৎসবে প্রবৃত্ত হন, তাহা শৈশবের তামসিক উৎসব নহে, তাহা সংসারীর রাজসিক উৎসবও নহে; তাহা দেবগণের উপভোগ্য সাত্ত্বিক উৎসব। তিনি বালকের ন্যায় ধূলি লইয়া আর ক্রীড়া

করেন না, তিনি সংসারীর ন্যায় সংসারের সহিত আর রমণ করেন না; তিনি পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, তিনি পরমাত্মাতেই রমণ করিতে থাকেন। তিনি তখন সমুদায় সাংসারিক সুখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সংসারের নিকট, অভিজ্ঞ হন, কিন্তু সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া পুনরায় বাল্যভাব ধারণ করেন। সেই সংসার শিশুকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিতে চায় না, কিন্তু তাহাকে ভয় করিয়া স্পর্শ করিতে পারে না।

হে ব্রাহ্মগণ! আমরা সেই সাত্ত্বিক উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্য মঙ্গলাচরণ করিতে আসিয়াছি।—সেই উৎসব ভোগের যোগ্য হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আসিয়াছি।

হে ঈশ্বর! তুমিই ব্রাহ্মগণের উৎসব, তুমিই ব্রাহ্মগণের আনন্দ। তোমার পবিত্র নামে উৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব। হে সিদ্ধিদাতা! আমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ কর। হে বিঘ্নহারী! আমাদের পথের বিঘ্ন সকল দূর কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপদেশ।

৯ মাঘ শনিবার ১৭৯২ শক।

"তংবেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বোমৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

তোমারদের মৃত্যু পীড়া না হউক, এপ্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

মৃত্যু কি ভয়ানক শব্দ, ইহা শ্রবণ মাত্রই এখানকার অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি একেবারে ত্রাসে কম্পিত হয়, ইহার পরাক্রম সন্দর্শনে প্রবল হৃদয়ও ভীত হয়। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কাহারও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই। কোন্ সময় যে সে কাহাকে আক্রমণ করিবে, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। আজি যাহাকে স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমের সহিত কর্ম্ম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিতেছি, কল্য হয়ত সে ব্যক্তি মৃত্যুর দৃঢ় হিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইবে। মৃত্যু যখন কোন মানব জীবনে আপনার অধিকার চিহ্নিত করিতে উপক্রম করে, তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া কয় ব্যক্তি বিষণ্ণান্তঃকরণ না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। যখন মৃত্যুর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সকল চক্ষেই তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়; চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, নিম্নগত ও জ্যোতি রিহীন, দৃষ্টি ঊর্দ্ধস্থিত, কপোলদেশ অস্থিগহ্বরে নিমগ্ন, নাসাগ্রভাগ তীক্ষ্ণবৎ, মুখ ও ওষ্ঠাধর পাণ্ডু অথবা নীলবর্ণ, কণ্ঠের অতি নিম্ন প্রদেশ হইতে অস্পষ্ট স্বর নির্গত হইতে থাকে, অথবা কণ্ঠ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া বাক্য নিঃসরণ হয় না। হস্ত ও পদ হইতে হিমতা আরম্ভ হইয়া তাহা ক্রমশঃ শরীরের প্রধান প্রধান স্থানে প্রকাশ পায়। শ্বাস বায়ু হিম হইয়া পড়ে এবং বিন্দু বিন্দু শীতল ঘর্ম্মে ত্বক্ সিক্ত হয়, নিশ্বাস ঘন ঘনই হউক বা দীর্ঘই হউক অবশেষে তাহা দুর্ব্বল ও মৃদু হইয়া পড়ে। প্রতিবার বায়ুক্ষেপণ সময়ে ঘর্ঘর শব্দ উৎপন্ন হয়। শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া অনিয়মিতপর্য্যায়ে সম্পাদিত হয় এবং নিশ্বাস আরুদ্ধভাবে পড়িতে থাকে। নাড়ী ক্ষণে হীন, ক্ষণে ক্ষীণ, ক্ষণে কম্পিত, হৃদয় দুর্ব্বল ভাবে বেগে স্পন্দিত। জীবনী শক্তির শেষ ক্রিয়ায় বক্ষস্থল ঈষৎ স্ফীত। পুনর্ব্বার নাড়ী একবার অঙ্গুলির নিম্নে সঞ্চরিত বোধ হয়, পরক্ষণেই তাহা আর বোধ হয় না, বন্ধ হইয়াছে, সমস্ত সমাপ্ত, জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন শেষ হইল। অতি সুদৃশ্য গঠন সম্মুখে পতিত রহিয়াছে কিন্তু জীবনের স্ফুলিঙ্গ প্রস্থান করিয়াছে। হিমাঙ্গ কলেবরে মৃত্যু আপনার অধিকার প্রচার করিয়াছে।

এইত মৃত্যুর ভাব, সাধারণ ব্যক্তিগণ এই অবস্থাকে মৃত্যু বলিয়া গ্রহণ করে। ইহ লোকের এই অন্তিম অবস্থা স্মরণ করিয়া বলবান্ হৃদয়ও ভয়ে কুণ্ডলিত হয়। তখন কোথায় বা হাস্য পরিহাস, কোথায় বা আমোদ বিলাস; তখন বিষণ্ণতা ও ভয়ই কেবল মনে উদয় হয়, মোহ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া সেই ভয়কে আরও বৃদ্ধি করে। মৃত্যু যে উৎকৃষ্টতর অবস্থায় প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ, তাহা আমাদিগকে দেখিতে দেয় না, সংসারের সহিত আমাদিগের যে এক পলের সম্বন্ধ, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দেয় না। বহু দিবসের পরিশ্রম ও আয়াস-সংগৃহীত উপভোগ্য বস্তু হইতে আমাদিগকে পরিত্যক্ত হইতে হইবে, এই ভয়েই আকুলিত হই। পুত্র, দারা প্রভৃতি প্রিয়জনগণ হইতে চির দিনের জন্য আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে, এই ভাবনায় হৃদয় উদ্বিগ্ন হইতে থাকে। ইহ লোকের সেই শেষ দিনে আমাদের চির পোষিত সংস্কার, চির অভ্যস্ত আচরণ ও বহু কালের কার্য্য প্রণালিতে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব কার্য্যে অপারগ হইয়া পড়িবে, বাহ্য জ্ঞান রহিত হইবে, বহু দিনের পরিচিত সহবাসীদিগের নিকট হইতে বিছিন্ন হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া আমাদের মোহ-তমসাচ্ছন্ন মন যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হয়। এই উৎকণ্ঠা, এই ভয়, এই মৃত্যু পীড়া হইতে যদি আমরা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি, তবে যেন সেই অমৃত পুরুষের শরণ লই। তাঁহার আশ্বাস ভিন্ন ঐই ভয়ানক ভয় যে মৃত্যু ভয়, তাহা হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। সেই অভয় পদ লাভ করিতে পারিলে ইহ লোকের সমস্ত ভয় বিপদের অবসান হয়। মৃত্যু ভয় হইতে যত প্রকার ভয় আমাদিগকে ইহ লোকে আকুলিত করে, সেই সমস্ত ভয়েরই তিনি ভয়স্বরূপ, তিনি তাহাদের প্রশমন। তিনি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।" তিনি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক। যদি আপনাদিগকে উপযুক্ত করিয়া সেই অমৃতময় পুরুষের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও সেই অমৃতের আস্বাদ পাইয়া নির্ভয় চিত্ত হইতে পারিব। যদি তাঁহার মঙ্গল ভাব আমরা স্পষ্টাক্ষরে অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে এই যে বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে তিনি সংস্থাপিত করিয়াছেন, যে তিনি আমাদিগকে কখনই বিনাশ করিবেন না এবং যাহা কেবল মোহ ও পাপ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, সেই অমৃতময় বিশ্বাসই আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যতর রূপে পরিস্ফুটিত হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু ভয় হইতে রক্ষা করিবেক। সাধারণতঃ আমরা যে অবস্থাকে মৃত্যু বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহা আমাদের এমত যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক সে অবস্থা মৃত্যু নহে এবং তাহা আমাদের পক্ষে সে রূপ ক্লেশকরও নহে। আমাদের ইহ জীবনের যে শেষ মুহূর্ত্ত, যাহাকে আমরা মৃত্যুকাল বলি, সে সময়ে আমরা নাশ প্রাপ্ত হইব না কিন্তু এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইব এবং এই অসামান্য পরিবর্ত্তন কালে স্নেহময়— মঙ্গলময় পরমেশ্বর অন্যান্য সকল অবস্থার ন্যায় আমাদিগকে কোমল হস্ত দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি আমাদিগকে সেই সময় অসহ্য যন্ত্রণা ও ক্লেশ দিয়া কখনই ইহ লোক হইতে অবসৃত করেন না। এখানে থাকিয়াইত আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। যদিও তাঁহার মঙ্গল পথে লইয়া যাইবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে

দণ্ড দিয়া থাকেন, কিন্তু যখন তিনি ইহা নিতান্ত আবশ্যক জানেন, তখনই আমাদিগের জন্য দুঃখ ও ক্লেশ প্রেরণ করেন। আমরা ভুয়োভুয়ঃ শরীর, মন ও আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ যে রূপ অবহেলা করি, তাহার সমুচিত দণ্ড পাইতে হইলে আমাদিগকে এত কাল প্রাণ ধারণ করিতে হইত না। বাস্তবিকই তাঁহার স্নেহ ও করুণার পরিসীমা নাই। তিনি কেবল বিচার করিবার জন্য আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন নাই, শুদ্ধ দণ্ড পুরস্কার বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ইহ লোকের অত্যল্প কালের গুণ দোষ দেখিয়া চির কাল স্বর্গ অথবা নরকে আমাদিগকে স্থাপিত করিবেন ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় নহে। সেই মহাত্ম পুরুষ আমাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় ক্রমশই উপনীত করিবেন; জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গল ভাবে পরিবর্দ্ধিত করিবেন, আনন্দে পরিপুষ্ট রাখিবেন এই তাঁহার সঙ্কল্প। আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিবশতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না, এ জন্য আমরা অনেক সময় তাঁহার মঙ্গল-রাজ্যে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করি, নানা কল্পিত দুঃখ ও বিপদ আমাদের মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে দেখিতে পাই। যদিও পরমেশ্বর আমাদের সংশোধনের জন্য, আমাদের চৈতন্যের জন্য শিক্ষা স্বরূপ দুঃখ প্রেরণ করেন, কিন্তু সেই সকল দুঃখ ও বিপদের ভাবী মঙ্গলময় ফল গণনা না করিয়াও তাহাদের সমষ্টি ঈশ্বর প্রদত্ত সুখ ও সম্পদের সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে দুঃখ ও বিপদের সমষ্টি অত্যল্প হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা কেবল [illegible] দুঃখ ভয় ও মৃত্যু পীড়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার তখন বুঝিতে [illegible]

ইহা পূর্ব্ব হইতে অনুভব করিতে পারি, তখন যে পরিমাণে ক্লেশ ও উদ্বেগের আশঙ্কা হয়, সেই দুঃখের দিন উপস্থিত হইলে তখন তাহার আংশিক ভার মাত্র আমাদিগকে বহন করিতে হয় এবং অল্প কাল পরেই তাহার লাঘব হইয়া যায়। মৃত্যুকে যে আমরা এত যন্ত্রণাদায়ক বিবেচনা করি, ইহা আমাদের কেবল বহু কালের সংস্কার ও কল্পনা বশতই হইয়া থাকে, এই কারণেই ইহা আমাদের নিকট এমত ভীষণ রূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আমরা যেমন মৃত্যুকে যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, আবার ঘটনাবলি পর্য্যালোচনা করিয়াও মৃত্যুকে আমাদের ক্লেশকর বলিয়া জ্ঞান হয় না। মৃত্যুশয্যার নিকট যাঁহাদিগকে কালযাপন করিতে হইয়াছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন যে সেই সময় সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয় এবং তদ্দর্শনে নিকটস্থ বন্ধুগণ ভ্রান্তভাবে মনে করেন যে রোগী সুস্থতা লাভ করিতেছে। যে সকল ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং সেই অবস্থার ভাব জাজ্বল্যতর রূপে যাঁহাদের স্মৃতিপথে প্রকাশ ছিল, তাঁহারাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে মৃত্যু কাল অতি সুখের সময়। মৃত্যু কালে সমস্ত যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়া যায় এবং পরিশ্রান্ত পথিক যেমন সুনিদ্রার আবির্ভাবে সুখানুভাব করে, মৃত্যুও সেই প্রকার সুখ আমাদিগকে আনিয়া দেয়। যদিও বাহিরে কখন কখন অঙ্গের বিক্ষেপ অর্থাৎ টান প্রভৃতি ক্লেশকর লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্তরে কোন প্রকার যন্ত্রণার অনুভব হয় না, কেবল পার্শ্বস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের বিলাপ ও রোদনধ্বনি [illegible] তথায় প্রবাহিত হইতে থাকে। যিনি প্রাণ স্বরূপ, যিনি জগতের প্রাণ, যিনি আমার [illegible] প্রাণ [illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অষ্টম কল্পের প্রথম ভাগের সূচী পত্র

বৈশাখ ৩৩২ সংখ্যা — পৃষ্ঠা

ঋগ্বেদ সংহিতা ১
ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলন ২
উপদেশ ৬
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির প্রশ্নাবলির উত্তর ৮
A Lecture in reply to the Query "What is Brahmoism" .. ১১

জ্যৈষ্ঠ ৩৩৩ সংখ্যা

ঋগ্বেদ সংহিতা ১৭
বর্ষশেষ দিবসের ব্রাহ্মসমাজ .. ১৯
ধর্ম্ম-প্রচার ২২
স্বয়ং দোষী গুরু ২৫
উপদেশ ২৭
A Lecture in reply to the Query "What is Brahmoism" .. ২৯

আষাঢ় ৩৩৪ সংখ্যা

উপদেশ ৩৩
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ ৩৫
পৃথিবী ও মনুষ্য ৩৭
স্ত্রীলোকের কুলনাম ৪১
A Lecture in reply to the Query "What is Brahmoism" .. ৪২

শ্রাবণ ৩৩৫ সংখ্যা

উপদেশ ৪৯
ধর্ম্মশিক্ষা ৫১
পৃথিবী ও মনুষ্য ৫৪
হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস ৫৭
নূতন পুস্তক ৬১
Prayer ৬৩

ভাদ্র ৩৩৬ সংখ্যা

উপদেশ ৬৫
ভবানীপুর ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ৬৭
ধর্ম্মশিক্ষক ৭১
আবিয়ারের উপদেশ ৭৬
নূতন পুস্তক ৭৭
Prayer ৭৯

আশ্বিন ৩৩৭ সংখ্যা

উপদেশ ৮১
ধর্ম্ম ও পদার্থ-বিদ্যা ৮৩
ব্রাহ্ম পরিবার ৮৫
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ৮৭
জীব উদ্ভিদাদির স্বত-উৎপত্তি বিষয়ক মত ৮৯
আকনা গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা কালীন বক্তৃতা ৯১

পৃষ্ঠা

নূতন পুস্তক ৯৪
Letters from and to the Veda Samajam, Madras .. ৯৫

কার্ত্তিক ৩৩৮ সংখ্যা

সহজ ভাব ৯৭
ধর্ম্মের উন্নতি সাধন ৯৯
হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-জাতি .. ১০২
সাকার-উপাসকদিগের প্রশ্ন ... ১০৬
প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের প্রথম দৈহিক-গতি, প্রথম ইন্দ্রিয়-বোধ ও প্রথম বুদ্ধি-ক্রিয়া সম্বন্ধে আত্ম-বৃত্তান্ত ১০৯

অগ্রহায়ণ ৩৩৯ সংখ্যা

উপদেশ ১১৩
পর লোকের সম্বল ১১৫
হিন্দুজাতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ১১৭
ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ১২০
পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান .. ১২৭

পৌষ ৩৪০ সংখ্যা

জগতে ঈশ্বর দর্শন ১৩০
ধর্ম্মোন্নতি ১৩১
ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব ১৩৩
বৈদান্তিক মত ১৩৫
স্বাস্থ্যসাধন ১৩৮
সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি .. ১৪১
আত্ম-নিবেদন ১৪২
নূতন পুস্তক ১৪৩

মাঘ ৩৪১ সংখ্যা

পাপ ও পুণ্য ১৪৫
বৈদান্তিক মত ১৫০
সৃষ্টির অন্তর্গত নিয়ম ১৫৩
Theistic toleration and diffusion of Theism .. ১৫৭
নূতন পুস্তক ১৬০

ফাল্গুন ৩৪২ সংখ্যা

দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৬১
Professor Max Muller's Opinion ১৮০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১৮০

চৈত্র ৩৪৩ সংখ্যা

ধর্ম্মই সুখের মূল ১৮১
বৈদান্তিক মত ১৮৩
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ .. ১৮৭
সামবেদী কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি .. ১৮৮